সৌদামিনী।

উপন্যাস।

সুকবিত্ব—দ্রবীণ—দরিদ্র, নিরন্তর,
কিনিতে কবির যশঃ, চঞ্চল অন্তর।

সদ্ভাব শতক।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর প্রেস।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট,—লালবাজার।

সন১২৯১সাল।

মাযনীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচরণ রায়।

সব্ এসিষ্টান্ত সার্জ্জন মহাশয় সমীপেষু।

মহাত্মন্! আমি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন আপনার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই দিন আপনি আমাকে কি স্নেহ চক্ষেই দেখিলেন—বলিতে পারি না। আমি জানি, আপনি আমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। যথার্থ কথা বলিতে কি? আমার এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে আমি আপনার এই পবিত্র ভালবাসা পাইবার যোগ্য। আমার "সৌদামিনী" আর কাহার হস্তে সমর্পণ করিব? কে স্নেহ চক্ষে দেখিবে? ভালবাসার দ্রব্য হইলে, যার তার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। আমি জানি—আপনি যখন আমার প্রদত্ত অতি সামান্য (সৌদামিনী অপেক্ষাও দ্রব্য, স্বীয় ঔদার্য্যগুণে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন যে, আমার সৌদামিনীকে দেখিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার।

সৌদামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ ষড়যন্ত্র।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। হিরণ্যপুরের একটি দ্বিতল কক্ষ মধ্যে একাকিনী একটি রমণী নীরবে পদচারণ করিতেছে। রমণী সুন্দরী, বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ; হৃদয়াকাশে সম্পূর্ণ-মণ্ডল যৌবন-শশধর বিরাজমান। রমণী মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছে, আর তাহার অনুপম রূপরাশি শরীরে স্থান না পাইয়া, যেন কক্ষময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; প্রতিপাদ-বিক্ষেপে, যেন কক্ষ মধ্যে লাবণ্যের লহরী উঠিতেছে।

রমণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পদচারণ করিয়া, পরে কক্ষতলস্থ একখানি পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। কতক্ষণ পরে কি ভাবিয়া আবার উঠিলেন; নিকটে একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, তাহার নিকট দাঁড়াইয়া, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন—যেন কিছুতেই স্বস্তি নাই। এইরূপে কতক্ষণ অতীত হইলে পর, কক্ষমধ্যে আর দুইটি রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন তিন জনে পরস্পর পরস্পরের নিকটে বসিয়া প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সহিত, অন্যের অশ্রাব্য স্বরে কি পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে যে বিষয়ের মন্ত্রণা হইতেছিল, অনেকক্ষণ পর তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণ হইল; তখন বয়োজ্যেষ্ঠা মধ্যমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বামা! তোর কিন্তু গৌরচন্দ্র গাইতে হইবে? আমরা তার পর পালা আরম্ভ করিব।"

বামা একটু বিস্মিতার ন্যায় হইয়া বলিল,—"সে কি! আমি কে? আর তিনি আমার কথায় কেন প্রত্যয় যাবেন? আমি হয়ত সে সময় সে স্থানে উপস্থিতও থাকিব না।"

মধ্যমা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কেন?

বা। "কেন কি? এই বুদ্ধিটুকু আর ঘটে জুটে এলনা? আমি উপস্থিত থাকিলে, বা ও সম্বন্ধে কিছু বলিলে, হয়ত তিনি মিথ্যাও ভাবিতে পারেন; বরং আজ কাল তিনি যাঁর প্রধান মন্ত্র-শিষ্য তাঁহাকেই এ কার্য্যে বরণ কর।" এই বলিয়া বামা কনিষ্ঠার দিকে সহাস্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বামার অভিপ্রায় বুঝিয়া কনিষ্ঠাও সহাস্য-বদনে বলিলেন,—

"আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

অনন্তর বামা ও বয়োজ্যেষ্ঠা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিক্রান্তা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুরভিসন্ধি।

বামা এবং হরমণি নিক্রান্ত হইলে পর, সেই নিভৃত কক্ষে, হিরণ্ময়ী অনন্ত চিন্তায় অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া একাকিনী বসিয়া রহিলেন। চিন্তার ইয়ত্তা নাই;—কখন সুখময়ী আশালতা অবলম্বন করিয়া, আকাশে স্বর্ণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন, হৃদয় আনন্দ-তরঙ্গোচ্ছাসে পুলকিত হইয়া উঠিতে ছিল, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হইয়া শোভা পাইতে ছিল; আবার পরক্ষণেই নিরাশ-বায়ুবিতাড়িত হইয়া, উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল বেলাহীন সিন্ধুবক্ষে শয়ন করিয়া যাইতেছিলেন, হৃদয় বিষাদ-তরঙ্গের প্রত্যেক হিল্লোলে কম্পিত হইতেছিল। হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক-ভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন,—

আর কি করিব? সকলি অদৃষ্টের ফল! অদৃষ্ট ফল কে খণ্ডন করিবে? অদৃষ্ট লিপি কে মুছিয়া ফেলিবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল—ঘটিয়াছে; যাহা বাকি আছে—ঘটিবে! তা বলিয়া কি করিব! এত যত্নেও যখন চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে পারিলাম না, তখন আর উপায় কি? কি করিলে চিত্তের অবসাদ দূর হয়, মনের বেগ সংযত হয়, কে বলিবে? জগৎ সংসারে আমার কে আছে? পিতা অর্থ লোভে ভুলিলেন; ধনমদে মত্ত হইয়া, অপত্য স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া, ক্রীড়া সামগ্রীর ন্যায় আমায় বিক্রয় করিলেন—জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিলেন—এখন পুড়িয়া মরিতেছি! দেখিবার লোক নাই, বাচাইতে বন্ধু নাই! অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছি—সোণা রূপা গায় ধরিতেছে না—বড় সুখ হইয়াছে! বড় সুখ দেখিয়া পিতা সুখের সংসারে দিয়াছেন। এমন সুখের মুখে আগুণ জ্বেলে দেই! যে দিকে চাই—সেই দিকই অন্ধকার; যে দিকে যাই—সেই দিকই অগ্নিময়? আর ভাবিয়াই বা কি করিব? এ ভাবনার সীমা নাই, এ অনলের নির্ব্বাণ নাই, এ সমুদ্রের কূল নাই। যত দিন বাঁচিব, এ আগুন হাড়ে হাড়ে জ্বলিবে; সেই জন্যে বলি আর ভাবিবনা। বামা আমার যথার্থ হিতৈষিণী। বামার স্নেহ আর গুণ আমি এজন্মে ভুলিতে পারিব না। ঠাকুরঝিও ভাল বাসেন, কিন্তু বামার মত নয়। তার ভালবাসার মধ্যে একটু স্বার্থপরতা আছে। তার ভালবাসা কতক পেটের দায়ে, কতক ভয়েভক্তিতে। সত্য কথা বলিতে কি,—বামার ভালবাসা নিঃস্বার্থপর; বামার মন্ত্রণাই গ্রাহ্য। আগে পাপ বিদায় করি, নইলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কে কোন দিন পরের মন্দ না করে আপনার মঙ্গল সাধনা করিতে পেরেছে? ঠাকুরঝি ত বলেছেন "তুমি গৌরচন্দ্র গাইবে, তার পর আমি পালা আরম্ভ করিব;" এতেও যদি মাগীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে জানিব ওর কপালে ঈশ্বর চিরসুখ লিখে রেখেছেন। আর এতে আমার দোষই বা কি? যার কপালে যা লিখা আছে, তার তা হবেই হবে। মনুষ্য কেবল উপলক্ষ মাত্র।

যাহাদের অন্তঃকরণ পাপের ভীষণ চিত্রে চিত্রিত; তাহাদের মনে অসদভিপ্রায় ভিন্ন আর কোন্ ভাবের উদয় হইতে পারে? তাহাদের চিত্তের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকল চিত্র দেখানও কঠিন। হিরণ্ময়ী

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, যে একটি শেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি ভয়ানক, অতি বিভৎস, অতি নীচ জাতীরও ঘৃণ্য।

হিরণ্ময়ী অবনতমুখে অনন্যমনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন; বামা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুনর্ব্বার কক্ষমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া নীরবে হিরণ্ময়ীর পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বামা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হিরণ্ময়ীকে অবনতমুখী দেখিয়া নাকে কাটি দিয়া হাঁচিল। চমকের সহিত হিরণ্ময়ীর চিন্তা ভগ্ন হইল, এবং পশ্চাদ্ভাগে বামাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আ মর! আবার এসে চোরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখ্ছিস্?"

বামা হাসিয়া বলিল,—"তুমি বসে বসে যা ভাব্‌ছিলে, আমি তাই দেখ্‌ছিলাম।"

হিরণ্ময়ী স্মিতমুখে বলিল,—"তার আবার দেখ্‌বি কি?"

বামাও একটু হাসিয়া বলিল,—"তোমার দুঃখ।"

হি। আমার দুঃখ সঙ্গের সঙ্গী,—তা আর ভেবে কি করিব? তোর দুঃখের কথাই ভাব্‌ছিলাম।" কথা বলিতে হিরণ্ময়ীর মুখের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইল।

বামা হিরণ্ময়ীকে ম্লানমুখী দেখিয়া, অন্তরে হাসিয়া তদ্রূপ বিশুষ্কমুখে বলিল,—"আমার দুঃখ কি আর তোমরা এখন ভাব?"

"হিরণ্ময়ী পুনর্ব্বার স্মিতমুখে বলিলেন,—"ভাবিব না কেন? তুই যে অনুকূল সতীন।"

বা। "ছিলাম বটে—এখন পেতিন"

অনন্তর গম্ভীর ভাবে বলিল,—"যথার্থ কথা বলিতে কি বৌ ঠাক্‌রুণ! তুমি যাহাই ভাব, এখন আর ও সখ্ ভাল লাগে না! চিরকালই কি সমান ভাবে কাটান উচিত? এখন ঈশ্বরেব নিকট এই প্রার্থনা, তোমরা উভয়ে দীর্ঘজিবী হইয়া, সুখে সংসার ধর্ম্ম কর; আর আমি তোমাদের অনুগত থাকিয়া সেই সুখে সুখি হই"। মনে মনে বলিল,—তোমরা সকালে সকালে যমের দক্ষিণ যাও, আর আমি দুওরে বসিয়া তোমাদের পিণ্ড-দানের উদ্যোগ করি।

হিরণ্ময়ী বামার কথায় কোনই উত্তর করিল না।

বামা সহাস্য বদনে পুনর্ব্বার বলিল,—আচ্ছা বৌ ঠাকরুণ! আর

তাহার সহিত অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না। বামার এ চাতুরীর মর্ম্ম সহসা অন্যে অনুভব ও করিতে পারে না। দোষের মধ্যে তাহার আর যাহাই থাকুক, কিন্তু অর্থলোভটা তাহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। অর্থলোভ প্রদর্শন করাইলে বামার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকিত না। অর্থলোভ পাইলে বামা কোন কার্য্যেই ভীতা বা সঙ্কুচিতা হইত না।

বামা যখন একাদশ বর্ষীয়া, তখন তাহার বিবাহ হয়। তাহার স্বামী অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। বাড়ীতে তাহার সামান্য মত যে দধি দুগ্ধের ব্যবসা ছিল, তদ্দ্বারা তাহার সাংসারিক ব্যয় সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইত না; সুতরাং নীলরতন ঘোষকে অর্থোপার্জ্জন জন্য অনেক সময়েই বিদেশে থাকিতে হইত। অভিভাবিকার মধ্যে তাহার এক বৃদ্ধা খুল্ল পিতামহী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বিবাহের পর প্রায় দশ বৎসর গত হইলে তাহার খুল্ল পিতামহীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। বামার বয়ঃক্রম তখন প্রায় একবিংশতি বৎসর। বামা একে যুবতী, তাহাতে আবার সুন্দরী, এমতাবস্থায় তাহাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া প্রবাসে যাওয়াও অন্যায়; কিন্তু গৃহে থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহের কোনই উপায় নাই। নীলরতন মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে গ্রামের জমীদার ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের উপর বাড়ীর তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া বিদেশ গমন করিল।

নীলরতনের বাড়ী ভবানীপ্রসাদের বাড়ীর অতি নিকট। বামা যুবতী, এবং সুন্দরী, এমতাবস্থায় রাত্রিতে একাকিনী থাকা অবৈধ বিবেচনায়, সকালে আহারাদি সমাধা করিয়া ভবানীপ্রসাদের বাড়ীতে দাসীদিগের নিকটে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। তার পর বামা ভবানীপ্রসাদের নেত্রপথে পতিত হইল। সদসৎ-বিবেচনা-বিহীন ভবানীপ্রসাদ বামার সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হইয়া অন্ধ হইল। এই সময়ে ভবানীপ্রসাদের প্রথমা স্ত্রীরও পরলোক প্রাপ্তি হইল। ভবানীপ্রসাদ তখন অতুল ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাইয়া বামার স্বাধীনতা ক্রয় করিল। রিপুপরতন্ত্র ভবানীপ্রসাদের কপট মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অপরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি বামা তাহার অতুল অমূল্য সতীত্ব রত্ন, সামান্য অর্থের সহিত বিনিময় করিয়া কলঙ্কের নরকাগ্নিতে আত্ম সমর্পণ করিল।

নীলরতন ঘোষ লোক পরম্পরায় এই ভয়ানক ঘটনা শ্রবণ করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইল না। এই ঘটনার পর সে আর অধিক দিন জীবিতও ছিল না। নীলরতনের পরলোক প্রাপ্তি সংবাদ যখন গ্রাম মধ্যে প্রচারিত হইল, তখন বামা নিঃশঙ্কচিত্তে ভবানীপ্রসাদের গৃহে একাধিপত্য করিতে লাগিল।

বামার সৌভাগ্যসূর্য্য অধিক দিন স্থায়ী হইল না। ঋপু পরতন্ত্র ব্যক্তির অপবিত্র প্রণয় কোন্ দিন স্থায়ী হইয়া থাকে? যে রূপের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বামা ভবানী প্রসাদের চিত্ত উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, বামার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সে কিরণ ভবানীপ্রসাদের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তার পর যখন ভবানীপ্রসাদ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলেন, তখন বামার চৈতন্যোদয় হইল। রবি-কিরণ-স্পৃষ্ট প্রভাত চন্দ্রমার ন্যায়, বামার সুখতারা হীনতেজা হইয়া অস্তমিত হইল। বামা অভিমানে, ক্রোধে, ভবানীপ্রসাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া, গ্রামপ্রান্তে একখানি সামান্য কুটীর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে লাগিল। হিংসা-বিষে তাহার হৃদয় প্রতিক্ষণ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বদা ভবানী-প্রসাদের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তার পর ভবানী প্রসাদ যখন তৃতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলেন, তখন প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ জন্য বামা মনে মনে একটি উপায় কল্পনা করিয়া লইল।

অনেক দিনের পর বামা আবার ভবানীপ্রসাদের গৃহে গতায়াত আরম্ভ করিল, এবং হিরণ্ময়ীর সহিত অভেদ্য প্রণয় সংস্থাপন করিয়া লইল। অনেক দিনের পর বামার গতায়াত দেখিয়া, এক দিন ভবানী প্রসাদ তাহাকে পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন—

"কি বামা! একেবারে আমাদের কথা ভুলে গিয়াছ না কি?"

বামার হাড়ে হাড়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনের ভাব সহসা প্রকাশ পাইত না। বামা মনের আগুন মনেই নির্ব্বাণ করিয়া হাসিয়া বলিল,—"বটেই ত! উল্টে কথা!—তা যাক্, এখন অন্নাভাবে গোভাগাড়ে পড়ে মরিতে হবে নাকি?"

ভ। "গোভাগাড়ে মরিতে হবে কেন?"

বা। কেন কি? তুমি বাসি ফুল বলে ফেলে দিলে, এখন শুকিয়ে মচ্ছি।"

ভ। "আমি ফেলে দিলাম,—না তুমি রাগ করে চলে গেলে।"

বা। তুমি রাগ করিবার অধিকার দিয়াছিলে বলেই রাগ করে-ছিলাম। কিন্তু তুমি ত সে রাগের ধার ধারিলে না, সুতরাং লজ্জার মাথা খেয়ে আপনা হতেই এসে গায়ে পড়িলাম।"

ভবানীপ্রসাদ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে যথার্থই তোমার নিকট অপরাধী, কিন্তু তা বলে কি আমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও অধিকার নাই ?"

বা। তা থাকিবে না, কেন ? তুমি যাই মনে কর, আমি কেবল তোমার দর্শনের অভিলাষিণী।"

ভ। "তোমার নিকট যে আজ এত অনুগ্রহ পাব, তা স্বপ্নের অগোচর। তার পর এখন কোথায় গিয়াছিলে ?"

বামা মনে মনে বলিল,—"তোমার সপিণ্ডকরণের উদ্যোগে।" প্রকাশ্যে বলিল,—"আর কোথায় যাব ? ছোট রাণী একটু স্নেহ মমতা করেন, দুট ভাল কথা বলেন, তাই তাঁর নিকটে যাই ; এখন তাঁর নিকট হইতেই এলাম।"

ভ। ছোট রাণী তোমার অনেক প্রশংসাও করেন। তোমার যখন যা আবশ্যক হয়, তাঁর নিকটে চাইলেই পাবে।"

"এখন আবশ্যক তোমার অগ্নি ক্রিয়ার।" বামা মনে মনে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুলীন কুমার।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার কুলীন ব্রাহ্মণ, নিবাস হিরণ্যপুর। বয়ঃ-ক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ। শরীর খর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ, এবং বিলক্ষণ স্থূল। অনুন্নত শরীরে মেদাধিক্য বশতঃ সময়ে সময়ে তাহাকে সৃষ্টিছাড়া প্রাণী বা দগ্ধকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত যক্ষ-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইত। কাক-কণ্ঠ-বিলম্বিত মুক্তাহারের ন্যায় তাহার নিবিড় কৃষ্ণ কলেবরে ধবল

যজ্ঞসূত্র শোভা পাইত। মস্তকের কেশরাশির অনধিক এক সহস্রাংশ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, বিশেষ অনুধাবন ব্যতীত তাহাও লক্ষিত হইত না। বয়সের সঙ্গে বাসনার কোনই সংশ্রব নাই, এজন্য মজুমদার. মহাশয় সর্ব্বদা আতর, গোলাব, ব্যবহার করিতেন। পলিত কেশে কলপ দিয়া তাহাতে পমেটম্ মাখিতেন। তাহার পরিধানে কেহ কখন সাদা কাপড় দেখে নাই; ডবল ফিতা বা তদধিক বিস্তীর্ণ কালা পেড়ে ধুতি পরিধান করিতেন। যদি সে সম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া কেহ কিছু বলিত, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। হিরণ্যপুর মধ্যে তাহার একাধিপত্য ছিল। তৎকালে তথায় তাহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই ছিল না। ভবানীপ্রসাদ বংশজ বড়-মানুষ। ইজারা, পত্তনী, মৌরশী তালুক, এবং তেজারতী প্রভৃতিতে বৎসর তাহার প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা আয় হইত। চরিত্র সম্বন্ধে বলিতে হইলে, হিংসা, বিবাদ, প্রবঞ্চনা, খলতা, পর পীড়ন প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাহার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। স্বর্পত্নীর অনুগ্রহ দেখিয়া সরস্বতী তাহার প্রতি বিলক্ষণ রুষ্টা ছিলেন, কিন্তু দুষ্টা সরস্বতী অধিক সময়েই স্কন্ধে ভর করিয়া থাকিত।

ভবানীপ্রসাদের যখন নয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাহার পিতা, সন্তান নব রত্নের ন্যায় হইবে বলিয়া, শুভ দিনে শুভ লগ্নে তাহাকে নিকটস্থ একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। তথায় ক্রমাগত তিন বৎসর পাঠাভ্যাস করিয়াও যখন বর্ণ পরিচয় সমাধা হইল না, তখন তাহার পিতা বাড়িতে এক জন শিক্ষক রাখিয়া তাহার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। শিক্ষক মহাশয় অল্প দিন মধ্যেই ছাত্রের অলৌকিক গুরুভক্তির পরিচয় পাইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

আমরা শুনিয়াছি, একদা শিক্ষক মহাশয় পীড়িত হওয়ায়, এক জন বৈদ্য চিকিৎসক তাহাকে রসায়ন করিয়া ডাবের জলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয় অতি যত্নে স্থানান্তর হইতে একটি ডাব আনয়ন করিয়া, তাহার মুখ কাটিয়া আনিতে ভবানীপ্রসাদের নিকট দেন। ভবানীপ্রসাদ ডাবের মুখ কাটিয়া তন্মধ্যস্থ সুশীতল অম্বুরাশি উদরস্থ করণানন্তর প্রস্রাব দ্বারা ডাব পূর্ণ করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে আনিয়া দেন। শিক্ষক রসায়নের জ্বালায় দুই তিন ঢোক প্রস্রাব পান করিয়া

ডাব দূরে নিক্ষেপ করেন ; পরে অতিকষ্টে আরোগ্যলাভ করিয়া, ছাত্রের গুণগ্রাম তাহার পিতাকে জানাইয়া প্রস্থান করেন।

ইহার পর ভবানীপ্রসাদ আর কালী কলমে একত্র করেন নাই। তাহার যতই বয়োবৃদ্ধ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তি সকলও ততই বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। পিতার লোকান্তর গমনের পর ভবানীপ্রসাদ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন, এবং মনে যাহা উদয় হইতে লাগিল তাহাই করিতে লাগিলেন।

ভবানীপ্রসাদ একাদিক্রমে তিন বার দারপরিগ্রহ করেন। কুল গৌরব প্রযুক্ত অতি অল্প বয়সে ভবানীপ্রসাদের প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনধিক পাঁচ বৎসর মধ্যেই তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তার পর কিছুদিন গত হইলে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী সুশীলার সনৎকুমার নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মে। সনৎকুমারের বয়ঃক্রম যখন তিন বৎসর, তখন ভবানীপ্রসাদ তৃতীয় বার উদ্বাহ বা উদ্বন্ধন সূত্রে বদ্ধ হন। এই আখ্যায়িকায় দ্বিতীয়া সুশীলা এবং তৃতীয়া হিরণ্ময়ীর কথা লিখিত হইবে।

সুশীলা পুত্রবতী হইয়াও স্বামীর তাদৃশ প্রণয়ভাজিনী ছিলেন না। তাহার কারণ সুশীলার পিতা কুল গৌরবে ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিলেন। সুশীলাকে বিবাহ করিয়া তাহার কৌলীন্য গর্ব্বের অনেক খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু কৌলীন্য-গন্ধ বিন্দুমাত্র যাহার শরীরে বিদ্যমান আছে, দেশীয় কুপ্রথানুসারে কোন অবস্থাতেই বিবাহ করিতে তাহাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। অশীতি বর্ষ বয়স্ক পলিতকেশ গণ্ডমূর্খ কুলীন কুমারের হস্তে লোকে পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়া থাকে। যত দিন অন্তর্জ্জলাবস্থা উপস্থিত না হয়, বার্দ্ধক্যের নৈসর্গিক অবসাদে যত দিন না উত্থানশক্তি বিরহিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুলীন কুমারদের বিবাহের অপ্রতুল ঘটে না। প্রথমতঃ ভবানীপ্রসাদ কুলীন, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন গৌরবও ছিল,--গজদন্তে সোণার কাজ ; সুতরাং পলিতকেশে যে তাহার আবার বিবাহ হইবে আশ্চর্য্য কি !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা।

চারি বৎসর অতীত হইল, হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছে। বলরাম চৌধুরী (হিরণ্ময়ীর পিতার নাম) হিরণ্ময়ীর মাতার লোকান্তর গমনের পর, একমাত্র প্রিয়তমা কন্যাকে ক্ষণ কালের জন্যেও নয়নের অন্তরাল করিয়া কোথাও থাকিতে পারিতেন না। হিরণ্ময়ী বাল্য কালেই মাতৃহীনা হইয়াছিলেন ; মাতৃ বিয়োগ জনিত ক্লেশ, সে মুহূর্ত্ত কালের জন্যেও যাহাতে অনুভব করিতে না পারে, বৃদ্ধ বলরাম চৌধুরি এজন্য প্রাণপণে তাহাতেই যত্নবান থাকিতেন। বিশেষ কার্য্যানুরোধে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর গমন করিতে হইলে, হিরণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। হিরণ্ময়ীও পিতাকে যার পর নাই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন ; পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তিলার্দ্ধকালও একাকিনী কোথাও থাকিতে পারিতেন না।

অমরনাথ ভট্টাচার্য্য নামে বলরাম চৌধুরীর এক জন প্রতিবাসী ছিল। অমরনাথের ভাগিনের রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মাতুলালয়ে থাকিয়া তত্রত্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি প্রযুক্ত হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তাহার অভেদ্য প্রণয় সংস্থাপন হইয়াছিল। হিরণ্ময়ী রজনীকান্তের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। হিরণ্ময়ী রজনীকান্তকে এতদূর ভাল বাসিতেন, যে রজনীকান্ত না হইলে সে আহার করিত না ; রজনীকান্ত না পড়াইলে তাহার পড়া হইত না ; বিদ্যালয় হইতে নিয়মিক সময়ে রজনীকান্ত যদি কোন দিন বাড়ীতে প্রত্যাগত না হইতেন, তাহা হইলে হিরণ্ময়ীর আর উদ্বেগের পরিসীমা থাকিত না, তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া রজনীকান্তকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিতেন।

এইরূপে বাল্যকাল অতীত হইল। তার পর হিরণ্ময়ী বিবাহ যোগ্যা হইলেন। অমরনাথ ভট্টাচার্য্য বলরাম চৌধুরীর নিকট, হিরণ্ময়ীর সহিত ভাগিনেয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন—এরূপ জনশ্রুতি ছিল যে রজনীকান্তের মাতা অন্যপূর্ব্বা ছিলেন।

সুতরাং বলরাম চৌধুরি সম্বন্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তার পর হিরন্ময়ীর বিবাহ হইল। বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রয় বিহীন হইয়া থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, বলরাম চৌধুরী পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া, জামাতৃ গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত কাল পরেই হিরণ্ময়ীর প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠিল। পিতার প্রতি হিরণ্ময়ীর ভক্তি শ্রদ্ধা একেবারে লোপ হইল। সামান্য কারণে অথবা অকারণেও পিতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আহারের সময় বলরাম চৌধুরীর আহার ঘটিত না; স্নানের সময় অতীত না হইলে স্নান হইত না, তথাপি হিরণ্ময়ীর প্রতি তাহার স্নেহ অটল রহিয়াছিল। ভবানীপ্রসাদ সচক্ষে বৃদ্ধের ক্লেশ দেখিয়াও তৎসম্বন্ধে হিরণ্ময়ীকে কিছুমাত্র অনুযোগ করিতে পারিতেন না। ভবানীপ্রসাদ হিরণ্ময়ীর এতদূর বাধ্য ছিলেন যে, তাহার অকার্য্যকেও ভবানীপ্রসাদ অদ্বিতীয় সৎকার্য্য বলিয়া সর্ব্বদা তাহার তুষ্টিবর্দ্ধন করিতেন। তাহার কারণ হিরণ্ময়ী যুবতী, ভবানীপ্রসাদ বৃদ্ধ; হিরণ্ময়ী নিরুপমা সুন্দরী, ভবানীপ্রসাদ ঘন কৃষ্ণ মাংসপিণ্ড।

যদি কোন দিন সুশীলা বৃদ্ধের ক্লেশ দেখিয়া সকালে তাহার স্নানাহারের উদ্যোগ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। হিরণ্ময়ী সাধ্যমত সুশীলাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, পরে ভবানীপ্রসাদের দ্বারা তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। হিরণ্ময়ীর বিবাহের পর চৌধুরী মহাশয়, দুই বৎসর যুগসহস্রের ন্যায় জামাতৃ গৃহে কাটাইয়া মানব লীলা সম্বরণ করেন।

হিরণ্ময়ী এইরূপে পিতৃদায় হইতে বিমুক্ত লাভ করিয়া আর একটী গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হন; এবং অনেক ষড়যন্ত্র করিয়া পরিশেষে তাহাতেও সিদ্ধকামা হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ!

সপত্নী বিদ্বেষ।

ভবানীপ্রসাদ হিরণ্ময়ীকে গৃহে আনিয়া সুখী হইয়াছিলেন। তরুণী ভার্য্যা সহবাসে বৃদ্ধের যাদৃশ সুখ সম্ভবে, ভবানীপ্রসাদ সেইসুখে সুখী

হইয়াছিলেন। সে যে কি সুখ, তাহা তিনিই জানিতে পারিয়াছিলেন অথবা সেই প্রকৃতির লোকেই জানিতে পারেন। ভাবানীপ্রসাদ যদি সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল এবং পরিণামদর্শী হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি যে সুধা দেবলোক দুর্লভ, চন্দ্রলোক স্থিত বিবেচনায় মনের সুখে পান করিয়াছিলেন, তাহা নাগ-কুল-নায়ক বাসুকী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত জীবন ধ্বংশকর ভীষণ কালকুট হইতেও ভীষণতর; যে অনুপম রূপরাশি সুশীতল-শরচ্চন্দ্রিকা জ্ঞানে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতেও প্রখরতর; যে মূর্ত্তি ত্রিভুবন-সুন্দরী দেবী প্রতিমা বোধে সযত্নে হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষসী বা পিশাচী মূর্ত্তি হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্করী। প্রথমতঃ ভবানীপ্রসাদ দারুণ মোহের বশীভূত, হিরণ্ময়ীর কপট মায়ায় মুগ্ধ এবং তাহার কৈতব স্নেহে অন্ধ হইয়া কিছুই দেখিতে পান নাই; তারপর যখন তাহার সে ভ্রম অপনোদন হইল, সে মায়াজাল বিচ্ছিন্ন হইল, সে অন্ধকার বিদূরিত হইল, তখন বুঝিতে পারিলেন, যে এ আস্বাদ বিষময়, এ দৃশ্য অগ্নিময়, এ কুসুম কণ্টকময়; যখন তিনি এই অবৈধ পরিণয়ের পরিণাম বুঝিতে পারিলেন; তখন দেখিলেন, যে এ সুবাশিত সুস্নিগ্ধ সলিল পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ জলাশয় নয়, এ দিনকরের প্রখর-কিরণ-মালা-সম্ভূত মায়াময়ী-মৃগতৃষ্ণিকা; এ অমৃত-বর্ষী মানস-স্নিগ্ধ-কর মনোহর চন্দ্রমা নয়, এ সদ্য প্রাণাপ-হারী হলাহল-বর্ষী কুণ্ডলিত-ফনিনীর ভীষণ মূর্ত্তি; এ শোকতাপ পরিপূর্ণ সংসারারণ্যের শান্তি নিকেতন নয়, এ সর্ব্বসুখময় জগত সংসারের দুঃখময় অপরিহার্য্য কারাগৃহ। যখন তাহার অন্ধত্ব ঘুচিয়া জ্ঞানচক্ষু উম্মীলিত হইল, তখন দেখিতে পাইলেন, যে তিনি অমৃত বোধে মনের সাধে যে ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে; যে মাল্য পারিজাত-কুসুম-রচিত বলিয়া গলদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অজাগর সর্পে পরিণত হইয়াছে; যে রত্ন অতুল অমূল্য ত্রিলোক দুর্ল্লভ বলিয়া ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা জ্বলন্ত অঙ্গার হইয়া উঠিয়াছে। এখন ভবানীপ্রসাদ যুবতী ভার্য্যা লইয়া আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী যতই বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে লাগিলেন, তাহার মনে সপত্নী বিদ্বেষও ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কলহপ্রিয়া, দাম্ভিকা,

অপ্রিয়বাদিনী হিরণ্ময়ীর মর্ম্মভেদী বাক্যবানে মুগ্ধস্বভাবা, ধীরা, সুশীলা প্রতিনিয়ত জর্জ্জরিতা হইতে লাগিলেন। এমন কি, সুশীলাকে প্রতিদিন অশ্রুবারি বিগলিত না করাইয়া, হিরণ্ময়ী জলগ্রহণ করিতেন না। এদিগে ভবানীপ্রসাদ আবার হিরণ্ময়ীর পক্ষপাতি, সুতরাং সুশীলার আত্মদুঃখ প্রকাশের আর স্থল ছিল না। তাহার মনের দুঃখ মনেই বিলীন হইত; অন্তরের তাপ অন্তরেই নির্ব্বাপিত হইত; চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইত; দুঃখে একান্ত অধীরা হইলে, সনৎকুমারকে কোলে করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কান্দিতেন, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না জানিতেও পারিত না। সুশীলা গৃহিণী হইয়াও দাসীবেশে সর্ব্বদা সভয়ে অবস্থিতি করিতেন; আর হিরণ্ময়ী কনিষ্ঠা হইয়াও সর্ব্বদা তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। তাহাতেও সুশীলা, হিরণ্ময়ীকে কখন উচ্চ বাক্য বলিতেন না; বরং কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসিতেন। ইহাতেও হিরণ্ময়ীর মন উঠিত না।

যাহাদের অন্তঃকরণ দুর্ভেদ্য কুটিলতাপাশে চির-আচ্ছাদিত, পাপান্ধকারে চির-আবৃত, প্রিয় জন ব্যতীত অন্যের সহবাস যাহাদের পক্ষে বিষময়, অন্যের শুদ্ধ চিত্তকেও যাহারা স্বীয় কুটিলতায় চিত্রিত করে; এমন কোন কুকার্য্যই নাই, যাহা তাহারা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত বা সঙ্কুচিত হয়। অতি গর্হিত কার্য্যও তাহারা সৎকার্য্যের ন্যায় অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়া থাকে। সাধুশীলা সুশীলাকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দিয়াও হিরণ্ময়ীর সন্তোষ জন্মাইত না। একদা, সে এমন এক অসদুপায় অবলম্বন করিল, যাহাতে সুশীলাকে যাবজ্জীবনের জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পথের ভীখারিণী হইতে হইল।

যে প্রকৃতির গুণে রমণীগণ সর্ব্বসংসার সুন্দরী, সর্ব্বজন পূজনীয়া, সর্ব্বার্থ সার; যাহার প্রভাবে শোকতাপ পূর্ণ ইহলোকে স্বর্গসুখ প্রদান করে এবং কুৎসিতা হইয়াও স্বামী সোহাগের অদ্বিতীয়া সামগ্রী হইয়া থাকে; যাহার ধর্ম্মে উজ্জ্বল প্রজ্বলিত ভীষণ চিতানলে, স্বামীপদ বক্ষে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে আত্ম সমর্পণ করে; হিরণ্ময়ী, সরল প্রকৃতি সাধুশীলা সুশীলার সেই প্রকৃতিকে অবাস্তবিক কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া তুলিল, এবং সেই অলীক অপবাদের ভীষণ চিত্র ভবানীপ্রসাদের চিত্তে এমন গাঢ় রূপে অঙ্কিত করিয়া দিলেন, যে

তাহাতে আর ভবানীপ্রসাদের মনে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। গ্রামের অপর সাধারণ সকলেই সুশীলার চরিত্র জানিত, সুতরাং এ কথায় কেহই বিশ্বাস করিল না। সকলেই বুঝিল, যে এ কেবল কুটিল-হৃদয়া হিরণ্ময়ীর ভীষণ ষড়যন্ত্র। ভবানীপ্রসাদ হিরণ্ময়ীর মন্ত্রাভিহত বিষধর-যেদিগে চালিত করে সেই দিগেই ধাবমান হয়। হিরণ্ময়ী ভিন্ন এ সংসারে ভবানী প্রসাদ আর কাহারই বাধ্য ছিলেন না। হিরণ্ময়ীর কুবাক্যও ভবানীপ্রসাদের নিকট বেদবাক্য বলিয়া বোধ হইত। এমতাবস্থায় হিরণ্ময়ীর অলীক বাক্যে তাহার মনে যে সন্দেহের উদয় হইবে আশ্চর্য্য কি ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সতী নির্ব্বাসন।

ভবানীপ্রসাদের কনিষ্ঠা ভগ্নী হরমণির স্বামী নিতান্ত নিঃস্ব লোক ছিলেন। ভবানীপ্রসাদের অনুগ্রহেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। হীরালাল নামে হরমণির এক পুত্রসন্তান ছিল। হীরালালের বয়ঃক্রম যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর হরমণি অনন্যোপায় হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেই হইতে তিনি সপুত্র ভ্রাতৃগৃহেই অবস্থিতি করিতে ছিলেন। হরমণিও প্রায় হিরণ্ময়ীর সমপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তবে হিরণ্ময়ী হইতে দুই একটী গুণে তিনি বঞ্চিতা ছিলেন। হিরণ্ময়ী সুয়া রাণী এবং স্বামী সোহাগিনী বলিয়া, হরমণি তাহাকে বিশেষ ভয় করিত। হিরণ্ময়ী যাহা বলিতেন, তাহা অন্যায় হইলেও হরমণি ন্যায়ানুগত বলিয়া সর্ব্বদা তাহার তুষ্টি বর্দ্ধন করিতেন। তাহার কারণ সপুত্র হরমণি হিরণ্ময়ীর ঘরেই প্রতিপালিতা। হিরণ্ময়ীর অনুগ্রহের উপর তাহাদের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।

অপরিণাম দর্শী পশুবুদ্ধি ভবানীপ্রসাদের মনে মনে যখন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, যে হিরণ্ময়ীর কথা সম্পূর্ণ সত্য—সুশীলা যথার্থই ব্যভিচারিণী, তখন আর তাহার ধৈর্য্য রহিল না। অন্তঃকরণে বিজ্ঞা-

তাঁর ক্রোধের আবির্ভাব হইল, ক্রোধে অন্ধ হইয়া,—

"এই মুহূর্ত্তেই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ ?"

এই বলিয়া সম্মুখোস্থিতা সুশীলাকে পদাঘাত করিলেন। সুশীলা অসাবধানে দাঁড়াইয়াছিলেন, বেগে ইষ্টকোপরি নিপতিত হইয়া গত-চেতনা হইলেন। কে তাহাকে চেতন করাইবে ? হরমণি এবং হীরালাল নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল. কিন্তু ভবানীপ্রসাদের তৎকালীন বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। হিরন্ময়ীও একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তখন রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া, সুশীলার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন ; এবং কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক ভবানী-প্রসাদকে বলিলেন,—

"ধন্য রাগ যা হোক ! যদি খুন হতো ?"

ভবানীপ্রসাদ রোষ-কষায়িত লোচনে বলিলেন, "সেই ত ইচ্ছা ! পাপিষ্ঠা যখন আমার বিশুদ্ধ বংশে কালী দিয়াছে, তখন আজ হত্যা-কাণ্ড না করিয়া জল গ্রহণ করিব না।"

হিরণ্ময়ী কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে ?

ভবানীপ্রসাদ পূর্ব্ববৎ বলিলেন.—"কি হইবে ?"

হি। "ফাঁসী কাষ্ঠে অপমৃত্যু হবে যে ?"

ভ। "সেও স্বীকার।"

"সে স্বীকারে আর কাজ নাই"

এই বলিয়া হিরণ্ময়ী বিমর্ষ ভাবে অধোমুখী হইলেন ; চক্ষুকোণ হইতে দুই এক বিন্দু কৈতব অশ্রুও বাহির করিলেন। সূর্য্যরশ্মি তুষার স্পর্শ করিল—ভবানীপ্রসাদের চিত্ত একবারে গলিয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে বলিলেন,—

"তবে কি করিতে হইবে বল ?"

"কি করিতে হইবে তা তুমি জান !" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী পুনর্ব্বার অধোমুখী হইলেন। হিরণ্ময়ীকে অধোমুখী দেখিয়া হরমণি বিকৃত মুখে বলিল,—

"ছি ! ছি ! ছি ! এমন প্রবৃত্তি ! মেজ বাবুর এ কথা আমি

সনৎকুমারের জন্মের অনেক দিন পূর্ব্বে শুনেছি; কিন্তু ভয় করিয়া দাদাকে একদিনও বলি নাই। ধর্ম্মের কাছে কি আর গোপন থাকে? এতদিন পরে এখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে।" হরমণি আর এক অঙ্ক বাড়াইয়া দিলেন।

হীরালাল নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভবানীপ্রসাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"মামা! আমি কিন্তু এক দিন সন্ধ্যার পর—ভবানীপ্রসাদ কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন,—"তুই চুপ কর?'

সন্দিগ্ধ-চেতা লোকের অন্তঃকরণে, অকারণেই সন্দেহের উদয় হইয়া থাকে। একেই ত হিরণ্ময়ীর বেদবাক্যে ভবানীপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার অনুরূপ দুইটি প্রমাণ পাইলেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। "সনৎকুমারের জন্মের পূর্ব্ব হইতে সুশীলা দুশ্চারিণী' ভবানীপ্রসাদের হৃদয় কন্দরে মুহুর্মুহুঃ এই কথার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

"হিরণ্ময়ি! তোমার কথায় অনেক ক্ষমা করিলাম, কিন্তু প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার যেন দুশ্চারিণীর মুখ দেখিতে না হয়। সেই বলিয়া ভবানীপ্রসাদ বেগে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে সুশীলার চৈতন্যোদয় হইল। গুরুতর আঘাতে মস্তকের একস্থান বিদীর্ণ হইয়া রুধির স্রুতি হইতেছিল, সুশীলার তাহা কিছুমাত্র বোধ নাই।

হরমণি সুশীলাকে প্রাপ্ত চেতনা দেখিয়া একটু কপট মায়া বিস্তার পূর্ব্বক করুণ-কণ্ঠে বলিল,—"তা কি করিবে বউ? যার যা কপালে থাকে, তা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। এখন সনৎকুমারকে লইয়া আপনার পথ চিন্তা কর।"

অকস্মাৎ বজ্রপাত সদৃশ এই ভয়ানক কথা শ্রবণ করিয়া সুশীলা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাহার বোধ হইল, কে যেন তাহাকে লইয়া সবেগে অন্ধকারময় পাতাল প্রদেশে অবতরণ করিতেছে। স্রোতঃপ্রহত বেতস লতার ন্যায় শরীর থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বাহু মধ্যে মস্তক রক্ষা করিয়া সেই কঠিন ইষ্টকোপরি শয়ন করিলেন। তথাপি প্রকৃতিস্থা হইতে

পারিলেন না। বোধ হইল, ক্রমেই যেন সেই অধোভুবনে অতিবেগে অবতরণ করিতেছেন; অন্ধকার যেন চতুর্দ্দিকে ক্রমেই গাঢ়তর হইতেছে। সুশীলা চক্ষু-মুদ্রিত করিলেন, তথাপি সেই দৃশ্য;—কিছুই দেখা যায় না; অন্ধকার রাশি যেন সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ক্রমেই স্তুপাকারে সংস্থিত হইতেছে। কিন্তু সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে, অদূর-বিস্তৃত অপরিস্ফুট বিদ্যুল্লতার ন্যায়, অমানিশায় মেঘাচ্ছাদিত নক্ষত্রের ক্ষীণালোকের ন্যায়, নিকটে একটি ক্ষীণতর আলোক রেখা দেখিতে পাইলেন। সুশীলা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তাহার মোহাবেশ অপনীত হইল—দেখিলেন নিকটে দাঁড়াইয়া জীবন প্রতিম সেই সপ্তম বর্ষীয় বালক সজল নয়নে মাতৃমুখ অবলোকন করিতেছে। সুশীলার সে দৃশ্য আর সহ্য হইল না। "অনাথনাথ দিনবন্ধো! কি করিলেন?" বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে কান্দিয়া উঠিলেন। তাহার হৃদয়ে শত সহস্র কুঠারাঘাত হইতে লাগিল।

হিরন্ময়ী হরমণিকে ইঙ্গিত করিলেন। হরমণি অম্লান বদনে বলিলেন,—"মেজ বউ! আর কান্দিয়া ফল কি—এখন আপনার পথ চিন্তা কর?"

সুশীলা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"আমার স্বামীরও কি সেই ইচ্ছা?"

হিরন্ময়ী হরমণিকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রসন্ন মুখ-ভঙ্গীর সহিত বলিলেন,—"লোকের আক্কেল দেখ? তাঁর কথা ভিন্ন, আমরাই যেন ওঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।" এই মাত্র বলিয়া হিরন্ময়ী বেগে প্রস্থান করিলেন।

হিরণ্ময়ী প্রস্থান করিলে পর, ভবানীপ্রসাদ পুনর্ব্বার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সুশীলা গলদশ্রু লোচনে, কম্পিত কলেবরে তাহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! কি অপরাধে আমায় পরিত্যাগ করিতেছেন?

ভবানীপ্রসাদ সজোরে সুশীলার হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন,—"স্পর্শ করিস না? তোর দর্শনেও পাপের সঞ্চার হয়, আর যেন তোর কিম্বা তোর জারজ সন্তানের মুখাবলোকন করিতে না হয়?

"জারজ সন্তান" এই নিদারুণ বাক্য শেল সম সুশীলার হৃদয়ে

যাইয়া আঘাত করিল। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; কিছু বলিতেও পারিলেন না; স্বামী চরণ প্রণতা হইয়া, সেই সপ্তম-বর্ষীয় বালককে বক্ষে ধারণ করিয়া অকূল দুঃখসাগরে সাঁতার দিলেন। হিরণ্ময়ি, হরমণি এবং বামা তিন জনে একত্রিত হইয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, ফলবান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিরাশ্রয়ার আশ্রয়।

দুঃখিনী সুশীলা স্বামী কর্তৃক তিরস্কৃতা ও গৃহ বহিষ্কৃতা হইয়া, সেই সপ্তমবর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া দুস্তর শোক সাগরে ঝাঁপ দিলেন। কোথায় যাইবেন? কাহার আশ্রয় লইবেন? কে দুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত হইবে? অনাথ বালকের মুখ চাহিয়া কে আশ্রয় দান করিবে? সুশীলার ত আপন বলিতে ত্রিসংসারে কেহই নাই—তবে কোথায় যাইবেন?

সুশীলা হিরণ্যপুর গ্রামের বাহির হইয়া একটি মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। কোথায় যে চলিলেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হিরণ্যপুরের বিস্তীর্ণ কাণ্ডার অতিক্রম করিতে না করিতেই প্রদোষ সময় সমাগত হইল। সমস্ত দিন অনাহার, তাহাতে আবার নিদারুণ পথশ্রম; কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাদিতে চরণতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধির শ্রুতি হইতে লাগিল। চরণ আর চলে না, চক্ষে আর ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পান না, অসংখ্য খদ্যোৎমালার ন্যায় সম্মুখে সহস্র সহস্র জ্যোতির্বিন্দু সকল অনুমিত হইতে লাগিল। এদিগে সান্ধ্য তিমির ও ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। সুশীলার অন্তঃকরণে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইল। তাড়াতাড়ি শনৎকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিলেন। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? যে দিগে যাইতে ছিলেন, সে দিগে অন্ততঃ দুই ক্রোশ গমন না করিলে লোকালয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুশীলা প্রাণপণে কাণ্ডার অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর

হইল। সেই বিস্তীর্ণ কান্তার অতিক্রম করিয়া দেখেন, একটী অনতি-পরিসর তরঙ্গিনী কলকল করিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। নদীপারে লোকালয়ের সৌধমালার বিষদ শ্রী, এবং মহীরুহ গণের শ্যামকান্তি, বিমল চন্দ্রিকায় স্নাত হইয়া শোভা পাইতেছে। পরপারে উত্তীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই—নদীহৃদয়ে একখানি মাত্র তরণী নাই। সুশীলা অনন্যোপায় হইয়া তীর-প্ররূঢ় তৃণোপরি উপবেশন করিয়া নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আর সেই সপ্তম বর্ষীয় বালক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, অনাবৃত নদীপুলিনে মাতৃ-অঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। জল-কণা-নিষিক্ত-নৈশ-সমীরণ তাহার ক্লেশের অপনোদন করিতে লাগিল। শনৎকুমার ত্বরায় নিদ্রাভিভূত হইল।

সুশীলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু একখানি নৌকাও আসিল না। রজনী ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল; সমীরণ অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; মনুষ্য কোলাহল ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; পরপারে নগররক্ষীগণের বিকট চিৎকার, কদাচিত অদূরে শৃগালাদি অরণ্যজন্তুর কর্কশ রব কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে সুশীলার কোমল হৃদয় বায়ু-বিতাড়িত রম্ভাপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। তিনি বিচ্ছিন্ন মলিন অঞ্চল দ্বারা সনৎকুমারকে আবৃত করিয়া বক্ষস্থলে ধারণ পূর্ব্বক কৌমুদী-প্রদীপ্ত সুপ্ত-সন্তানের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন—দেখি-লেন সেই বিকচ-পুণ্ডরিক সন্নিভ মুখচন্দ্র, ক্ষুৎ-পিপাসায় হিমানী-সিক্ত নলিনীর ন্যায় বিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছে; সুলোলিত ওষ্ঠাধর কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুশীলার সে দৃশ্য সহ্য হইল না, সুপ্ত সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—"অনাথ নাথ দিন নাথ! কি করিলে? কি পাপে এ দণ্ড বিধান করিলে? আমি যে অনন্য মনা হইয়া, অন্তরের সহিত, স্ত্রীজাতীর একমাত্র আরাধ্য, সকল সুখের নিদান স্বামীচরণ সেবা করিলাম, পরিণামে কি তার এই ফল ফলিল? সতীত্ব ধর্ম্মের কি এই পুরস্কার হইল? হৃদয়েশ! আমিই যেন তোমার নিকট অপরাধিনী হইয়া ছিলাম, কিন্তু এই নির্দ্দোষী বালক ত অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, তবে কেন ইহার প্রতি এ দণ্ড বিধান করিলে? নিরাশ্রয়ে, নির্জ্জন প্রান্তরে, আজ বণ্য পশুর হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইল।

দয়াময়! এই অনাথ বালককে রক্ষা কর? আমার মরণে ভয় নাই, মৃত্যুই আমার পক্ষে এখন একমাত্র আশ্রয়।"

সুশীলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে রোদন করিলেন। তাহার অশ্রু-জলে সনৎকুমারের বক্ষস্থল সিক্ত হইল। সনৎকুমার জাগ্রত হইয়া বলিল,—"মা! এখনও কি কোন নৌকা এখানে এসে নাই?"

সুশীলা বিশুষ্ক মুখে বলিলেন,—"না বাবা! এখনও আইসে নাই?"

স। "আর কতক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিবে?"

সুশীলা সনৎকুমারকে আশ্বস্ত করিয়া অধোবদনে বলিলেন,—"আর অধিক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে না; এখনি নৌকা আসিবে।" সুশীলার কণ্ঠস্বর নিদারুণ ব্যথা ব্যঞ্জক।

সনৎকুমার চমকিত হইয়া সুশীলার মুখের দিগে চাহিলেন। দেখি-লেন, তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা বাহিত হইতেছে।

সনৎকুমার মাতাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া বাহু যুগল দ্বারা তাহার গল-দেশ ধারণ করিয়া বলিল,—"মা! কপালে যা ছিল তা ত হইয়াছে! আর কাঁদিয়া ফল কি? আমি থাকিতে তোমার দুঃখই বা কি? আমি তোমাকে উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইব।"

সনৎকুমার যে স্বরে এই কয়টী কথা বলিলেন, তাহাতে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। সপ্তম বর্ষীয় বালকের মুখে এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশীলার হৃদয় ভেদ হইয়া গেল। তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না, উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। অদূরে পরপারে গম্ভীর নাদে তাহার রোদনের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

সনৎকুমার অঞ্চল দ্বারা মাতার মুখাবৃত করিয়া সাশ্রু নয়নে বলিল, "মা! আমার মাথার দিব্য, তুমি আর কেঁদনা? আমি সহ্য করিতে পারি না।"

সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অশ্রু মার্জ্জন করিয়া সনৎকুমারের মুখচুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন,—"না বাবা! তুমি থাকিতে আমার আর দুঃখ কি? আর আমি কাঁদিব না।"

এ জগতে দুঃখীর দুঃখ কয়জন দেখে? আর্ত্তের হৃদয়-বোধ-কারী করুণ স্বর কয়জন শুনে? সকলেই সুখের সুখী। আজ তুমি কোটীশ্বর হইয়া, সুদৃশ্য, সুচিত্রিত, অভ্রভেদী ত্রিতল সৌধোপরি দাস দাসী পরিবে-

ষ্টিত হইয়া, কাঞ্চন-গজদন্ত-বিনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাক; তোমার চতুর্দ্দিকে আত্মীয়, বন্ধু, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, চাটুকারাদি বসিয়া প্রতি বাক্যে তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিবে। তোমার যুক্তিবিরুদ্ধ কথাকে ও তাহারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। যদি তুমি কোন সামান্য কারণে ক্ষুন্ন চিত্ত হইয়া, একটী ক্ষুদ্রতর নিশ্বাস পরিত্যাগ কর; পার্শ্ববর্ত্তী পারিষদ্বর্গ অমনি সঙ্গে সঙ্গে নাভি হইতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস উত্তোলন করিয়া পরিত্যাগ করিবে। হয়ত দুই এক জন দুই চারি ফোঁটা কৈতব-অশ্রু বিন্দু বাহির করিয়া তোমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে। আবার সেই তুমি যদি, পরদিন দীন ভাবাপন্ন হইয়া, শতধা বিচ্ছিন্ন, শত গ্রন্থি বিশিষ্ট, স্বল্পায়ত মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক, ক্ষুৎ-পিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া, নির্জ্জন নদী সৈকতে, বা অনাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অথবা ততোধিক ভয়ানক নিরাশ্রয় স্থানে পড়িয়া হাহাকার করিতে থাক; কেহই তোমার দিগে চাহিবে না, তোমার ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিবে না। সৌভাগ্য সময়ের বন্ধু বান্ধবেরাও তখন সহায্য করিতে আসিবে না। ঘটনাক্রমে তোমার সহিত তাহাদের এক জনের যদি সাক্ষ্যাত হয়, তবে সে তোমার কথায় বধির হইবে; তোমাকে উপেক্ষা করিয়া দূর হইতেই সরিয়া যাইবে; নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলে, অনিচ্ছা পূর্ব্বক, অপূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় সামান্য দুই একটি প্রবোধ বাক্য দিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া সত্বর সঙ্গ ত্যাগের চেষ্টা করিবে। এই শোক-দুঃখ-সঙ্কুল ক্ষিতি তলে কয়জন পরদুঃখে কাতর হয়? কয়জন পরের বেদনায় ব্যথিত হয়? স্বহস্ত রোপিত উদ্যানজাত সৌরভ বিহীন কদর্য্য পুষ্প লোকে সযত্নে রক্ষা করে; আর সুগন্ধ পরিপূর্ণ সুদৃশ্য অরণ্য পুষ্পকে কেহই দেখে না দেখিলেই বা কে তাহার আদর করিয়া থাকে? পরদুঃখ কাতর হৃদয় যে জগতে একেবারে নাই তাহা নয়, তাহার সংখ্যা অতি অল্প—শতকে দুই এক জন! যদি দুই জন পাও, তবে দেখিবে—তাহার মধ্যেও আবার একজন স্বার্থের পক্ষপাতী, একজন নিঃস্বার্থপর।

অনাথিনী সুশীলা অনাথ বালক সনৎকুমারকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর নির্জ্জন নদীসৈকতে অন্তর্তাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহা কে দেখিতেছে? সুশীলার পাষাণ ভেদী করুণস্বর নৈশশান্তি ভঙ্গ করিয়া দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আবার অতি দূরে অনন্ত শূন্যে তাহার লয়

হইতেছে, একজন ভিন্ন তাহা কে শুনিতেছে? অশ্রুবিন্দু নদিতীরস্থ মৃত্তিকার শুকাইয়া যাইতেছে, একজন ভিন্ন তাহা কে দেখিতেছে? যিনি দেখিতে ছিলেন, সনৎকুমারের প্রতি কথায়, সুশীলার প্রতি নিশ্বাসে,—প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে, তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে খনিয়া যাইতেছিল। তিনি সুশীলা এবং সনৎকুমারের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন।

রাত্রি দেড় প্রহরের অধিক হইল, তথাপি একখানি নৌকাও আসিল না; সুশীলা দণ্ডায়মানা হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। পশ্চাদ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিবামাত্র, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এ কি! এই জনহীন প্রান্তরে কে তাহার পশ্চাতে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে? সুশীলার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইল; শীঘ্রহস্তে সনৎকুমারকে ক্রোড়ে তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভীতচক্ষে সামান্য বস্তু দর্শনেও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সুশীলা স্থির চিত্তে নির্ভয় মনে যদি দণ্ডায়মান বক্তির আপাদ মস্তক নিরীক্ষন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন, যে তিনি ধর্ম্মের অবতার, দয়ার জলধি, করুণার আধার। তাহার মুখমণ্ডল স্থির, গম্ভীর, প্রতিভা প্রদীপ্ত এবং অনিবিড়-শ্মশ্রু-বিশোভিত; চক্ষু আয়ত, সকরুণ, শান্ত জ্যোতি-বিস্ফারিত; ললাট প্রশস্ত এবং চিন্তারেখাঙ্কিত; শরীর মধ্যমাকার এবং শ্রীসম্পাদক; বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বর্ষ। দণ্ডায়মান ব্যক্তি যিনিই হন, তিনি সুশীলার আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ইনি অবশ্যই কোন সদ্বংশ সম্ভূতা; কোন বিশেষ বিপদে পতিত হইয়াই এরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছেন। যখন সুশীলা সনৎকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুবকের বোধ হইল, যেন স্বর্গভ্রষ্টা পতিবিচ্ছেদ-বিধুরা পুলোমনন্দিনী জয়ন্তকে ক্রোড়ে করিয়া অসুর ভয়ে নৈমিষ কাননে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন।

যুবক সুশীলাকে ভয়-বিহ্বলা দেখিয়া সবিনয়ে বলিলেন, —"মা! আমাকে দেখিয়া ভীতা হইতেছেন কেন? আমি দস্যু নই, আপনার সাহায্যার্থে এখানে আসিয়াছি।"

যুবক এই কয়টি কথা এতাদৃশ করুণ কণ্ঠে বলিলেন; তাহাতে সুশীলার মনে কোনই আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু সেই অপরিচিত যুবা

পুরুষ এই নিস্তব্ধ নিশীথ নদী পুলিনে তাহার সাহায্যার্থে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাতে সহসা তাহার বিশ্বাস জন্মিল না; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে ও বিনয়ে অন্য কোন আশঙ্কাও মনে স্থান পাইল না। সুশীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

যুবক সুশীলার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—“আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না। আপনার ক্রোড়স্থ সন্তানের ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিয়া আমার অনুগামিনী হন? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি যেখানে যাইতে অভিলাষ করিবেন, আপনাকে সেইখানে রাখিয়া আসিব।”

যুবকের ভদ্র বংশোচিত কারুণ্য পরিপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশীলার ভয় দূর হইল। তিনি কাতর বাক্যে বলিলেন,—বাছা! জগৎ সংসারে আমার স্থান নাই; যত দিন বাঁচিব, এই রূপেই কাটাইব। আজ তুমি আমাকে বিপন্না দেখিয়া সাহায্য করিতে আসিয়াছ, কাল হয়ত ইহা অপেক্ষাও শতগুণ বিপদে পতিত হইব। আমার সাহায্য করা বৃথা; তুমি যথেচ্ছা গমন কর।”

যুবক ক্ষুণ্ণমনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—আপনাকে সধবা এবং ভদ্রবংশ সম্ভূতা দেখিতেছি। আমার নিকট প্রবঞ্চনা করিবেন না। বলিবার যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে—তবে বলুন কেন আপনি সপুত্র এই নির্জ্জন কান্তারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?

সুশীলা নীরবে অধোমুখী হইলেন।

যুবক সুশীলাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা, আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।”

সনৎকুমার মাতার দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—“মা! উনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি বলনা কেন?

সুশীলা পূর্ব্ববৎ রহিলেন। সনৎকুমার মাতাকে উত্তর দানে বিরত দেখিয়া বলিল,—“বাবা, আমাকে আর মাকে খাবনে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

যুবক সুযোগ পাইয়া, সনৎকুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—“ভাই তোমার পিতার নাম কি?”

সনৎ “ভবানীপ্রসাদ।”

যু। "তোমাদের বাড়ী কোন গ্রামে ?"

স। "হিরণ্যপুর।"

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন।

সুশীলা যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাছা! উহার কথা শুনিও না ? তাঁহার কোন দোষ নাই ; আমি কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, আমার এ প্রায়শ্চিত্ত সে অপরাধের উপযুক্ত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় করুণার আধার, তাই অবোধ স্ত্রীলোক জ্ঞানে সামান্য দণ্ড বিধান করিয়াছেন।"

সুশীলার কথা যুবকের মনে স্থান পাইল না। অপক্কবুদ্ধি সনৎ-কুমারের কথায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, যে গুণে চিন্তা, দময়ন্তী, বৈদেহী প্রভৃতি নারীকুলের গরিমা, এই অনাথিনী বনচারিণীও সেই গুণে গুণবতী।

যুবক ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি আমার প্রার্থ-ণায় যতই কেন অমত প্রকাশ না করেন, এই বালকের সহিত এসময় আপনাকে এই ভীষণ স্থানে একাকিনী রাখিয়া,আমি কখনই যাইব না।

সুশীলা সলজ্জ বদনে বলিলেন,—"বাছা! আমায় ক্ষমা কর ? আমি অভিমানের বশীভূত হইয়া তোমার কথায় অসম্মতা হইতেছি না। তোমার হৃদয় স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ ; তোমার কথাতেই আমার সকল ক্লেশ দূর হইয়াছে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। মন্দ-ভাগিনীকে সাহায্য করিবার আবশ্যক নাই। আমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব, হয় ত আমার সহবাসে তাহারও দূরদৃষ্ট জন্মিবে। এই এক উপকার করিতে পার—যদি তোমার সঙ্গে নৌকা থাকে—আমাকে নদীর পরপারে নামাইয়া দেও ? ওখানে লোকালয় দেখা যাইতেছে, আজ রাত্রি একজনের বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, প্রত্যূষে স্থানান্তরে গমন করিব।"

সুচতুর যুবক সুশীলার বক্যার্থ বুঝিলেন, সুশীলাকে আশ্রয় দান করিলে, তাঁহার স্বামী আশ্রয়দাতার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে পারে। অন্য হইলে সুশীলার কথায় নিবৃত্তি হইয়া হয় ত স্বস্থানে গমন করিত ; কিন্তু এ যুবক সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। শত্রুই হউক বা মিত্রই হউক, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা যে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম,

তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন ; এজন্য গর্ব্বিত বাক্যে বলিলেন,—"সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না ? চির কালই যদি অধর্ম্মের জয় হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে আর ধর্ম্মভয় থাকিত না, ধর্ম্মের উপাসনাও কেহ করিত না।"

এই বলিয়া যুবক সুশীলার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। সুশীলা ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। যুবক পুনর্ব্বার বলিলেন,—

"এস্থান হইতে আমার বাড়ী অধিক দূর হইবে না। আপনি দুই এক দিন অবস্থিতির পর যথেচ্ছা গমন করিবেন।"

সুশীলা যুবকের দুশ্ছেদ্য অনুরোধ জালে বদ্ধা হইয়া, মনে মনে তাহার অলোক সামান্য পরহিত-ব্রতের প্রশংসা করিতে করিতে স্বপুত্র তদীয় অনুগামিনী হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়দাতার পরিচয়।

অবিনাশচন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ, তাহার পূর্ব্ব নিবাস হিরণ্যপুর। ইহাঁর পিতা রমাপ্রসাদ রায় এক জন মধ্যবিৎ ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। ভবানী প্রসাদের সঙ্গে বহুকাল হইতে ইহাঁদের বিবাদ বিষম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল। তাহার কারণ দাম্ভিক, পরপীড়ক, আত্মপরায়ণ, প্রবঞ্চক ভবানীপ্রসাদ হইতে রমাপ্রসাদ রায়ের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। রমাপ্রসাদ রায়ের উদারতা, দানশীলতা, এবং পরোপকারিতায়, গ্রামস্থ অপর সাধারণ সকলেই তাঁহার বিশেষ বাধ্য ছিল। কিন্তু ক্রুরবুদ্ধি দুর্দ্দান্ত ভবানীপ্রসাদের ভয়ে, প্রকাশ্যরূপে কেহই কোন বিষয়ে ইহাঁকে সাহায্য করিতে সাহসী হইত না। রমাপ্রসাদ রায় যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভবানীপ্রসাদ তাহার বিশেষ অনিষ্ট কিছুই করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন না। তার পর যখন তাহার মৃত্যু হইল ; যখন রমাপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী, চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক অবিনাশচন্দ্র এবং সদ্যপ্রসূতা একটি কন্যা লইয়া নিরাশ্রয়া হইলেন ; তখন ভবানীপ্রসাদের

শত্রুতা প্রকাশের পথ মুক্ত হইল। তিনি ছলে, বলে, কৌশলে, রমাপ্রসাদ রায়ের যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, সমুদায় ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইলেন। তথাপি বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকাকে বক্ষে করিয়া নিদারুণ কষ্টে স্বামী গৃহেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পর এমন এক ভয়ানক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে করিয়া নিরাশ্রয় বালক বালিকাকে মাতৃহীন হইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবিনাশ চন্দ্রের পিতার মৃত্যুর অনধিক এক বৎসর মধ্যেই তাহাদের গৃহদাহ হইল। শত্রুতা পূর্ব্বক বহির্দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া, কে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। নিশীথে অগ্নিকাণ্ড, সুতরাং সূত্রপাত কেহই অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল না। যখন নিরাশ্রয়ার সাহায্যার্থ গ্রামস্থ সকলে সমবেত হইয়াছিল, তখন আর গৃহ রক্ষার কোনই উপায় ছিল না। দ্বার ভগ্ন করিয়া সকলে অন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেক অনুসন্ধানের পর অবিনাশচন্দ্র এবং তাহার ভগ্নীকে জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহার মাতাকে আর পাইল না,—তিনি গৃহদাহে ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন। সকলে ভবানীপ্রসাদকেই এই ভীষণ কার্য্যের মূল্য কারণ নির্দ্দেশ করিল। বাস্তবিক ভবানীপ্রসাদ ব্যতীত হিরণ্যপুর মধ্যে তাহাদের শত্রুপক্ষ আর কেহই ছিল না।

সর্ব্বেশ্বর রায় অতিশয় উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানীর এক জন প্রধান উকিল; নিবাস কালীনগর। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতা থাকিতে হইত। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র আশ্বিন মাসে পূজার সময় বাড়ী আসিতেন। তাহার পুত্র মনোমোহন তাহার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন। তাহার অন্যান্য সমস্ত পরিবার কালীনগরেই থাকিত। সর্ব্বেশ্বর রায়ের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের পিতার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিয়া লোক পরম্পরায় অবিনাশচন্দ্রের পিতার লোকান্তর এবং তাহার মাতার গৃহদাহে মৃত্যু, এই সকল শোচনীয় ঘটনা শ্রুত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; এবং অগৌণে অবিনাশচন্দ্রকে তাহার শিশু ভগ্নীর সহিত আনয়ন করিয়া, আপন বাটীতে রাখিলেন। সর্ব্বেশ্বর রায়ের একমাত্র পুত্র মনোমোহনের সহিত অবিনাশচন্দ্রের অকপট

বন্ধুতা জন্মিল। সর্ব্বেশ্বর রায় সৌদামিনীকে কালীনগরে রাখিয়া, অবিনাশচন্দ্রকে কলিকাতা লইয়া গিয়া মন্মোহনের সহিত বিসপ্স কলেজে পাঠাভ্যাসার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অবিনাশচন্দ্র সমুদায় পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবধি ধীর, নম্র, ন্যায়বান এবং পরোপকারী বলিয়া সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ প্রতিভা প্রভায় অল্পকাল মধ্যেই তিনি এক জন কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। সর্ব্বেশ্বর রায় নিজ ব্যয়ে তাহার বিবাহ দেন। অবিনাশচন্দ্রের শ্বশুরের একটি মাত্র কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। তিনি কন্যার বিবাহের পর, তাহার সমুদায় সম্পত্তি কন্যা জামাতাকে লিখিয়া দিয়া কাশীবাস আশ্রয় করেন। বিবাহের পর আনন্দময়ী (অবিনাশচন্দ্রের স্ত্রীর নাম) একবার মাত্র পিতৃ সন্দর্শনে অবিনাশচন্দ্রের সহিত কাশী গিয়াছিলেন; তাহার পর পত্র দ্বারা তাহাদের সংবাদাদি চলিত।

অবিনাশচন্দ্রের বিবাহের কিছুদিন পরে সর্ব্বেশ্বর রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। এখন অবিনাশচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর রায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে অবিনাশচন্দ্র সতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ একার্য্যে মন্মোহন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়বন্ধুর আগ্রহাতিশয় দর্শনে অগত্যা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মন্মোহনের বাড়ীর অনতিদূরে স্বতন্ত্র এক বাড়ী প্রস্তুত করিয়া অবিনাশ চন্দ্র স্ত্রী ও ভগ্নীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এই সকল বন্দোবস্ত সমাধা হইলে অবিনাশচন্দ্র হৃতসম্পত্তি লাভের জন্য ভবানীপ্রসাদের নামে আদালতে অভিযোগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল উপলব্ধি হইল না; অধিকন্তু ভবানীপ্রসাদের পূর্ব্ব ক্রোধ শত গুণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি অবিনাশচন্দ্রের নামে এক কৃত্রিম ঋণ পত্র প্রস্তুত করিয়া আদালতে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু বিচারে অবিনাশচন্দ্রের ঋণ প্রমাণ হইল না, লাভের মধ্যে মিথ্যা মোকর্দ্দমা জন্য ভবানীপ্রসাদ ফৌজদারীতে আবদ্ধ হইলেন। পরে অনেক চেষ্টায়, কারাবাসের পরিবর্ত্তে অর্থ দণ্ড দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর, অবিনাশচন্দ্র মন্মোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা গমন করেন। কতিপয় দিন তথায় অবস্থিতির পর

যখন আলয় প্রত্যাগত হন, তখন পথিমধ্যে নদী তীরে অনাথিনী সুশীলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বরাগ।

"দুই এক দিন বিশ্রামের পর পথশ্রম শান্তি হইলে, আপনি যথেচ্ছা গমন করিবেন।" এই বলিয়া অবিনাশচন্দ্র সুশীলাকে গৃহে আনিয়াছিলেন। দুই দিন গত হইল ; তৃতীয় দিন প্রাতে সুশীলা অবিনাশচন্দ্রের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। অবিনাশচন্দ্র আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তার পর আর কিছু দিন গত হইল। সুশীলা আবার আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন ; অবিনাশচন্দ্র পুনর্ব্বার আপত্তি করিলেন। সেবারেও সুশীলার যাওয়া হইল না। এইরূপে দিন দিন করিয়া ছয় মাস গত হইল। সুশীলা যখনই বিদায় প্রার্থনা করেন, অবিনাশচন্দ্র তখনই আপত্তি উত্থাপন করেন। সুশীলা কোন ক্রমেই অবিনাশচন্দ্রের আপত্তি উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

অবিনাশচন্দ্র সুশীলাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করেন ; আনন্দময়ী শাশুড়ীর ন্যায় মান্য করেন ; যাইবার কথা শুনিলে, সৌদামিনী তাঁহার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করে। সুশীলা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহাদের এত ঋণ আমি কিসে পরিশোধ করিব ? এ স্নেহ-নিগড় ভগ্ন করা আমার সাধ্য নয়। স্থানান্তরে না যাইলে যদি ইহারা সুখী হয়-আমি যাইব না! এই সামান্য-কৃতজ্ঞতা দ্বারা ইহাদের এই মহৎঋণ যদি কিয়ৎপরিমাণেও পরিশোধিত হয়, তবে তাহা না করিব কেন ? সুশীলা স্থানান্তর গমনে ক্ষান্ত হইলেন। অবিনাশচন্দ্র সনৎকুমারকে, প্রিয় সুহৃৎ মনোমোহনের-বাসায় রাখিয়া আসিলেন। সনৎকুমার ফ্রিচর্চ্চ-ইনিষ্টিটিউশনে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

সুশীলা এখন অবিনাশচন্দ্রের গৃহের একমাত্র কর্ত্রী স্বরূপিনী। অবি-

নাশচন্দ্র বা আনন্দময়ী কোনকার্য্যই সুশীলাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া করেন না। সৌদামিনী সুশীলার একান্ত অনুগত। সুশীলাকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকেন। সুশীলা সর্ব্বাপেক্ষা সৌদামিনীকে অধিক ভাল বাসেন। এমন কি, অনেক সময়েই শিশু সন্তানের ন্যায় তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকেন। সৌদামিনী এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া। বয়ঃসন্ধি নিবন্ধন তাহার রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছে। বালারুণ-কিরণ-স্পৃষ্ট নবনলিনী যেন অর্দ্ধস্ফুট হইয়া হাসিতেছে। সৌদামিনীর সৌন্দর্য্যতরঙ্গে আবার বিদ্যার বিমল জ্যোতি প্রতিভাত হইয়াছিল। তৎকালীয় বামাকুল মধ্যে আনন্দময়ীর বিলক্ষণ বিদ্যার খ্যাতি ছিল। সৌদামিনী তাহার নিকটে লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন।

সৌদামিনী বিবাহ যোগ্যা হইলেন; কিন্তু অবিনাশচন্দ্রের সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও নাই। বিবাহ সম্বন্ধে সুশীলা কোন কথা উপস্থিত করিলে তাহাকে বলেন, আগে কোনস্থানে সনৎকুমারের সম্বন্ধ স্থির করি তারপর সৌদামিনীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিব। এক সময়ে উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে, অনেক ব্যয় লাঘব হইবে। আনন্দময়ী এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার কথা পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, অথবা কখন কখন তাহাকে ঘটকালিতেও বরণ করিয়া থাকেন।

সৌদামিনী এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা; কিন্তু বালিকা সুলভ চাপল্য তাহার কিছুমাত্র নাই। প্রকৃতি অতিশয় ধীর; পক্ক-বিম্ব-বিড়ম্বিত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দুখানি সর্ব্বদাই সহাস্য। তাহার মুখমণ্ডলে কেহ কখন চিন্তা রেখা বা বিষাদের চিহ্ন দেখে নাই। আজ অকস্মাৎ কি চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া,একটি নিভৃত কক্ষে নীরবে বসিয়া আছেন। আনন্দময়ী নিঃশব্দে আসিয়া পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা কিছু-মাত্র লক্ষ্য নাই। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিছুতেই মনোযোগ নাই। চির-হাসি-বিরাজিত বদন-মণ্ডল আজ স্থির, গম্ভীর। নয়ন একদিগেই নিহিত রহিয়াছে; চিত্ত একবিষয়েই আকৃষ্ট হইয়াছে। আনন্দময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন, দেখিলেন—সে চিন্তার ইয়ত্তা নাই, সে ভাবনার কূল নাই। আনন্দময়ী মনে মনে ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন; এ আর কিছুই নয়—সরলা বালিকা বোধ হয় অকূল প্রণয় পারাবারে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

"জগদীশ! সহায় হও?" এই বলিয়া আনন্দময়ী পশ্চাৎ হইতে সৌদামিনীর চুল ধরিয়া টান দিলেন।

সৌদামিনী চমকের সহিত পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিয়া মৃদু হাসিলেন; একটু অপ্রতিভও হইলেন; আর আনন্দময়ীর অজ্ঞাতসারে আপনার বস্ত্র মধ্যে কি লুকাইলেন। আনন্দময়ী তাহাকে কোন দ্রব্য বস্ত্র মধ্যে লুকাইতে দেখিলেন; কিন্তু লুক্কায়িত বস্তু যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মনে অত্যন্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল। মনের ভাব গোপন করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—

"তুমি এতক্ষণ একাকিনী বসিয়া কি কচ্ছিলে?"

সৌ। "কি করিব আর? তোমার সন্তান হবে কি না, তাই গণনা কচ্ছিলাম।"

আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু সন্তান গণনা যেন নয়?"

সৌদামিনীও হাসিয়া বলিলেন,—তবে আর কি বোধ কর?

আনন্দময়ীও সহাস্যে বলিলেন,—"বোধ হয়, তুমি আরও কোন বিষয় গণনা কচ্ছিলে?"

সৌ। "আর কি?"

আ। "বলিব।"

সৌ। "বল?"

আ। "তুমি ভাবিতেছিলে,—

হায় কত দিনে, এদিন ঘুচিবে,
সুদিন দিবেন বিধি।
পিপাসিত প্রাণ, আসি সুশীতল
করিবেন গুণনিধি।

সৌদামিনী সলজ্জ বদনে বলিলেন,—"এটি তোমার মনগড়া কথা।"

আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"মনগড়া নয়—তোমার মনের কথা।"

"আচ্ছা, এখন ক্ষমা কর! তুমি দিন রাত্রি বসে বসে ভাব কি না? তাই সকলকেই ভাবিতে দেখ।" এই বলিয়া সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আনন্দময়ী তাঁহার করদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—কোথা যাও? বস?

সৌ। "আমার কাজ আছে।

আনন্দময়ী স্মিতমুখে বলিলেন,—"কাজত যথেষ্ট,—আচ্ছা থাকে এর পর করিও।"

সৌদামিনী একটু কৃত্রিম বিরক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন,— "আচ্ছা ছেড়ে দাও ? আমি আপনি বস্‌ছি।

আনন্দময়ী হস্ত ত্যাগ করিলে, সৌদামিনী অনিচ্ছা পূর্ব্বক বসিলেম। সে ভাব আনন্দময়ী বুঝিলেন। বসিয়া বলিলেন,—কি কথা বল ?

আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন,—এত তাড়াতাড়ি কেন ? চির দিনই ছেলে মানুষ থাকিবে ? এখন একটু ভারি হইতে হয়। তোমার যে বিবাহের উদ্যোগ হচ্ছে।

"আচ্ছা আমার শ্রাদ্ধের আয়োজন হচ্ছে—তার কি হবে ? তুমি ফলার খেও এখন।' এই বলিয়া সৌদামিনী হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আনন্দময়ি আবার তাহার হাত ধরিলেন। সৌদামিনী ঈষৎ বিরক্তির সহিত যেমন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, অমনি বস্ত্র মধ্যস্থ লুকায়িত দ্রব্য সশব্দে আনন্দময়ীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি ধরিবার উদ্যোগ করিতে না করিতেই, আনন্দময়ী অগ্রে তাহা তুলিয়া লইলেন—দেখিলেন—দেখিয়া চিনিলেন। তিনি যুগপৎ আহ্লাদ ও বিস্ময়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইলেন। হৃদয়ে আনন্দবেগ উছলিয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে যাহা ভাবিতেন, আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন এবং বুঝিলেন—এ পূর্ব্বরাগ।

সৌদামিনী কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ার স্থায় দাড়াইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী মনোভাব গোপন পূর্ব্বক, আরক্ত—চক্ষু ঘুর্নিত করিয়া বলিলেন,—

"বটে সৌদা ! তুমি ভিতরে ভিতরে এতখান করে তুলেচ, আর আমরা এর কিছুই জানি না ? আমরা তোমার জিজ্ঞাসার পাত্রও নয় ? আচ্ছা আমি যেন কেহই নয়, এ বাড়ীতে আর যে একজন আছেন ; অন্ততঃ তাঁকেও ত জানান উচিত ছিল ? ওমা ! তাও না—কি লজ্জা ! আচ্ছা যাই দেখি, আমি তাঁকে জানাই গিয়া।" এই বলিয়া আনন্দময়ী সৌদামিনীর মুখ পানে চাহিলেন,—দেখিলেন—সেই অতুল বদন মণ্ডল

প্রভাত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে; দেহলতা স্রোতঃপ্রহত বেতস লতার ন্যায় কাঁপিতেছে।

"তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া আনন্দময়ী দাঁড়াইলেন।

সৌদামিনী মনে মনে ভাবিলেন, বৌ, এ কথা দাদার নিকট বলিতে যাইতেছেন। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ইচ্ছা আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কি বলিবেন, কি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন,—কিসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কিছুই মনে হইল না; কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল বিস্ফারিত চক্ষে ক্ষিতিতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চক্ষুজল ভারাকীর্ণ হইল! উজ্জ্বল গণ্ডস্থল বিধৌত করিয়া অশ্রুর ধারা বহিল।

আনন্দময়ী সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছেন; হৃদয়ে যেন দয়ার লেশ মাত্রও নাই। তিনি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন,— "এখন আর কান্দিলে কি হবে?" এই বলিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন।

সৌদামিনী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি যেন আজ কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া, আনন্দময়ীর পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"না জানিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, অবোধ বালিকা জ্ঞানে ক্ষমা কর!" লজ্জাভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। আনন্দময়ী আর ভাব গোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সস্নেহে সৌদামিনীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং স্বীয় অঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—

"ছি দিদি! আমি না তোমায় পরিহাস করিলাম। এখন বস? এই বলিয়া পালঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন; এবং নিজেও নিকটে উপবিষ্টা হইয়া তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

আনন্দময়ী সৌদামিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন; তবে আজ তিনি তাহার প্রতি এ নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেন কেন? এ নির্দ্দয় আচরণ নয়। আজ তিনি সৌদামিনীর মন পরীক্ষা করিলেন; আজ সৌদামিনীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। মনে মনে বলিলেন,—দয়াময় প্রভো! এই সরলা বালিকার আশালতা যেন ফলবতী হয়! আমার

আর কিছুই প্রার্থয়ীতব্য নাই। আনন্দময়ীর চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল। তাহাব বদন মণ্ডলে সহানুভূতির সুপষ্ট চিহ্ন প্রকটিত হইল।

সৌদামিনী বালিকার ন্যায় অণেকক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর কণ্ঠলগ্ন থাকিয়া মুখোত্তলন করিলেন, দেখিলেন,—তাহারও চক্ষু অশ্রু ভারাকীর্ণ হইয়া কম্পিত হইতেছে।

আনন্দময়ী সাদরে সৌদামিনীর চিবুক ধারণ করিয়া মুখোত্তলন করিলেন,—দেখিলেন, তাহার আর সে পূর্ব্বমত চাহনি নাই। কুল্লেন্দি-বর তুল্য সহাস্য-আয়ত-চক্ষু লজ্জায় হিমানী-সিক্ত নলিনীর ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। সৌদামিনী আর স্পষ্ট করিয়া আনন্দময়ীর দিগে চাহিতে পারিতেছেন না।

দিদি! একবার আমার দিগে চাও দেখি? এই বলিয়া আনন্দময়ী পুনর্ব্বার তাহার মুখোত্তলন করিলেন। সৌদামিনী মুকুলিতাক্ষী হইয়া রহিলেন।

আনন্দময়ী সৌদামিনীর ভাব গতিক দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "একি দিদি! আমার কাছে এত লজ্জা! তবে তুমি আমাকে পরজ্ঞান কর? আর তুমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ? সনৎকুমারের ফটগ্রাফ্ খানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলে বৈ ত নয়, তা বেস করেছ! এতে আর লজ্জা কি? তোমার কোন ভয় নাই; আমি এ কথা আর কাহার নিকট বলিব না। এই বলিয়া সৌদামিনীকে আশ্বস্তা করিলেন, এবং তাহার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

অনন্দময়ী অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার মনে দারুণ উদ্বেগ উপস্থিত হইতে ছিল। মনে মনে ভাবিলেন, যতক্ষণ অবিনাশচন্দ্রকে এ শুভ সংবাদ না শুনাইব, ততক্ষণ আমার স্বস্তি নাই। অনন্তর বিস্মৃতার ন্যায় ফটগ্রাফ্ খানি রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। আর সৌদামিনী বসিয়া গত বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

একবার ভাবিলেন, ফটগ্রাফ্ খানি লুকাইয়া ছিলাম বলিয়া, বৌ আমায় এত তিরস্কার করিলেন; হয় ত ভিতরের খবর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এবিশ্বাস মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। "তুমি ভিতরে ভিতরে এতখান করে তুলেচ, এর আমরা কিছুই জানি না?

একথা বলে তিরস্কার করিলেন কেন? ঠিক জেনেছে—সকল কথাই জান্‌তে পেরেছে,তার আর সন্দেহ নাই। আমি পোড়াঃমুখী অসাবধান হয়েই ত সব প্রকাশ করে দিলাম। তা এখন আর ভেবে কি করিব? "চোর গেলে গৃহস্থের বুদ্ধি বাড়ে।" তাই হয়েছে আমার। কিন্তু বড় লজ্জা কর্চ্ছে। তাঁর নিকট এখন আমার মুখ দেখান ভার হয়ে উঠিবে। দূর হোক, তা বলে এখন আর ভেবে ভেবে পাগল হতে পারি না। এই বলিয়া মস্তকোত্তলন করিলেন,—দেখিলেন, সম্মুখেই ফটগ্রাফ্‌ খানি পড়িয়া রহিয়াছে। "বৌ হয়ত ভূলক্রমে ফেলিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া তুলিলেন—তুলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতৃষ্ণ নয়নে, এদিগ ওদিগ করিয়া দেখিলেন। এক এক বার দেখেন, আর চকিতচক্ষে এক এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; ভয়,—পিছে কে কোথা হইতে দেখিতে পায়। সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া, পরে অঞ্চল দ্বারা মুছিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক চিত্রপটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তুমিই ত আজ এ লজ্জা টা দিলে?" এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। আনন্দময়ীর আর সন্দেহ রহিল না। তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক অবিনাশচন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুসংবাদ।

অবিনাশচন্দ্র তাহার শয়ন কক্ষে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া,আইভান হো পড়িতেছেন; আর মনে মনে দুর্গেশ নন্দিনীর বিষয় ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ আইভান হো পড়িয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর সেক্ষপিয়রের একস্থান বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন; আর মিরন্দার সহিত শকুন্তলার চিত্রের ঐক্য করিতে লাগিলেন। উভয়ে সমালোচনা করিতে গিয়া, কপাল কুণ্ডলার চিত্র তাহার মনে উদয় হইল। এমন সময়ে অলঙ্কার সিঞ্জনের মধুরধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অবি-

নাশচন্দ্র দ্বারের দিগে চাহিয়া দেখিলেন, যথার্থই অবেণী-সংবদ্ধা আনন্দ-মূর্ত্তি-কপালকুণ্ডলা রূপিণী আনন্দময়ী মৃদুপাদ বিক্ষেপে হাসিতে হাসিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অবিনাশচন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি! কপাল কুণ্ডলা যে! তবে কি মনে করে?"

আনন্দময়ী সহাস্যে শয্যোপরি উপবিষ্টা হইয়া বলিলেন,—"কি মনে করে আর? লুৎফউন্নেসার সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।"

অবিনাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে আবার লুৎফউন্নেসা কাকে করে তুলিলে?"

আনন্দময়ী স্মিতমুখে বলিলেন, "কপাল কুণ্ডলার স্বপত্নী কে।"

অ। "তিনি কে?"

আ। "সৌদামিনী দেবী।"

অবিনাশচন্দ্র ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—"তোমার গালে চুন কালী দিবার লোক মিলে নাই?"

আনন্দময়ী ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন,—"মিলেছে—লুৎফউন্নেসা।"

অবিনাশচন্দ্র পরাভব স্বীকার করিয়া নীরব হইলেন। আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—

"কি মহাশয়! নীরব যে,—মৌন সম্মতি লক্ষণ না কি?"

অবিনাশচন্দ্র বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—"আজ্ঞা—ক্ষমা করুন!"

আনন্দময়ী সহাস্যে বলিলেন,—"আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কেন? আমি ত আর তোমায় পরিত্যাগ করিতেছি না। যিনি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া সেলিমের অনুরাগিণী হইতেছেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা উচিত।"

অবিনাশচন্দ্র উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। আনন্দময়ী তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন,—"যাও যে? যা বলিতে আসিয়াছি তা শুন?"

অবিনাশচন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন,—"তোমার আর কোন কথা শুনিব না।"

আ। "এবার ভাল কথা বলিব।"

অ। "বল?"

আ। "যা বলিব—তা সুসংবাদ। আগে পারিতোষিকের বন্দোবস্তটা শুনিব।"

অবিনাশচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন,—"দরিদ্রের যা কিছু ছিল, সকলই ত দিয়াছি ; আর কি দিব ?"

আ। এই বিষয়ের একটি মাত্র পারিতোষিক আছে, তাই দিতে হবে—স্বীকার কর ?"

অ। "আচ্ছা স্বীকৃত হলেম। যদি অদেয় কিছু থাকে, দিব।"

আ। পারিতোষিক এই—এখন যে জন্য তোমার নিকট অনুরোধ করিব, তাহা তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

অ। "কোন্ দিন হুকুম অমান্য করে অপরাধী হয়েছি, যে আজ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে নিচ্ছ ?"

আ। "দণ্ডের ভয়ে হুকুম অমান্য কর নাই ; কিন্তু এ বিষয় স্বীকার না করিলে বলিব না।"

অ। "আচ্ছা স্বীকৃত হলেম।'

আনন্দময়ী তখন সৌদামিনী সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন,—"সৌদামিনী যে সনৎকুমারের অনুরাগিণী, তাহা আমি পূর্ব্বেই ঘুণাক্ষরে কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু স্পষ্টতঃ জানিতে পারিয়াছিলাম না বলিয়া, একটু সন্দেহ ছিল ; সেই জন্যই এত দিন তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ সে সন্দেহ দূর হইয়াছে।'

অবিনাশচন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ; আর সৌদামিনী, যে অনুরূপ পাত্রে অনুরাগিনী হইয়াছে, ইহাতে মনে মনে সুখীও হইলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহা সচক্ষে দেখিয়াছ, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর তোমার অনুরোধেও আমার আপত্তি নাই ; তবে কি জান—এবিষয়ে সনৎকুমারের মাতার কি মত, জানা আবশ্যক।"

আ। "সে ভার আমার উপর।"

অ। "আচ্ছা তাও যেন হলো ; কিন্তু কৌশলে সনৎকুমারের অভিপ্রায়টাও জানা উচিত।"

আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"এই বুদ্ধিটুকু আর ঘটে জুটিল না? তুমি পুরুষ হয়ে পুরুষের মন বুঝিতে পার না ? এমন রমণী রত্ন পেলে সাদরে কে না কণ্ঠে ধারণ করে ? আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি,

তাহাতে সনৎকুমারকেও সৌদামিনীর অনুরাগী বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে।

অ। "যদি এরূপ হয়,—তবে কোন পক্ষেই আর বাধা নাই।"

নাই ত তবে এ সময় বাদ্যকরের কিছু অপ্রতুল, তা না হয়, পূর্ব্বেই কিছু বায়না করা যাক ?" এই বলিয়া আনন্দময়ী অঞ্চল হইতে একটি মুদ্রা খুলিয়া, অবিনাশচন্দ্রের হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। অবিনাশচন্দ্রও হাসিতে হাসিতে বহির্বাটী গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গারোহণ।

সনৎকুমার এক্ষণে মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন করেন। এবার তাহার পঞ্চম বার্ষিকী পরীক্ষা। দিনে দিনে পরীক্ষার সময় সমাগত হইল ; তাহার পর পরীক্ষা সমাধা হইল। সনৎকুমার বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। পরীক্ষার কি ফল হয়, জানিয়া যাইবার জন্য মন্মোহন তাহাকে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা তাহাকে সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। নিয়মিত সময়ে পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইল। সনৎকুমার গেজেট দেখিলেন, তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডিপ্লোমা লইতে আরও কয়েক দিন বিলম্ব হইল।

এদিগে সুশীলা জ্বর বিকারে সঙ্কটাপন্ন কাতর হইলেন। সুশীলার জ্ঞান নাই। চক্ষু আরক্ত, অর্দ্ধ-নিমীলিত ; ডাকিলে উত্তর নাই। যদিও কখন কোন উত্তর দেন, সেও অসম্বন্ধ প্রলাপ। সৌদামিনী ও আনন্দময়ীর বিরাম নাই, দিবা রাত্রি বোধ নাই ; অবিরত পীড়িতার শিরোদেশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে, একটি সামান্য বৈদ্য চিকিৎসক ভিন্ন, তৎকালে তথায় বিচক্ষণ চিকিৎসক আর কেহই ছিল না। অবিনাশচন্দ্র অগত্যা তাহাকেই আনাইয়া,

চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিয়া, টেলিগ্রাফে সনৎকুমার এবং মন্মোহনকে সংবাদ দিলেন।

বৈদ্যরাজ উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ সুশীলার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; পরে কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন থাকিয়া, বিকট মুখভঙ্গী পূর্ব্বক বলিলেন,—পীড়া কঠিন—বাতশ্লেষ্মা ক্ষেত্রে জ্বর; কিন্তু অপচারে পিত্তশ্লেষ্মা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম—উপক্রমই বা কেন! পিত্ত শ্লেষ্মা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও নিস্তার নাই।

অবিনাশচন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন,—মহাশয়! ও সকল কথা কিছু শুনিতে চাইনা। যদি এ সময়ের উপযুক্ত কোন ভাল ঔষধ আপনার নিকট থাকে, তবে তাহাই প্রয়োগ করুন।

"এখন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন আর উপায় নাই। শীঘ্র তুলসীর মঞ্জরী এবং আদার রস প্রস্তুত করিয়া আনুন?" এই বলিয়া বৈদ্যরাজ শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, ধুমল, পাটল, কপিশ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, নানা প্রকার বটিকা সকল বাহির করিতে লাগিলেন।

অবিনাশচন্দ্র মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহার চিকিৎসাধীনে থাকিলে, যে দুই এক দিন বাঁচিত, তাহাও বাঁচিবে না। তিনি সর্ব্বদা সনৎকুমার ও মন্মোহনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয়েই যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সনৎকুমার আসিয়াই মাতার শিরোদেশে বসিলেন,—দেখিলেন, সেই স্নেহ-বিস্ফারিত মুখমণ্ডল তুহিন-সম্পাত-বিশুষ্ক নলিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে; লোহিত ওষ্ঠাধর কালিমা প্রাপ্ত হইয়াছে; শান্ত জ্যোতি-প্রকাশক নয়নদ্বয় আরক্ত, সজল অর্দ্ধনিমীলিত, কোটর প্রবিষ্ট; হটাৎ দেখিলে চিনা যায় না।

সনৎকুমার সজল নয়নে ডাকিলেন,—"মা!" কোন উত্তর নাই।

সনৎকুমার পুনর্ব্বার অধিকতর উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"মা! আমি তোমার হতভাগ্য সনৎকুমার এসেছি?"

সুশীলা এবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। নয়ন জবা কুসুমবৎ আরক্ত, কনীনিকা বিস্তৃত।

সনৎকুমার অবিনাশচন্দ্রের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"কোন রূপ ঔষধ সেবন করান হইয়াছে কি?"

অ। "এইমাত্র একজন বৈদ্যচিকিৎসক কয়েকটি ঔষধ সেবন করাইয়া গিয়াছে।"

সুশীলা অনেকক্ষণ সনৎকুমারের দিগে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হইল, কোন বিস্মৃত বিষয়ের যেন স্মরণ করিতেছেন। কতক্ষণ পরে মুখব্যাদন করিলেন; সনৎকুমার পীড়িত সংবাদে কয়েকটি ঔষধ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; একটি ঔষধ অল্প একটু জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেন। ঔষধ সমুদায় উদরস্থ হইল না; অতি কষ্টে কিয়দংশ গলাধঃকরণ করায়, মুখমণ্ডলে নিদারুণ যন্ত্রণা-চিহ্ন প্রকটিত হইল। ক্ষণপরে আপন মনে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিলেন। সনৎকুমার দেখিলেন, যে তাঁহার আত্ম বোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, মণিবন্ধে আর নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইল না। সনৎকুমার তখন নীরবে জননীর ব্যাধিক্লিষ্ট মুখমণ্ডল অশ্রুজলে সিক্ত করিতে লাগিলেন।

অবিনাশচন্দ্র হতাশের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই সনৎ! কি দেখিলে?"

সনৎকুমার কোনই উত্তর করিলেন না।

সকলে বুঝিল, আর অপেক্ষা নাই। মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইল; মুখমণ্ডল বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইল, তারকাদ্বয় উর্দ্ধে উঠিল, সুশীলা চমকের সহিত হস্ত প্রসারণ করিলেন। সনৎকুমার তখন মাতৃঅঙ্কে শয়ন করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বিকৃত স্বরে ডাকিলেন,—"মা! কোথায় যাও? শৈশবে পিতা পরিত্যাগ করিলেন, এখন কি তুমিও পরিত্যাগ করিয়া চলিলে?" সোদামিনী এবং আনন্দময়ী সনৎকুমারকে ধরিয়া তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখিনী সুশীলাও সংসার সমীপে বিদায় হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঘটকালি।

একদা প্রদোষ সময়ে, ভবানীপ্রসাদের অন্দরমহলে বসিয়া, হিরণ্ময়ী এবং হরমণি নানা বিষয়িনী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। উভয়ের মুখই হর্ষ-প্রদীপ্ত। সুশীলার গৃহত্যাগের পর হইতে, তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেক সময়েই গুপ্ত-পরামর্শ চলিত। মধ্যে মধ্যে বামা আসিয়া আবার তাহাতে যোগ দিত। আজ বামা অনুপস্থিত। হরমণি অনেক কথা বার্ত্তার পর হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"ছোট বৌ! আমার হীরালালের ত ত্রিসংসারে কেহই নাই? স্বহায় সম্পত্তি সকলি তোমরা যদি উদ্যোগী হইয়া বাছার গতি মুক্তি না কর, তাহা হইলে চৌধুরী বংশে জল পিণ্ডের আশা একেবারে লোপ হয়।"

হিরণ্ময়ী হরমণির অভিপ্রায় বুঝিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"তা যথার্থ! আচ্ছা, আমি এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছি।"

হরমণিকে এই বলিয়া আশ্বস্তা করিয়া, তদীয় মন্তব্য ভবানীপ্রসাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রথমতঃ ভবানীপ্রসাদ সে কথায় বড় কর্ণ-পাত করিলেন না। কিন্তু হিরণ্ময়ী ছাড়িবার লোক নন। তিনি প্রতিদিনই ভবানীপ্রসাদকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর অনুরোধ—কি করেন, অগত্যা তাঁহাকে এ প্রস্তাবে বাধ্য হইতে হইল।

হীরালাল চৌধুরী হরমণির একমাত্র পুত্র; যারপর নাই আদরের ধন; তাহার অন্ধকার ঘরের উজ্জ্বল মাণিক। হরমণি সোহাগ করিয়া তাহাকে কখন কখন হীরামাণিক বলিয়া ডাকিত। হরমণি ভিন্ন অন্যের নিকটে সে কোন অংশেই আদরের পাত্র ছিল না। সুতরাং আমরা তাহাকে কোন মতেই হীরামাণিক বলিয়া ডাকিতে পারি না। আমাদের যখন দরকার হইবে, তখন তাহাকে হীরালাল বলিয়াই ডাকিব?

হীরালালের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর। এই বয়সেই তিনি এমন সকল গুণে গুণবান্ হইয়াছিলেন, যে অন্যকে প্রায় সচরাচর সেরূপ হইতে দেখা যায় না। আবগারি সম্বন্ধে এমন কোন দ্রব্যই

ছিল না, যাহা হীরালালের উদরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। মাদক দ্রব্য হীরালালের এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে কিছুতেই আর তাহার মত্ততা উপস্থিত হইত না। পরিশেষে তিনি মর্ফিয়া পর্য্যন্ত সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, যে সময়ে সময়ে ক্লোর-ফর্ম্ম আঘ্রাণ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল কারণে তাহার শরীরের অবস্থা এমন হইয়াছিল, যে হটাৎ তাহার বয়ঃক্রমের অনুমান হইত না। পঞ্চবিংশতি বৎসরে তাহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়স্ক বলিয়া অনুমিত হইত। শরীর কৃশ এবং কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্জরের অস্থি সকল বহির্গত, শরীরের স্থানে স্থানে উপদংশের বিস্তীর্ণ ক্ষতচিহ্ন, মুখাকৃতি স্বাভাবিক হইতে কিছু বিভিন্ন। উপদংশ পীড়া নিবন্ধন উপর্য্যুপরি অধিক পরিমাণে পাঁচ সাত বার পারদ সেবনে, সম্মুখের দুই তিনটি দন্ত স্খলিত হইয়াছিল এবং মাঢ্যস্থির সন্ধি বদ্ধ হওয়ায় মুখব্যাদ-নের পক্ষেও কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় আর অধিক আবশ্যক করে না; তাহাতে তিনিই তাহার একমাত্র উপমাস্থল ছিলেন। স্বভাব চরিত্র পশ্বাদি হইতে অধিক নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত না। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, হীরালালকে দেখিয়া ডারুইন্ সাহেব সিদ্ধান্ত নিতান্ত অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। হীরালাল দীর্ঘজীবী হইলে, বোধ হয় কালক্রমে Civilized হইতে পারিতেন।

রামনগরে নিমাইচান্দ বিশ্বাস নামে ভবানীপ্রসাদের এক বন্ধু ছিল। তাহার প্রধান ব্যবসা ঘটকালি; এবং তাহাতে তিনি অন্যান্য অপেক্ষা বিশেষ পারদর্শীও ছিলেন। নিমাইচান্দকে মুদ্রার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করাইলে, সম্বন্ধ নির্ণয় স্থলে, তিনি জাতি কুল বড় বিচার করিতেন না। ভবানীপ্রসাদ পত্র দ্বারা নিমাইচান্দকে আনয়ন পূর্ব্বক মঙ্গলা মঙ্গল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—"ভাই তোমাকে বিশেষ কোন প্রয়োজন বশতঃ ডাকিয়াছি। কিঞ্চিৎ কায়িক কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার একটি উপকার করিতে হইবে।"

ভবানীপ্রসাদ অপেক্ষা নিমাইচান্দ কম চতুর ছিলেন না। "ইনি সামান্য কাজে ডাকিবার লোক নন।" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—"কি উপকার? শুনিলে বুঝিতে পারি, আমার সাধ্যের মধ্যে কি না?

ভবানীপ্রসাদ সহাস্যে বলিলেন,—"তোমার আমার সাধ্যের অতীত কি কাজ আছে ? সাধ্যের অতীত হইলে কেনই বা তোমায় ডাকিব ?"

নি। "আচ্ছা তা যেন হলো ; এখন কাজটা কি তাই বল ?"

ভ। "জানই ত ভাই ! যখন চৌধুরী মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তখন হীরালালকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া যান। এখন আমি ভিন্ন হীরালালের অভিভাবক আর কেহই নাই। আমারও বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়া আসিল। (ভবানীপ্রসাদ একবারে কুড়ি বাইস বৎসর কমাইয়া ফেলিলেন) আমাদের বংশে, এই বয়সই যথেষ্ট। এখন হীরালালকে যোগে প্রযোগে সাতটা পাক ঘুরাইয়া লইতে পারিলেই, চৌধুরীবংশে জলপিণ্ডের আশা বজায় থাকে।"

নিমাইচান্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘটকালি ধরণে বলিলেন,—"অবশ্য ! কাজটা তত গুরুতর নয়,—তবে কি জান ?—আজকাল কন্যার বাজারের বড় তেজ।"

ভবানীপ্রসাদ নিমাইচান্দের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"ও কথা রেখে দাও ? তুমি স্বীকার কর, একার্য্য সংঘটন করিয়া দিবে ? শেষ সম্বন্ধে বিন্দু মাত্রও অন্যথা হইবে না।"

নিমাইচান্দ সবিস্ময়ে শুনিলেন,—দ্বার পার্শ্ব হইতে একটি ত্রিতন্ত্রী বীণার মধুর ঝঙ্কার হইতেছে। হিরণ্ময়ী দ্বার পার্শ্ব হইতে সকল কথাই শুনিতে ছিলেন। তিনি এখন বাড়ীর একমাত্র কর্ত্রী স্বরূপিনী। তাহার কুলবধূচিত ব্যবহার কিছুই ছিল না। অনেকের সঙ্গেই কথা কহিতেন ; নিমাইচান্দের সঙ্গেও কথা কহিলেন। বলিলেন,—"আপনি হীরালালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেন ; পারিতোষিক সম্বন্ধে যাহা চাহিবেন, তাহাতেই স্বীকৃত আছি। আর যদি তাহাতেও বিশ্বাস না পান, তবে আপনার বিশ্বস্ত কোন স্থানে আমরা টাকা রাখিয়া দিতেছি, কার্য্য সমাধা হইলে আপনি লইবেন।"

নিমাইচান্দ রসনা দ্বারা জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "রাম ! রাম ! একি কথা ! আমি কি আর আপনাদের কথায় অবিশ্বাস করিতেছি ? এ টাকা আমার ঘরেই থাকিল।

হীরালাল ভবানীপ্রসাদের পার্শ্বে বসিয়া স্থির কর্ণে সকল কথাই শুনিতেছিলেন। হীরালাল একবসনে বসিয়াছিলেন ; বস্ত্রখানিও

আবার কিছু জটিল। হিরণ্ময়ী অন্যের অজ্ঞাতে ইঙ্গিত করিয়া হীরা-লালকে ডাকিলেন। হীরালাল উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলে, হিরণ্ময়ী রোষ-কষায়িত লোচনে তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া, জটিল বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করাইলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে একখানি কোকিল পেড়ে ধুতি পরাইয়া, কাশ্মীরির একটি ইংলিষ কোট গায়ে দিয়া দিলেন; আল্‌নার উপর একখানি ঢাকাই চাদর কুঞ্চিত করা ছিল, সেখানি লইয়া উপবীতাকারে হীরালালের গলায় জড়িয়া দিলেন। তার পর কেশগুলি আলবার্ট ফ্যাসনে বিন্যস্ত করিয়া বহির্বাটী যাইতে আদেশ করিলেন। হীরালাল আবার নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কিয়দংশ খরচ করিয়া চটি বিনামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক জোড়া হণ্টিংবুট পরিধান করিয়া হাফ কদমে আসিয়া নিমাইচান্দের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

নিমাইচান্দ হীরালালের কায়া পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া, মৃদু হাসিয়া ভবানীপ্রসাদকে বলিলেন,—"ভাই! তোমার ভাগিনেয় যেমন সুপাত্র, ইহার অনুরূপ একটি পাত্রীও আছে। কিন্তু তোমার তাহাতে মত হয় কি না, বলিতে পারি না।"

ভ। "আমার আর মতামত কি? তোমার যে স্থানে বিবেচনা সিদ্ধ হইবে, আমারও সেই স্থানেই কর্ত্তব্য। এখন বল দেখি, এমন সুপাত্রী কোথায়?"

নি। "বোধ হয় তুমিও দেখিয়া থাকিবে। অবিনাশ রায়ের ভগ্নী; মেয়ে ত নয়, সাক্ষাৎ দেবকন্যা। কিন্তু বেটা নিতান্ত অহঙ্কারী।

নিমাইচান্দের এ প্রস্তাব উপস্থিত করিবার একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। অবিনাশচন্দ্রের প্রতিবাসী বিনোদ ভট্টাচার্য্যের একটি পুত্র ছিল। এস্থলে তাহার পুত্রটির বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক করে না; তিনি প্রায় হীরালালের তুল্য। বিনোদ ভট্টাচার্য্য মধ্যবিৎ লোক; কিন্তু কুলাংশে বড়ই হীন ছিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় এবং কায়িক পরি-শ্রম করিয়াও, কোন স্থানেই পুত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে না পারিয়া পরিশেষে নিমাইচান্দের সহিত পাঁচ শত টাকা বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার প্রতি বিবাহের ভার অর্পণ করেন। নিমাইচান্দ প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; পাঁচ শত টাকা হইতে সহজে বঞ্চিত হইতে হয় দেখিয়া, পরিশেষে

তিনি এক ভয়ানক উপায় অবলম্বন করিলেন। ভিন্ন দেশীয় এক জন বৈষ্ণবীর সহিত এক শত টাকা বন্দোবস্ত করিয়া, তাহাকে নানা প্রকার শিক্ষাদান পূর্ব্বক, তাহার অল্পবয়স্কা একটি বিধবা কন্যার সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া, বিনোদ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে টাকা গুলি হস্তগত করিলেন। কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বেই নিমাইচান্দের চাতুর্য্য জাল বিচ্ছিন্ন হইল। বিনোদ ভট্টাচার্য্য টাকার শোকে উন্মাদ প্রায় হইয়া উঠিলেন।

অবিনাশচন্দ্র বিনোদ ভট্টাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া অতি সামান্য কার্য্যেও বিনোদ ভট্টাচার্য্য হস্তক্ষেপ করিতেন না। অবিনাশচন্দ্র নিমাইচান্দের প্রকৃতি পুর্ব্বে কিছুই অবগত ছিলেন না। এক্ষণে তাহার এই পৈশাচিক ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সহজে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাহাকে পত্র লিখিলেন। পত্রোত্তরে নিমাইচান্দ অস্বীকার করিয়া, অবিনাশ-চন্দ্রকে কটূক্তি করিয়া গালি দিল। অবিনাশচন্দ্র তখন নিজে উদ্যোগী হইয়া, ফৌজদারীতে তাহার নামে অভিযোগ করিলেন। বিচারে বিনোদ ভট্টাচার্য্য টাকা ফেরত পাইলেন; এবং নিমাইচান্দকে কিছু দিনের জন্য শ্রীমণ্ডপে বাসের আদেশ হইল। সেই হইতে অবিনাশচন্দ্রের উপর নিমাইচান্দের জাতক্রোধ জন্মিল। এবং সর্ব্বদা তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনই সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই।

ভবানীপ্রসাদের সহিত অবিনাশ চন্দ্রের চিরশত্রুতা সম্বন্ধ; ভবানী প্রসাদের স্ত্রী পুত্র যে,অবিনাশচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,এ সংবাদও নিমাইচান্দের অজ্ঞাত ছিল না। সুশীলার মৃত্যু সংবাদ, নিমাইচান্দ বা ভবানীপ্রসাদ কেহই অবগত ছিলেন না। নিমাই চান্দ মনে মনে বিবে-চনা করিলেন, এই এক উত্তম সুবিধা; ভবানীপ্রসাদের সাহায্যে দাম্ভি-কের অহঙ্কার চূর্ণ করিব। এই ভাবিয়া তিনি অবিনাশচন্দ্রের নামো-ল্লেখ করিলেন; আর যাহা বলিলেন, তাহা ভয়ঙ্কর, অশ্রাব্য, লেখনীমুখে প্রকাশের অযোগ্য। যে পাপী, যে মনুষ্য নামের কলঙ্ক, তাহার মনে বিভৎস ভাবের উদয় ভিন্ন, আর কি হইতে পারে? নিমাইচান্দ পাপী, কিন্তু ভবানীপ্রসাদ তাহা হইতে শত গুণে সহস্র গুণে পাপী; এমতাব-

হায় নিমাইচান্দের কথায়, যে ভবানীপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, আশ্চর্য্য কি ?

নিমাইচান্দ যথা ধর্ম্মে ভবানীপ্রসাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল, যে সুশীলা এক্ষণে উপপত্নী রূপে তাহার গৃহে আছে। ভবানীপ্রসাদের হৃদয় মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মনোবেগ কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিয়া বলিলেন,—"না! না! ও সম্বন্ধ হইবে না। অনেক দিন হইল, আমার অজ্ঞাতসারে হরমণি লোক দ্বারা একবার জানাইয়াছিল; তাহার উত্তরে অহঙ্কারী বেটা বলিয়াছিল, যে ভগ্নীকে জলে ফেলিয়া দিব, অথবা চিরকাল অবিবাহিতা রাখিব, তথাপি ওরূপ সৃষ্টিছাড়া জন্তুর হাতে সমর্পণ করিব না।

নিমাইচান্দ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—কথাটা বড় মিথ্যাও নয়। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"বটে! এতবড়স্পর্দ্ধা ?

ভবানীপ্রসাদ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—"তুমি দেখিবে! অচিরে যদি উহার বাড়ীতে ঘুঘু চরাইতে না পারি, তবে আমি অব্রাহ্মণ!"

নিমাইচান্দ হৃষ্টচিত্তে মনে মনে বলিলেন,—আমার উদ্দেশ্যও সেই; প্রকাশ্যে বলিলেন,—"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি;—যদি তুমি তাহাতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হয়। আমাদেরও উদ্দেশ্য সাধিত হয়; অহঙ্কারী বেটার অহঙ্কারও চূর্ণ হয়।

ভবানীপ্রসাদ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এমন উপায় কি কিছু আছে ?"

"থাকিবে না কেন ?" এই বলিয়া ভবানীপ্রসাদের কানে কানে, নিমাইচান্দ কি বলিলেন। ভবানীপ্রসাদ আমূল দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

"এ মন্দ যুক্তি নয়। কিন্তু তেমন লোক কোথায় ?"

নিমাইচান্দ ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিলেন,—"লোক তোমার হাতেই আছে; কিন্তু কিছু ব্যয় সাধ্য।"

ভবানীপ্রসাদ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ব্যয় সাধ্য না হয়; কিন্তু এমন লোক কে ?

নিমাইচান্দ পুনর্ব্বার ভবানীপ্রসাদের কানে কানে কি বলিলেন। ভবানীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন,—

"কদাচিত স্বীকৃত না হয়।

নি। "সে ভার আমার উপর; কিন্তু টাকা পূর্ব্বে চাই।"

ভ। "স্বীকার করিলাম।"

নি। "আর এক কথা—শেষ দায় তোমাকে কুলাইতে হইবে।"

ভবানীপ্রসাদ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হাঁ করিয়া, নিমাইচান্দের দিগে চাহিয়া রহিলেন।

নি। কথা এই—ইহাতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যদি কোন হাঙ্গাম বা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়—

ভবানীপ্রসাদ সগর্ব্বে বলিলেন,—"সে বিষয় নিশ্চিন্ত হও? সে ভার আমার উপর। মোকর্দ্দমার সুখ ওবেটাকে একবার অনুভব করাইয়াছি।"

নিমাইচান্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তবে এখন আমি বিদায় হইতে পারি,?"

ভ। "কার্য্যান্তে কিছুমাত্র যে অবিবেচনা হইবে না; তাহা ভাই, তোমাকে বলা বাহুল্য মাত্র। সেই সময়েই পরিচয় পাইবে।"

নিমাইচান্দ মনে মনে বলিলেন,—পরিচয় অনেক দিন পাইয়াছি; কার্য্যান্তে বিবেচনা সে কেবল কথামাত্র; ব্যবসায়ে লজ্জা দুঃখের কারণ, এই ভাবিয়া বলিলেন,—"ওকথা পুনঃপুনঃ কেন? আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তোমার নিকট থাকিলে আমার গৃহে থাকাই বুঝাইল; তবে কার্য্যে উপস্থিত হইলেই ব্যয়ের আবশ্যক। বিশেষতঃ যাহার কথা বলিলাম, সেত আর কথায় বিশ্বাস করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না।

ভবানীপ্রসাদ নিমাইচান্দের অভিপ্রায় বুঝিয়া, বলিলেন,—"তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর?" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

নিমাইচান্দ ডাকিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ মনে করিও না?"

ভবানীপ্রসাদ প্রস্থান করিলে পর, হীরালালের মুখ ফুটিল। সে তখন নিমাইচান্দের দিকে একটু সরিয়া বসিয়া বলিল,—"আপনি যদি এই কাজ ঘটাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মামীকে বলিয়া আপনাকে অনেক টাকা লইয়া দিব। আমি মেয়েটী দেখিয়াছি। মেয়ে ত নয়,—যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী।"

নিমাইচান্দ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বল দেখি, এ কার্য্য সংঘটন করিয়া দিলে তোমার মাতুলানী কত টাকা দিবেন ?"

হী। আপনি যাহা চাহিবেন, তাহাই দিবেন।

টাকার কথা উহাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এই ভাবিয়া নিমাইচান্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখন কি লেখা পড়া কর ?"

হী। "আপনি যখন আমার পিতার বয়সী লোক, বিশেষ যখন আমার বংশ রক্ষা করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিব না। আমি এখন লিখাপড়া করি না।"

নিমাইচান্দ সহাস্য বদনে বলিলেন,—"কেন ?"

হী। "চির দিনই কি লেখাপড়া করিব ? মামা বলেন কুলীনের ছেলের লেখাপড়া শিখিবার তত দরকার নাই। তথাপি আমি অনেক দিন পড়েছি।"

নি। "কি পড়েছ ?"

হী। "গুরুমহাশয়ের নিকট সিদ্ধিফলা পর্য্যন্ত লিখিয়া ইস্কুলে যাই, সেখানে প্রায় ছয় মাস এ, বি, সি, ডি, পড়ি; তার পর মামা ইস্কুল ছাড়াইয়া আনেন।"

নি। "কেন ? কুলীনের ছেলে বলে নাকি ?"

হী। শুধু তাও নয়, তিনি বলেন ইস্কুলে পড়িলে রীতি নীতি খারাপ হইয়া যায়।

নিমাইচান্দ হাসিয়া বলিলেন,—"বিদ্যা একরূপ মন্দ হয় নাই। "নরাণাং মাতুলক্রম" কথাটা তোমাতেই বর্ত্তিয়াছে।"

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ইতিমধ্যে ভবানীপ্রসাদ একটি মনিব্যাগ হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তন্মধ্য হইতে দুই শত টাকা বাহির করিয়া, নিমাইচান্দের হাতে দিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভাই ! এই দুই শত টাকার মধ্যে একশত তোমার পাথেয়, আর একশত বুঝিতেই পারিয়াছ। ইহাতেও যদি আপত্তি করে, তবে পরে আরও কিছু বিবেচনা করা যাইবে। তোমার সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য; কার্য্যান্তে পরিচয় পাইবে।"

নি। "শেষ কথা টা খুলেই বলনা কেন ? আমি ত আর আজ সমুদায় টাকাই লইতেছি না।"

ভবানীপ্রসাদ কোনই উত্তর করিলেন না।

দ্বার পার্শ্ব হইতে হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"কার্য্যান্তে আর তিন শত টাকা আপনি পাইবেন।"

যে আজ্ঞা, বলিয়া নিমাইচান্দ প্রস্থান করিলেন। ভবানীপ্রসাদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। একথা বলা বাহুল্য, যে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারিয়া ছিলেন না,এবং পাঁচ সাত দিন রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হয় না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আত্ম-নির্ব্বাসন।

কার্ত্তিক মাস, আকাশমুখ পরিষ্কার নীলিমায় অলঙ্কৃত। সেই নীল আকাশের প্রাচীদিগ হইতে, তারকা-মালা-বিশোভিত অসিত-প্রতিপ-চন্দ্র, ধীরে ধীরে গগণ প্রাঙ্গন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছে। ধরণী কৌমুদীময়, জগৎ নিস্তব্ধ, জীবলোক গতাসুপ্রায় অচেতন। রজনী প্রায় দ্বিযাম অতিবাহিত হইয়াছে; ঝিল্লীগণ ক্রমে ক্রমে রবসংহার করিতেছে। কোন দিগে একটিমাত্র শব্দ নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে নগর রক্ষীগণ বিকট চিৎকার করিয়া, প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ করিতেছে, আর কোথাও বা দুই একটা পাখী, শুভ্র চন্দ্রালোকে, দিবাভ্রমে বৃক্ষ-শাখাসীন থাকিয়া, আপন পরিচয় প্রদান করিতেছে। অন্যান্য বিহগ-কুল পক্ষ মধ্যে চঞ্চুপুট লুকাইয়া নীরবে রহিয়াছে। প্রকৃতির এই গাম্ভির্য্যময়ী শোভা সন্দর্শনে, কাহার অন্তঃকরণে আনন্দরস প্রবাহিত না হয়।

এই অক্ষুব্ধ জগৎ মহার্ণবে চিন্তাবায়ু বিতাড়িত হইয়া একটি মাত্র বীচি উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। এমন শান্ত রসাম্পদ সময়ও আজ সনৎ-

কুমারের নিকট বিষময় বোধ হইতেছিল। ভ্রূযুগ কুঞ্চিত, নয়ন নির্নি-মেষ, কলেবর শীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ, মুখমণ্ডল বিশুষ্ক। সনৎকুমার শয়ন কক্ষে বসিয়া, অনন্ত, অতলস্পর্শ, অকূল চিন্তা সাগরে শরীর ছাড়িয়া দিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে স্তিমিত ভাবে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি পুস্তক, পার্শ্বে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। চিন্তার ইয়ত্তা নাই। দুই চক্ষে শতধারে অশ্রু গলিতেছে—কখন ভাবি-তেছেন,—যে পিতা তিলার্দ্ধ না দেখিলে বিকল চিত্ত হইতেন, মুহূর্ত্তের জন্য নয়নের অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না, সেই পিতা বিমাতার মোহমন্ত্রে অভিভূত হইয়া ত্যাগ করিলেন; জননীর পবিত্র চরিত্রে অবাস্তবিক দোষারোপ করিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিলেন। আবার কখন সেই অচিরমৃতা স্নেহময়ী জননীর স্বর্গীয় মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া নয়নাসারে অভিষিক্ত করিতেছেন। যিনি এই সংসার-সমুদ্রের একমাত্র বন্ধন, দুঃখময় জীবনের শান্তি নিকেতন, মানব জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা; যাঁর স্নেহময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে, হৃদয়ের সমুদায় ভার নামিয়া যায়, সকল অবসাদ দূর হয়, সমস্ত যন্ত্রণা অস্তমিত হয়, তিনিও আমায় পরিত্যাগ করিলেন। আমি নিতান্ত হতভাগ্য; তাহা না হইলে আমার এমন দশা ঘটিবে কেন? আর কাহার জন্য সংসারে থাকিব? কাহার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সকল যাতনা বিস্মৃত হইব, সকল ক্লেশ শান্তি করিব; ক্ষুধার সময় শিশু সন্তানের মত আর কাহার নিকট যাইয়া মা বলিয়া দাঁড়াইব। জগৎ-সংসারে যাহার কেহ নাই, তাহার আর গৃহে প্রয়োজন কি? অবিনাশ-চন্দ্র মূর্ত্তিমান দয়া, করুণার অবতার, ধর্ম্মের প্রতিনিধি; তাঁহার ঋণ শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। হটাৎ সনৎকুমারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; তাহার হৃদয়ের গুঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলো-ড়িত করিয়া আর একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইল; প্রতি নিশ্বাসেই যেন তাহার হৃদয় যন্ত্র সকল বিকম্পিত হইতে লাগিল। একে অনিদ্রা তাহাতে আবার চিন্তার নিদারুণ যন্ত্রণা; মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। অলস শরীরে কম্পিত পদে কক্ষ মধ্যে পদচারণ করিতে লাগি-লেন; তাহাতেও স্বস্তি নাই। প্রতিপাদ বিক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিলেন দেখিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবেশন

পূর্ব্বক বলিলেন,—"না—আর না,—আরও চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। ও চিন্তাতেও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার। যাহা কখন ঘটিবে না, যাহা আমার পক্ষে আকাশ-কুসুম, তাহার জন্য লালায়িত কেন? তাহার জন্য ব্যাকুলতা কেন? সৌদামিনী আমার শৈশব সহচরী, শৈশব-ক্রীড়ার সঙ্গিনী। আশৈশব সৌদামিনীকে দেখিতেছি; তথাপি বোধ হয়, যেন অদৃষ্ট পূর্ব্বা। আহা! কি মনোহর শোভা; কি পবিত্র ভাব; কি অকপট স্নেহ; কি নিঃস্বার্থপর ভালবাসা! কি মুখশ্রী—যেন দিনকর-কর-প্রদীপ্ত প্রফুল্ল নলিনী, অথবা তদপেক্ষাও মনোহর; বিলাস-বিভ্রম-বিরহিত প্রশান্ত লোচনদ্বয়ের কি শান্ত জ্যোতি—যেন স্নিগ্ধ শ্যাম ফুল্লেন্দিবর অথবা তাহা হইতেও অধিকতর প্রীতিপ্রদ। বয়ঃসন্ধি নিবন্ধন বর্ণভাতি যেন, অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চন অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যখন অন্য সম্ভাবনা নাই,তখন ঈশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা,যেন এই সর্ব্ব-সংসার-ললামভূতা অতুল্য প্রতিমা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া, অন্তর্তাপে ভস্মীভূতা না হয়; এই সর্ব্বলোক মনোহর জগদেক চন্দ্রমা, যেন অকালে রাহুগ্রস্তা না হয়। কথা বলিতে সনৎকুমারের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। অনন্তর যুক্তকরে, ঊর্দ্ধ মুখে বলিলেন,—"ভগবান অনাথ নাথ! ইহজন্মের সুখ দুঃখ আজ তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলাম। এ জীবনে তোমার নিকট আর কিছুই চাই না; কেবল একমাত্র প্রার্থনা—এই সরলা বালিকাকে সুখী করিও"।

সনৎকুমার নিকটস্থ প্রদীপ লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। টেবিলের উপর লিখিবার সমস্ত উপকরণ ছিল। তিনি টেবিলের নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্র লিখিতে সনৎকুমারের দুই চক্ষে শতধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণে পত্র সমাপ্তি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ইচ্ছা সৌদামিনীকে আর একবার দেখিয়া তাহার নিকট জন্মশোধ বিদায় লইয়া যান।

সৌদামিনী শয়ন কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেখিলেন, দ্বার উন্মুক্ত গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সৌদামিনী এখনও অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া রহিয়াছেন। কেশদাম ঈষৎ আলুলায়িত; মুক্ত-

বাতায়ন-প্রবিষ্ট-প্রভাত-কৌমুদী প্রদীপ্ত অকলঙ্ক-শরচ্ছশাঙ্ক বিনিন্দিত বদন-মণ্ডল স্থির, গম্ভীর; রসায়ন প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তির ন্যায়, দেহ কান্তি অনিবিড় নীলাম্বরাচ্ছাদিত, পূর্ণচন্দ্র যেন ক্ষীণ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া ম্লান কিরণ প্রকাশ করিতেছে। সৌদামিনী কি ভাবিয়া পার্শোপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া আছেন। মস্তক নিকটে স্তিমিতভাবে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রভাত কৌমুদী, দীপালোক, আর সেই বদনমণ্ডলের স্নিগ্ধ জ্যোতি, একত্র মিশামিশি করিয়া যেন, কক্ষময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। সনৎকুমারের বোধ হইল, যেন তিনি এদৃশ্য আর কখন দেখেন নাই; এমূর্ত্তি যেন ইহলোকের উপযুক্ত নয়; এ প্রতিমা যেন বিধাতার মানস কল্পিত। সনৎকুমার বিস্ময় বিহ্বল মনে, নির্নিমেষ লোচনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

এ সংসারে কেহই কাহারও অপেক্ষা করে না, সময় স্রোতে সকলি ভাসিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পশ্চিম সাগরে গড়াইয়া পড়িল; তাহা দেখিয়া নৃত্যপরা তারকা সুন্দরীরাও একে একে অদৃশ্য হইতে লাগিল। এখনও চক্রবাক বধূ নদী-সৈকতে বসিয়া মনের দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে; কোথাও নিশিজাগরিত যুবকদম্পতি সুখসাগরে অঙ্গ ঢালিয়া এখনও অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে সুশীতল প্রাতঃসমীরণ কুসুম-পরিমল হরণ করিয়া, সুপ্তোত্থিত জীবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া, মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পক্ষীগণ কল স্বরে সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিল। সনৎকুমার চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় প্রভাতা হইয়াছে। তখন তিনি আধি-ক্লিষ্টের ন্যায় ভগ্নস্বরে, সজল নয়নে, বলিলেন,—"সৌদামিনি! আজ তোমার শৈশবসহচর অকৃতজ্ঞ হতভাগ্য সনৎকুমার বিদায় হইল। এ জীবনে আর কখন যে সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা অতি কম।"

সনৎকুমার শয্যাপার্শ্বে পত্রখানি রাখিয়া, দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃস্বপ্ন।

বেলা চারি দণ্ড অনুমান হইয়াছে, এখনও সৌদামিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর রজনী অল্পাবশেষা থাকিতে সৌদামিনী শয়ন করিয়াছিলেন, এই জন্য এখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই—দিবা ভাগে যে সকল বিষয় চিন্তা করা যায়, রজনীতে স্বপ্নে তাহার অস্তিত্ব পরিগ্রহ করায়, একথা কতদূর সত্য বলা যায় না; কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সৌদামিনী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নেও সনৎকুমারকে দেখিতেছিলেন।—তিনি যেন সনৎকুমারের মনোহর দেবমূর্ত্তি—হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া, ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পূজা করিলেন। পূজা সমাধা হইল; তখন গলদেশে অঞ্চল দিয়া যুক্ত করে, মুদিত নয়নে, সেই পরমারাধ্য উপাস্য দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান সমাধা করিয়া নয়ন উন্মিলন করিলে, দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! যে স্থানে তিনি সেই দেবমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সে স্থানে কিছুই নাই। কেবল অন্ধকার—যেন গাঢ়তর কুজ্‌ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সৌদামিনী তখন উন্মত্তার ন্যায় বিবশা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিমীলিত নয়নে, রোদন করিলেন। তার পর নয়ন উন্মীলন করিলেন—তাহার বোধ হইল, যেন তিনি সর্ব্বভেদী দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন হর্ষোৎফুল্ল লোচনে হৃদয়ের অন্ধকার ভেদ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার সে উপাস্য দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল শূন্য হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে। হৃদয়ের সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সৌদামিনী তখন হৃদয় হইতে নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—সম্মুখে প্রকাণ্ড পর্ব্বত। তাহার তুষার-ধবল শত সহস্র শৃঙ্গরাজি, নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; কটিদেশে বায়ু-প্রহত জলদজাল বিচরণ করিতেছে; শত

সহস্র অশনি সম্পাতের ন্যায়, শিখরদেশ হইতে ভীমনাদে কত শত নির্ঝরিণী, তলস্থ মৃত্তিকার উপর নিপতিত হইয়া, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত উত্থিত করিয়া, নানা দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সৌদামিনী তখন সভয়ে, সবিষাদে, পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। যতই আরোহণ করেন, পর্ব্বতের আর শেষ হয় না। পথশ্রমে সর্ব্ব শরীর স্বেদাক্ত হইল; তথাপি নিবৃত্তি নাই। অস্খলিত সংকল্পের সহিত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মেঘলোক ভেদ করিয়া উঠিলেন। অবশেষে কতক্ষণে মনোরথ পূর্ণ হইল। সৌদামিনী তখন সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মানা হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অনন্ত—বিস্তৃত মহাসমুদ্রের নীলাম্বু মধ্যে জল বুদ্বুদ্‌ বৎ, সদ্বীপা পৃথিবী ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সৌদামিনী নির্নিমেষ লোচনে সকল স্থান অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—সিংহ, ব্যাঘ্র, করী, করভ, বরাহ, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি শ্বাপদ পরিপূর্ণ কত শত ভয়ঙ্কর অরণ্য; কুম্ভীরাদি জলচর পরিপূর্ণ কতশত সুদূর-বিস্তৃত বেগবতী তরঙ্গিণী; কত রমণীয় উপবন; কত মনোহর নিকুঞ্জ; শত সহস্র শৃঙ্গ বিশোভিত অত্যুচ্চ গিরিরাজি; কত মনোহর রাজপ্রাসাদ; শত শত অত্যুন্নত সৌধরাজি; কত জীর্ণ পর্ণ কুটীর; কতশত ভগ্ন, অর্দ্ধ ভগ্ন দরিদ্র নিকেতন; কত উৎকৃষ্ট অদৃষ্টপূর্ব্ব পণ্য পরিপূর্ণ রমণীয় পণ্য বীথিকা; আলেখ্য চিত্রিতবৎ বিশাল ধরণী বক্ষে শোভা পাইতেছে। আর তাহাতে বীচিমালা বিশোভিত, সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ অবিরত জন-স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। সৌদামিনী এক এক করিয়া সমুদায় স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কোন স্থানেই সনৎকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। সৌদামিনী তখন হতাশের ন্যায় ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন,—তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মানা আছেন, তাহার অনতিদূর উপরেই অনন্ত ছায়াপথে, সচন্দ্র তারকারাজি স্নিগ্ধ-ধবল-কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছে; অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে; কচিত তাহাদের কোনটা অন্যের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া বিস্ফুলিঙ্গ উদ্‌গীরণ করিতেছে; কতশত উল্কাপিণ্ড নভস্তল আলোকিত করিয়া, অতিবেগে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে। সৌদামিনী অব্যাহত দৃষ্টিতে সমুদায় স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিলেন;

কোন স্থানেই সনৎকুমার নাই। তখন তিনি ব্যাকুল চিত্তে উভয় হস্ত দ্বারা মুখাচ্ছাদিত করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কান্দিলেন; তার পর ভাবিলেন আর কান্দিয়া কি করিব। আমি মন্দভাগিনী, তা না হইলে আমার দশা এমন হইবে কেন? সৌদামিনী তখন অবতরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। কি বিপদ! তিনি যে পথে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন, সে পথ আর নাই। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে শিখরদেশ হইতে ভূভাগ পর্য্যন্ত একটি দুর্গম, বক্র, সঙ্কীর্ণায়ত পথ প্রকটিত হইয়াছে। সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতোপরি ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু পূর্ব্ব পথের আর কিছুমাত্র নিদর্শন পাইলেন না। অগত্যা সেই ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ আশ্রয় করিয়া; অবতরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও বিপদ! কিয়দ্দূর অবতরণের পর দেখিলেন, যে সে পথ ক্রমে এত সঙ্কীর্ণায়ত হইয়াছে যে, তাহাতে উভয় পদ একত্র স্থাপিত করিয়া, দণ্ডায়মানা হওয়া যায় না। উভয় পার্শ্বে এমন কোনই আশ্রয় নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া অবতরণ করা যাইতে পারে। একেই দুর্গম পথ তাহাতে আবার স্থানে স্থানে তুষার নিপতিত হইয়া অত্যন্ত পচ্ছিল হইয়াছে; কোন স্থানে বা পথের চিহ্ন মাত্রও লোপ হইয়াছে; সৌদামিনী দেখিলেন, যে আর অবতরণ করিবার চেষ্টা করা কেবল মৃত্যুর কারণ। অগত্যা তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও বিপদ! কিয়দ্দূর আরোহণের পর দেখেন, যে পথে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহার রেখা মাত্রও নাই। আর এক পদ উত্থিত হইবারও উপায় নাই। একপদে ভর করিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তাহার অব্যাহত দৃষ্টি ব্যাহত হইল। আর কিছুই দেখা যায় না; চতুর্দ্দিগ নিবিড় অন্ধকার। আর দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারেন না। সৌদামিনী উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে আপনার অজ্ঞাতসারে, যেমন এক পদ অগ্রসর হইলেন, অমনি পদস্খলন হইল। সৌদামিনী সবেগে, তলচারিণী তরঙ্গমালা-সঙ্কুল নদীগর্ভে পতিত হইয়া গতচেতনা হইলেন। অনেকক্ষণ পর তাহার চেতনা পুনরাগত হইল; তখন আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বোধ হইল, যেন কে তাহাকে নদীগর্ভ হইতে

উত্তোলন করিয়া, সৈকত ভূমিতে শয়ন করাইয়া, দীন নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিয়া আছেন। আর তাহার উষ্ণ অশ্রুবিন্দু স্ফুরিত-গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া, সৌদামিনীর মুখমণ্ডলে পতিত হইতেছে। সৌদামিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, যথার্থই কে যেন তাহার শিরোদেশে বসিয়া, নয়নাসারে তাহার হৃদয় অভিষিক্ত করিতেছে। সৌদামিনী আরও দেখিলেন, যিনি বসিয়া আছেন, তাঁহার আকৃতি বিষয়-ভোগ-নিস্পৃহ মহাপুরুষের ন্যায়। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষের অধিক হইবে না। শরীর মধ্যমাকার, সুকুমার গঠন, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, প্রতিভা রেখা সম্পন্ন সুন্দর মুখমণ্ডল অনিবিড় শ্মশ্রু রাজি দ্বারা বিশোভিত। মস্তকে জটার আড়ম্বরাদি কিছুই নাই। গৈরিক বসন পরিহিত; গৈরিক বসনের একখানি উত্তরীয় তদীয় শ্যাম শরীরে উপবীতাকারে লম্বিত। সৌদামিনীর বোধ হইল, এই মহাপুরুষ যেন তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব নয়। কোথায় যেন তাঁহাকে দেখিয়াছেন। সৌদামিনী স্থির মনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন তাহা স্মরণ হইল না। সৌদামিনীকে প্রাপ্তচেতনা দেখিয়া, সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমনোদ্যোগ করিলেন। সৌদামিনী ও তাহার অনুগামিনী হইবার জন্য যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়-বিহ্বলার ন্যায় থাকিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। পালঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইবার সময় দেখিলেন শয্যাপার্শ্বে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। শিরোভাগে অবিনাশচন্দ্রের নাম লিখিত; লিখক সনৎকুমার। স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায়, তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পালঙ্কে পুনরুপবেশন পূর্ব্বক পত্রখানি উন্মোচন করিয়া, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার স্বপ্ন সম্ভূত ঘটনার প্রথমাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দুঃস্বপ্নের ফল।

বেলা প্রহরাধিক গত হইল, তথাপি সৌদামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া, আনন্দময়ী ধীরে ধীরে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সৌদামিনী উপাধানে মুখ রাখিয়া, নীরবে রোদন করিতেছেন। আনন্দময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক, সোদামিনীর মস্তক আপনার উরুদেশে স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"দিদি! একি এ? কান্দিতেছ কেন?"

সৌদামিনীর শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; তাহার আর চিত্ত সংযমের ক্ষমতা রহিল না; কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—"বৌ! আমরা ত তাঁর নিকট কখন কোন অপরাধ করি নাই, তবে কি দোষে তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন?"

আনন্দময়ী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"সে কি দিদি? কে পরিত্যাগ করিলেন?

সৌদামিনী তখন সজল নয়নে আনন্দময়ীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। পত্র এইরূপ—

সোদর প্রতিম অবিনাশচন্দ্র!

আজ হইতে হতভাগ্য সনৎকুমার আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। জীবিত থাকিলে, কোন দিন কোন স্থানে না কোন স্থানে আবার সাক্ষাত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে ভরসা অতি অল্প। মনুষ্য ভাগ্যের পরিবর্ত্তন, চিন্তার অতীত, মানববুদ্ধির অগোচর। কে বলিতে পারে—মুহূর্ত্ত পরে বর্ত্তমান অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। আমার ভাগ্য এমন কি অপরিবর্ত্তনীয়, যে চিরকাল সমান থাকিবে, চিরকালই আপনাদের সহবাসে সুখে অতিবাহিত হইবে। যিনি অসময়ে আশ্রয় দান করিলেন, আশৈশব প্রতিপালন করিলেন। যাহার দয়া অসীম, অনন্ত, অপরিমিত, তাঁহার মনে কষ্ট দিয়া, সুখের

আগার পরিত্যাগ করিয়া, কেন যে দুঃখের সহচর হইলাম ?—তাহার উত্তর, আমি মূঢ়, অকৃতজ্ঞ, দূরাকাঙ্ক্ষ, বিশ্বাসঘাতক। আমি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছি। আমার জীবনের সুখ, মনের উচ্চাভিলাষ, সংসারাশ্রমের ইচ্ছা, এ সকল কিছুই নাই ; তবে সংসারাশ্রমে প্রয়োজন কি ? অতঃপর আমার আর অনুসন্ধান করিবেন না। আমার জন্য দুঃখিতও হইবেন না যে অকৃতজ্ঞ, তাহার জন্য আবার কি ? আমার আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই। যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।

প্রিয় ভগ্নী সৌদামিনী, পরমারাধ্যা আনন্দময়ী এবং মহামহিম মন্মোহনকে আমার সপ্রণয় সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবেন,—সনৎকুমার বলিয়া যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জঘন্য কীট ছিল, তাহা প্রবল-বায়ু-বিতাড়িত হইয়া, অকূল অনন্ত জগৎ মহার্ণবের কোন স্থানে ভাসিয়া গিয়াছে।

আনন্দময়ী পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"তাইত ! এ বিরাগের কারণ কি ?" অনন্তর তিনি সন্নিহিতা পরিচারিকা দ্বারা অবিনাশচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবিনাশচন্দ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে, আনন্দময়ী তদীয় হস্তে পত্র খানি প্রদান করিলেন। অবিনাশচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া হৃদয় মধ্যে ব্যথিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, অকস্মাৎ এ বৈরাগ্যোদয়ের কারণ কি ? অনেকক্ষণ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রেম ভিন্ন এ বৈরাগ্যের কারণ আর কিছুই নয়। অনন্তর তিনি সৌদামিনী এবং আনন্দময়ীকে আশ্বস্তা করিয়া বলিলেন,—"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সনৎকুমার হয় প্রত্যুষে, না হয় রজনী অল্পাবশেষা থাকিতে গিয়াছে ; সুতরাং তাহার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এখনি তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আসিতেছি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অসদভিপ্রায়।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বাড়ীতে যে সমুদায় কার্য্যকারক ছিল, তন্মধ্যে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিন্ন এ আখ্যায়িকার সহিত, অন্য কাহারও সংস্রব নাই। ইতিপূর্ব্বে রজনীকান্তের নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তিনি ভবানীপ্রসাদের কার্য্যকারক এবং প্রতিবাসী।

হিরণ্ময়ীর বিবাহের কিছু দিন পরেই, রজনীকান্তের পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহালয় হইতে আসিয়া পৌত্রিক ভদ্রাশনে স্থায়ী হন। তাঁহার পিতার সামান্য যে কিঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা তাহার শ্রাদ্ধাদিতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। আর কিছুই নাই, সুতরাং রজনীকান্তের দিনপাত কঠিন হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী রজনী-কান্তের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে অনুরোধ করিয়া, জমিদারী সেরস্থায় একটি সামান্য কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ভবানীপ্রসাদের নিকট তিনি যে বেতন পাইতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলাই কঠিন হইয়া উঠিল। হিরণ্ময়ী তাহা জানিতে পারিয়া, সময়ে সময়ে তাহাকে বিশেষ আনুকূল্য করিতে লাগিলেন।

রজনীকান্তের সংসারে এক্ষণে আর কেহই নাই। বাল্যকালেই তিনি মাতৃহীন হইয়াছিলেন। সংসারে তাহার এক বৃদ্ধা পিতামহী মাত্র ছিলেন। রজনীকান্তের পিতার লোকান্তর গমনের কিছুদিন পরেই তাহারও মৃত্যু হইল। রজনীকান্ত একাকী হইলেন। পিতাম-হীর মৃত্যুর পর তাহার আহারাদির বিশেষ কষ্ট হইয়া উঠিল। অধিক বেলায় কাছারী হইতে বাড়ী যাইয়া স্বহস্তে সমুদায় উদ্যোগ করিয়া পাক করিয়া খাওয়া সহজ ব্যাপার নয়, ইহা জানিতে পারিয়া হিরণ্ময়ী নিজ বাটীতে তাহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

বাল্য প্রণয় নিবন্ধন বিবাহের পরও রজনীকান্তের সহিত কথা বার্ত্তা

কহিতে, হিরণ্ময়ী কোন রূপ সঙ্কোচ করিতেন না। ভবানীপ্রসাদের অনুপস্থিতি সময়ে, কোন কার্য্য সম্বন্ধে, হিরণ্ময়ীর মতামত জানা আবশ্যক হইলে, অন্দর মহলে কেবল রজনীকান্তই যাইতে পারিতেন।

পাঁচ দিবস গত হইল, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার মাহাল সম্বন্ধীয় একটি মোকর্দ্দমার তত্ত্বাবধারণ জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়াছেন। অদ্য সংবাদ আসিয়াছে, যে টাকা তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমুদায় ব্যয়িত হইয়াছে; এখন আর অন্যূন পাঁচ শত টাকা আবশ্যক। যত শীঘ্র সম্ভব, টাকা না পাঠাইলে মোকর্দ্দমা নষ্ট হইবে। বাড়ীর প্রধান কার্য্যকারক, পত্রখানির সহিত রজনীকান্তকে হিরণ্ময়ীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

রজনীকান্ত যে সময়ে অন্দর মহলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সে সময় হরমণি এবং হিরণ্ময়ীতে কি কথোপকথন হইতেছিল। সময়ে সময়ে ইহাদের প্রায়ই এইরূপ গুপ্ত পরামর্শ হইত। রজনীকান্তকে সমাগত দেখিয়া, হরমণি কার্য্যান্তর ব্যপদেশে সেখান হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। রজনীকান্ত হিরণ্ময়ী হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, একটী মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া, ভবানীপ্রসাদের নিকট হইতে আগত পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন,—

"টাকার কথা কি বলেন?"

হিরণ্ময়ী সুপ্তোত্থিতার ন্যায়,রজনীকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি বলিতেছ?"

রজনীকান্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া, পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন।

"সন্ধ্যার পর টাকা দেওয়া যাইবে।" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী কার্পেটের ফুল উঠাইতে লাগিলেন।

"যে আজ্ঞা।" বলিয়া রজনীকান্ত দাঁড়াইলেন।

হিরণ্ময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—

রজনী! বস? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

রজনীকান্ত পুনরুপবেশন করিয়া বলিলেন,—"বলুন।"

হিরণ্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "রজনি! তুমি পূর্ব্বে ত আমার সহিত, "যে আজ্ঞা, বলুন" বলিয়া কথা কহিতে না; আর এত বিনীতভাবেও কথা কহিতে না।"

পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে, রজনীকান্তের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন,—

"তখন আপনি অনূঢ়া ছিলেন।"

হিরণ্ময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"আর বিবাহিতা হইয়া এখন আমি চতুর্ভুজা হইয়াছি। তুমি যদি আর "আপনি, আসুন, বলুন, বলিয়া কথা কহিবে,—আমি তোমার কোন কথায় উত্তর দিব না।"

রজনীকান্ত নীরবে রহিলেন।

হিরণ্ময়ী পুনর্ব্বার বলিলেন,—বল? ওরূপ ভাবে আর কথা কহিবে না?

রজনীকান্ত মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বমত কথা বলিতে এখন লজ্জা বোধ হয়।"

হিরণ্ময়ী সহাস্যে বলিলেন,—"আজ্ঞা, আসুন, শুনিতে আমারও লজ্জা বোধ হয়।"

রজনীকান্ত কোনই উত্তর করিলেন না।

হিরণ্ময়ীও ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, রজনীকান্তের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৃদুতার সহিত ধীরতার সহিত বলিলেন,—"রজনি! আমি এক্ষণে যদিও তোমার প্রভুপত্নী, কিন্তু সেরূপ চক্ষে আমি তোমাকে একদিনও দেখি নাই—আমি তোমাকে সেই বাল্যসহচর বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। তাহা না হইলে পুরস্ত্রী হইয়া তোমার সহিত কথা কহিব কেন?"

রজনীকান্তের শ্রবণ বিবরে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ হইল। তিনি হিরণ্ময়ীর, অটল অবিকৃত বাল্যপ্রণয়ের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বাটী গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দূতী।

একদা প্রদোষ সময়ে রজনীকান্ত নিজ বাটীতে শয়ন গৃহে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময়ে কোন দিনই তিনি বাটীতে থাকেন

না। সন্ধ্যার পর হইতে প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত,ভবানীপ্রসাদের বাড়ীতে কাছারী করিতে হয়। চাকরেরা দুই তিন বার ডাকিতে আসিল, শরীর অসুস্থ বলিয়া, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। বাস্তবিক সে দিন তাহার শারীরিক কোন অসুখ ছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু মন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল।

রজনীকান্ত এক মনে তাহার অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন,—"এ সংসারে আমার ন্যায় অসুখী কে আছে? আমার অধীনস্থ লোকেরাও আমা অপেক্ষা পরম সুখী। সংসারে যাহা যাহা থাকিলে লোকে সুখী হয়, তাহা তাহাদের সকলই আছে। এ সংসারে আমার আপন বলিতে কে আছে? তবে কেন আমি এ দাসত্ব শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না? উদরের জন্যে? তাহা ত নয়। পশু পক্ষীরাও ত আপন আপন উদর পোষণ করিয়া থাকে। তবে কি জন্যে?—আমি মূর্খ, পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন,—সে কথা মুখে আনিতে পারি না। আমার হৃদয় মহাপাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; চিত্ত দুর্ভেদ্য পাপান্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়াছে; প্রাণ ত্যাগ ভিন্ন এ পাপের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে তাহাই করিব। সহসা রজনীকান্তের মনের ভাবান্তর হইল। তিনি ভাবিলেন,—অকারণ কেন আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইব? যত দিন বাঁচিব—এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে;—তা বলিয়া উপায় কি? কে কবে চিরসুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছে।

রজনীকান্ত সবিস্ময়ে দেখিলেন, ম্লানমুখে মৃদুপাদ বিক্ষেপে, বামা গৃহ প্রবেশ করিতেছে। বামা ক্রমে ক্রমে রজনীকান্তের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, রজনীকান্ত বামার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বামা! কি মনে করে?"

বামার মনের ভাব যাহাই থাকুক, মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া ক্ষণ বিলম্বের পর বলিল,—"ঠাকুরঝি মশাই (বামা হরমণিকে ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকিত) আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

রজনীকান্ত অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"কেন? কি জন্য?

বা। "শুনিলাম বৌ ঠাকরুণ সমস্ত দিন আহার করেন নাই। আহার করিতে আমরা সকলে কতমত অনুরোধ করিলাম, কিন্তু কিছু-

তেই আহার করিলেন না। ঠাকুরঝি মশাই আপনার নাম করিয়া বলিলেন,—বৌ তাহার সকল কথাই শুনিয়া থাকে; তাহাকে একবার ডাকিয়া আন। সেই জন্য আমি আসিয়াছি।”

র। “কোন অসুখ ত হয় নাই ?”

বা। “তাহা তিনিই বলিতে পারেন।”

রজনীকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কৌতুহল পরবশ মনে ধীরে ধীরে বামার অনুগামী হইলেন।

“তিনি ঐ ছাতের উপরে আছেন; আপনি অগ্রেসর হন, আমি পশ্চাৎ আসিতেছি।” এই বলিয়া বামা দ্রুতপদে পার্শ্বের ছাতের উপর যাইয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময়ী যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে পার্শ্বের ছাত অতি নিকট। এক স্থানে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, অন্য স্থান হইতে সহজেই শুনিতে পাওয়া যায়। উভয় ছাতের মধ্যে, তিন চারিটি ক্ষুদ্র বাতায়ন বিশিষ্ট অনতি উচ্চ একটি মাত্র প্রাচীর ব্যবধান ছিল। বামা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া, হিরণ্ময়ী এবং রজনীকান্তের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা পর অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

বামা অন্তরালে থাকিয়া যাহা যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার হৃদয় আহ্লাদে পুলোকিত হইয়া উঠিল। বামা যে উপায়ে ভবানীপ্রসাদের সর্ব্বনাশ করিবে ভাবিয়াছিল, সে উপায় আপনা হইতেই উদ্ভাবিত হইল; যে পথে গমন করিয়া, তাহার সুখের মন্দিরে অগ্নি সংযোগ করিবে ভাবিয়াছিল, সে পথ স্বতঃই পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। বামা তখন হৃষ্টচিত্তে হেলিতে দুলিতে আপন ভবনাভিমুখে গমন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসার ত্যাগ।

রজনীকান্ত বামার নির্দ্দেশানুসারে ছাতের উপর যাইয়া দেখিলেন, হিরণ্ময়ী বিশুষ্ক মুখে একাকিনী নীরবে বসিয়া আছেন। মনে যেন

কোন ভয়ানক বিষাদের আবির্ভাব হইয়াছে। রজনীকান্তকে সমাগত দেখিয়া হিরণ্ময়ী তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি বিনত করিলেন।

রজনীকান্ত হিরণ্ময়ীর আকস্মিক মনোদুঃখের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সকরুণ স্বরে বলিলেন,—“হিরণ্ময়ী! শুনিলাম তুমি আজ সমস্ত দিন আহার কর নাই—কেন আহার কর নাই ?”

হিরণ্ময়ী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—“আমার অসুখ করিয়াছে।”

রজনীকান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি অসুখ ?”

হিরণ্ময়ী কোনই উত্তর করিলেন না।

রজনীকান্ত অধিকতর আগ্রহের সহিত বলিলেন,—“বল হিরণ্ময়ী! কি হইয়াছে ?”

“আমার দুঃখ অকথ্য, অশ্রাব্য।” হিরণ্ময়ী এই মাত্র বলিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রজনীকান্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—“রজনি! বল দেখি,—যে স্বামীর নিকট বিশ্বাস হন্ত্রী হইতে বসিয়াছে, তাহার মত পাপিষ্ঠা কে ? যাহার ধর্ম্মে ভয় নাই, পরলোকে আস্থা নাই, নরকে শঙ্কা নাই তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠা কে ? যে কুলধর্ম্মকে অবমাননা করে, সৎপথে কণ্টক প্রদান করে, ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে, জগতে তাহার মত পাপীয়সী কে ? যে পিতৃকুলের কণ্টক, স্বামীকুলের কলঙ্ক, জগতের ঘৃণ্য, তাহার জীবন ধারণে ফল কি ? আমি আত্ম সংযম করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমার পশু বুদ্ধিতে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।”

রজনীকান্ত স্থির কর্ণে, হিরণ্ময়ীর সমুদায় কথা শ্রবণ করিলেন; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল; হৃদয় আন্দোলিত করিয়া বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। তিনিই যে হিরণ্ময়ীর যাতনার একমাত্র কারণ, একথা মনে হওয়াতে শত বার আপনাকে, সহস্রবার ভবানীপ্রসাদকে এবং কোটি বার হিরণ্ময়ীর পিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ী পুনর্ব্বার বলিলেন,—"রজনীকান্ত! মনে করিয়া দেখ দেখি,—সেই বিবাহ রাত্রে, আমাদের বাটী পার্শ্বস্থ আম্র কানন মধ্যে যখন উদ্বন্ধন-রজ্জু-বিলম্বিত করিয়া আত্ম সমর্পণ করিতে বসিয়াছিলাম, তখন অলক্ষে আসিয়া, পশ্চাৎ হইতে কটিদেশ ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া কে আমার গলদেশ হইতে উদ্বন্ধন-রজ্জু মুক্ত করিয়াছিল? তুমি রক্ষা না করিলে ত, এ অনল আমাকে পোহাইতে হইত না; এ জ্বালায় জ্বলিতে হইত না; বলিতে বলিতে হিরণ্ময়ীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

রজনীকান্তের হৃদয়ে কুঠারাঘাত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে আশঙ্কা কল্পনা করিয়াছিলেন, দেখিলেন—হিরণ্ময়ী আপনার চিত্ত-ফলকে তাহাই চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রজনীকান্ত ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—হিরন্ময়ি! আমি তোমার নিকট আশাতিরিক্ত স্নেহ, মমতা, ভালবাসা পাইয়াছি। তুমি প্রভুপত্নী হইয়া, এখনও যে আমাকে সেই বাল্য সহচরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাক, এ সামান্য উদা-রতার কার্য্য নয়। আমার আর অধিক বলিবার কিছুই নাই; এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এখন হইতে আমাকে অদৃষ্ট পূর্ব্বের ন্যায় চির বিস্মৃত হও। তুমি এরূপ মনে করিও না, যে তোমার ন্যায় দুঃখী এ জগতে আর কেহই নাই। যদি দেখাইবার হইত তবে দেখিতে পাইতে, আর একটি হৃদয় তোমার ন্যায় বিষম দহনে দাহ হইতেছে।

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—রজনি! বল দেখি, জীবনের আশা, সংসারের মায়া, জগতের মমতা সহজে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইলেও আজ এক জনকে সে আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সে মমতা বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, সে মায়াজাল কাটিতে হইবে। জগতের সহিত আজ একজনের সম্বন্ধ লোপ হইবে। তুমি একবার আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু এবার আর পারিবে না। এখন আমি স্বাধীন, মৃত্যুও আমার ইচ্ছাধীন, জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে, বা বিষ ভোজনে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কথা বলিতে হিরণ্ময়ীর কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

রজনীকান্তের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, পদাঙ্গুলী হইতে কেশ পর্য্যন্ত তড়িৎ বেগ ছুটিল, ইন্দ্রিয় সমুদায় স্তব্ধ হইল। এ জীবনে হিরণ্ময়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ হইবে, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় ভেদ হইল। তাহার

চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল। অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। হটাৎ তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় মধ্যে যেন তীব্র দীপ্তি সৌদামিনী মুহুর্মুহুঃ চমকিতে লাগিল। রজনীকান্ত শুনিতে পাইলেন, হৃদয়ের গুঢ়তম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল,—ছি রজনি! এই কি তোমার বিবেকশক্তি? এই কি তোমার নীতি শিক্ষা? এই কি তোমার চিত্ত সংযম? এই কি তোমার ইন্দ্রিয় জয়? হিরণ্ময়ী তোমার কে? বিকারের সামগ্রী শীঘ্র পরিহার কর? ছি! ছি!! পিশাচীর মোহমন্ত্রে তোমার চিত্ত বিভ্রম হইল? হিরণ্ময়ীকে ভুলিতে না পার—আত্মহত্যা কর। তাহাতে পাপ নাই—অনন্ত সুখ—অক্ষয় স্বর্গ।

রজনীকান্ত আশীবিষ দংষ্ট্রের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন—হিরণ্ময়ীর নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে বলিলেন,—জগদীশ! সহায় হও? আমার চিত্ত দুর্ভেদ্য পাপান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হে অনাথ নাথ! নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়! দুর্ব্বলের বল! আমায় পরিত্রাণ কর—আমায় এ নরক হইতে উদ্ধার কর—ইন্দ্রিয় জয়ের ক্ষমতা প্রদান কর।

তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র নিয়ন্তা, সর্ব্বলোক পিতা, সেই অচিন্ত্য, নির্ব্বিকার, চিৎস্বরূপ, অনাদি পুরুষ রজনীকান্তের কাতরবাক্য শুনিলেন।

যাঁহার অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, অপ্রতিহত প্রভাবে মুখের বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়, পুঙ্গ পর্ব্বত লঙ্ঘনে সক্ষম হয়, সাগর সুখাইয়া যায়, পৃথিবী সাগরে পরিণত হয়; যাহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য চালিত হয়, নাক্ষত্রিক জগতে গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়ায়, সদাগতি প্রধাবিত হয়; যাহার আদেশে মেঘ উড়ে, সৌদামিনী হাসে, উল্কাপিণ্ড ছুটে, ঋতু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; যাহার দৃষ্টি আলোকে, অন্ধকারে—সাগরে, ভূধরে—স্বর্গে, রসাতলে সমভাবে পতিত হয়; যাহার দয়া মনুষ্য, উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্ট পদার্থে তুল্যরূপে অবস্থিতি করে; সেই অনাদি পুরুষের অপার করুণায় রজনীকান্ত ইন্দ্রিয় জয় করিলেন।

রজনীকান্তের হৃদয় মধ্যে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন,—তাহার হৃদয়াকাশে যে করাল কাদম্বিনী দেখা দিয়াছিল; তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে; যে গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাশি সংস্থিত হইয়া-

ছিল; তাহার চিহ্ন মাত্রও লোপ হইয়াছে। রজনীকান্ত তখন স্থিরচিত্তে প্রশস্ত মনে, পরিষ্কার স্বরে হিরণ্ময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"হিরণ্ময়ি! আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তোমার এ ভালবাসা চির পবিত্র, এ স্নেহ নিঃস্বার্থপর, এ মমতা চাতুর্য্য বিহীন, এখন দেখিতেছি সে সকলি ভ্রম।. অধিক কি বলিব,—যদি কখন তোমাকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকি—তাহা ভুলিয়া যাও? যদি কখন ভাল বাসিয়া থাকি, তাহা বিস্মৃত হও? মনে করিও রজনীকান্ত বলিয়া এ জগতে কেহ ছিল না। উভয়ের মঙ্গলের জন্য আজ হইতে সংসার ত্যাগ করিলাম। আজ হইতে—সংসারের মমতা, মনের সাধ, জীবনের সুখ, পরিত্যাগ করিলাম। আজ হইতে তোমার সহিত এ জীবনে আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না।

এই বলিয়া রজনীকান্ত আর অপেক্ষা করিলেন না, হিরণ্ময়ীর উত্তরের প্রতীক্ষাও করিলেন না—আর বাড়ীতেও আসিলেন না। ঐস্থান হইতেই পৈত্রিক ভদ্রাসনের নিকট জন্মশোধ বিদায় গ্রহণ করিয়া একবসনে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

আর হিরণ্ময়ী—হিরণ্ময়ী তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—আর কেন? এই ছাতের উপর হইতে পতিত হইয়াই আজ আত্ম সমর্পণ করিব। আমার হৃদয় মহাপাপে পূর্ণ হইয়াছে, মৃত্যু ভিন্ন এ পাপের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। পাপীয়সী তখন ছাতের এক প্রান্তে দণ্ডায়মানা হইয়া, হস্ত দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া কান্দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সেই অত্যুচ্চ তৃতল সৌধশেখর হইতে নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনে দারুণ ভয়ের উদয় হইল; তাহার আত্মহত্যা করা হইল না। ভাবিল,—মরিয়া কি করিব? মৃত্যু ত ইচ্ছাধীন,—যখন মনে করিব, তখনই মরিতে পারিব।

যে পাপিষ্ঠা, যাহার হৃদয় পাপান্ধকারে চির আচ্ছাদিত, তাহার মনে অসদভিপ্রায় ভিন্ন আর কোন ভাবের উদয় হইয়া থাকে? হিরণ্ময়ী দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া মানসক্ষেত্রে আর একটি আশালতা রোপণ করিল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

অতি ভক্তির ফল।

আনন্দময়ী এবং সৌদামিনীকে আশ্বস্তা করিয়া অবিনাশচন্দ্র, সনৎ-কুমারের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কেহই তাহার কোন অনুসন্ধান পাইল না। তিন চারি দিন গত হইল, অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা মন্মোহনের নিকট সংবাদ লিখিলেন। এবং সংবাদ পত্রে পারিতোষিকের একটা মোটামোটি বন্দোবস্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। মন্মোহন, কলিকাতা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। এক মাস গত হইল তখন অবিনাশচন্দ্র, আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং সনৎকুমারের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বাড়ীতে আনন্দময়ী, সৌদামিনী এবং আর কয়েক জন চাকর চাকরাণী রহিল। আনন্দময়ী এবং সৌদামিনী ব্যতীত, এ আখ্যায়িকায় অন্যান্য লোকের মধ্যে কেবল বিশাখার কথা উল্লেখ হইবে।

অনধিক একমাস গত হইল বিশাখা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক, অবিনাশ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া দাসীত্ব কার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছে। বিশাখার পরিচয়ের মধ্যে, তাহার নিজমুখে এইমাত্র শুনা গিয়াছে, যে সে গোপ-কন্যা সংসারে তাহার আর কেহই নাই। সে বাল-বিধবা তাহার বয়ঃ-ক্রম অনুমান ত্রিংশত বর্ষ।

বিশাখা সৌদামিনীকে যার পর নাই ভাল বাসে; বিশাখাকেও, তাহার কার্য্যদক্ষতা, নম্রতা এবং প্রভু-পরায়ণতায় বাটীস্থ সকলেই ভাল বাসে। সৌদামিনী বিশাখার অতিশয় বাধ্য। তিনি দিন রাত্রের মধ্যে অধিক সময়ই বিশাখার নিকটে বসিয়া থাকেন। বিশাখা স্বহস্তে সৌদামিনীকে তৈল মাখাইয়া এবং স্নান করাইয়া দেয়; তাহার আর্দ্র বস্ত্রখানি নিজে ধুইয়া আনে। সৌদামিনী আহার করিতে বসিলে, বিশাখা তাহার সম্মুখে বসিয়া অনুরোধ করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য সামগ্রী খাওয়ায়। সৌদামিনীর আহার সমাধা না হইলে বিশাখা জল গ্রহণ

পর্য্যন্ত করে না। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সৌদামিনীকে লইয়া নদী তীরে বেড়াইয়া আইসে। রাত্রিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সৌদামিনী নিদ্রিতা না হন, বিশাখা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে বসিয়া পদসেবা করে এবং মনোহর উপন্যাস সমুদায় শুনায়। এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বলে, সৌদামিনীর মত আমার একটি মেয়ে ছিল, দুই বৎসর হইল বাছার কাল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া অবধি, আমি তাহার শোক বিস্মৃত হইয়াছি। ইহাকে দেখিলে মনে হয়,বাছা আমার আজও বাঁচিয়া আছে।

বামার প্রভু পরায়ণতা এবং কার্য্য দক্ষতা দেখিয়া গ্রামস্থ দুই চারিজন ভদ্রলোক, অবিনাশ চন্দ্রের বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে, তাহাকে অধিক বেতন ও স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু বামার প্রকৃতি অন্যান্য লোক হইতে যেন কিছু বিভিন্ন ছিল; সে তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিল।

প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে, প্রদোষ সময়ে বিশাখা সৌদামিনীর সহিত নদীতটে বিচরণ করিতেছে। আজ আকাশ মণ্ডল সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত নয়। অসংখ্য শ্বেতবর্ণ খণ্ড জলধর, প্রশান্ত নীল সাগরস্থিত শ্বেতদ্বীপের ন্যায় আকাশ মণ্ডলের স্থানে স্থানে ভাসিতেছে। অন্যান্য দিনাপেক্ষা আজ বিশাখার হৃদয় যেন কিছু চঞ্চল বলিয়া বোধ হই-তেছে, কিন্তু মুখ মণ্ডল অপেক্ষাকৃত সহাস্য! বিশাখা বিচরণ করি-তেছে, আর সৌদামিনীর সহিত নানা প্রকার গল্প করিতেছে; তাহা কতক সৌদামিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে কতক করিতেছে না। সৌদামিনী জানিতেন, যে বিশাখার রোগের মধ্যে এই, যে, সে অনর্থক অনেক সময়েই গল্প করিয়া লোকের বিরক্ত উৎপাদন করে। —

উভয়ে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল; তখন বিশাখা একস্থানে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, কাতরকণ্ঠে বলিল,—দিদিঠাকুরুণ। এই দিগে একবার এসত ?

সৌদামিনী নিকটে আসিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বিশাখা।

বি। "আমার গাটা বড়ই ঘুরিতেছে।"

দা। "কেন বিশাখা? গা ঘুরিতেছে কেন?

বি। "তুমি ব্যস্ত হইও না। আমার ওরূপ সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরেই নিবারণ হইবে।" এই বলিয়া উপবেশন করিল।

সৌ। "তবে আর এখানে থাকা উচিত হইতেছে না, চল বাড়ী যাই।"

বি। "যাব কি? আমি আর বসিয়া থাকিতেও পারিতেছি না। পোদ্দার দের ঐ ছিপ্ নৌকা খানির উপর যাইয়া একটু শুইয়া থাকি; শরীর একটু সুস্থ হইলেই বাড়ী যাইব।" এই বলিয়া বিশাখা নিকটস্থ একখানি ছিপ নৌকার উপরে যাইয়া, চিত্ত হইয়া শয়ন করিল। সৌদামিনী জানিতেন, ঐ ঘাটে পোদ্দারদের দুই একখান করিয়া ছিপ্ নৌকা থাকিত, কিন্তু সেদিন বাস্তবিক পক্ষে ছিল কি না সন্দেহ।

বিশাখা শয়ন করিয়া বলিল,—"দিদি ঠাকরুণ। এখানে আসিয়া আমার মাথায় খানিকটা জল দেও দেখি? তাহা হইলেই শরীরটা সকালে সুস্থ হইবে।

সৌদামিনী বিশাখার কথানুসারে যেমন নৌকারোহণ করিলেন, অমনি নৌকা মধ্য হইতে আট দশজন বাহক বাহির হইয়া তীরবৎবেগে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সৌদামিনী এই আকস্মিক ভয়াবহ ঘটনা অবলোকন করিয়া চিৎকার করিয়া উঠীল। বাহকেরা জয়লব্ধ সৈনিকের ন্যায় পৈশাচিক চিৎকার করিতে করিতে, স্রোতের অভিমুখে নৌকা সজোরে বহন করিতে লাগিল। সৌদামিনীর আর্ত্তনাদ শূন্যে মিশাইল। নৌকা নক্ষত্র বেগে ধাবিত হইল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিশাখা।

বিশাখা কে? এবং কিজন্যেই বা দাসী বেশে অবিনাশ চন্দ্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, ছলনা করিয়া সৌদামিনীকে অপহরণ করিল? এই পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে।

নিমাইচান্দ ভবানী প্রসাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, বামার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বামার সৌভাগ্য সময়ে নিমাই চান্দের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বামার সে দিন গত হওয়ার পর, আর তাহার সহিত নিমাই চান্দের সাক্ষাত ঘটে নাই। আজ হটাৎ তাহাকে সমাগত দেখিয়া, বামা সাদরে তাহাকে একখানি চৌকির উপর বসাইয়া, হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—এতদিনের পর আজ কি পথভুলে এদিগে আসিয়াছেন ?"

নিমাইচান্দ হাসিয়া বলিলেন,—"কি করি ভাই। ঈশ্বরত আর আমাদিগকে বড়লোক করেন নাই, যে আমোদ আহ্লাদে সর্ব্বদা সময় কাটাইব। একদিন বসিয়া থাকিলে, একাদশী করিতে হয়; বিশেষতঃ তোমার এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া, প্রায় প্রত্যহই মনে করি, তোমার সহিত একবার সাক্ষাত করিব। একদিন তোমার নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন কি বলিয়াই বা রিক্ত হস্তে আসিয়া তোমার নিকট দাড়াইব।"

নিমাইচান্দের পদ, যে অনাবশ্যক কোনস্থানে চালিত হয় না, বামা ইহা বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিল; এজন্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছা করিনা; সময়ে সময়ে দর্শন দিলেই পরম সুখী হই। তবে আজ কি মনে করে ?"

নি। "এমন কিছু মনে করে নয়,—তবে নিতান্ত অনাবশ্যকও নয়।

বা। "আমিত এখন পথের ভিখারিণী, আমার নিকট এমন কি আবশ্যক ?"

নি। "জানইত ভাই। একালের লোকগুলি নিতান্ত বোকা; একজনের দ্বারা সুচারুরূপে একটি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। যে জন্য এসেছি; তোমা ব্যতীত তাহা সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

বা। "আমা হইতেই যে সুসিদ্ধ হইবে, তাহার বিশ্বাস কি ?"

নিমাইচান্দ হাসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বাস আর কিছুই নয়—বিশ্বাস মন। বিশেষতঃ ইহাতে কিছু লাভেরও সম্ভাবনা আছে। মনে করিলাম, অনর্থক অর্থগুলি কেন অন্যের হস্তগত হয়।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে অর্থের গন্ধ পাইলে বাবা জ্ঞানশূন্যা হইত, এজন্য মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা বল দেখি ব্যাপারটা কি ?—তাহা

হইলে জানিতে পারিব, আমার সাধ্যের মধ্যে কি না।”

নিমাইচান্দ তখন আপনার অভিপ্রায় অকপটে বামার নিকট প্রকাশ করিল।

বামা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—“না মহাশয়! একার্য্য আমা হইতে হইবে না।”

নিমাইচান্দ মনে মনে বলিল, তোমার দ্বারাই কার্য্য উদ্ধার করিব। প্রকাশ্যে বলিল,—“ভাবিয়াছিলাম, এতগুলি টাকা একটা সামান্য কাজে কেন অপর এক জনকে দিব? তা কি করি! তুমি স্বীকার না করিলে, অগত্যা আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে।”

এতগুলি টাকার কথা শুনিয়া, বামা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “কাজ ত আর নিতান্ত সহজ নয়,—তাও যা হউক, বিশেষ প্রতিবন্ধক সনৎকুমার সেখানে আছে। বামা ইতিপূর্ব্বেই সুশীলার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিল। কিন্তু নিমাইচান্দ তাহা জানিত না।”

নিমাইচান্দ সনৎকুমারের কথা শুনিয়া বলিলেন,—“সে বিষয় নিশ্চিন্ত হও? প্রায় এক মাস গত হইল, সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে; গত কল্য সংবাদ পত্রে আমরা জানিতে পারিয়াছি।”

বামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—এরূপ যদি জানিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় পারিব।”

নি। “বোধ হয় কি? পারিতেই হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সনৎকুমার সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই।”

বা। “আচ্ছা, সে সমুদায়ই যেন হবে, এখন শেষ কথা কি?”

নি। “কার্য্যসিদ্ধ হইলে তুমি এক শত টাকা পাইবে।”

বামা হাসিয়া বলিল,—“ও সকল ছেলে ভুলান কথা। আমি হাতে না পাইলে; কি জোরে দাঁড়াইব? আর একশ টাকা একার্য্যের উচিত পুরস্কার হইতে পারে না।

নিমাইচান্দ একটু ইতস্ততঃ করিয়া,—“আচ্ছা, তোমার অভিপ্রায়টাও শুনি।”

বা। উচিত কথা বলিতে হইলে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। নিদান দুই শত টাকার কম, একার্য্য আমা হইতে হইবে না, আর তাহাও নগদ চাই।”

নিমাইচান্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "বামা ! পুনঃ পুনঃ বলিয়া ফল নাই—দেড় শত টাকা পাইবে, তাহার মধ্যে নগদ পঞ্চাশ আর পরে একশ।"

বামা অধোমুখী হইয়া মাথা নাড়িল।

নিমাইচান্দ মহা বিপদে পড়িলেন। মনে মনে বিবেচনা করিলেন, একার্য্য যখন অন্যের দ্বারা হওয়ার সম্ভব নাই, তখন ইহার প্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ করিতে হইতেছে; তথাপি আর একবার দেখি। এই ভাবিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু অৰ্দ্ধেক টাকা কার্য্যসিদ্ধ না হইলে পাবে না।"

এখন বাগে পেয়েছি, আর কেন ? ও এমন বামন নয়, যে কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমায় ডাকিয়া টাকা দিবে; এই সময় যতদূর যা, হস্তগত করিতে পারি, বামা মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিল, "কার্য্য সিদ্ধ না হয়—টাকা ফেরত লইবেন; কিন্তু এখন টাকাগুলি নগদ চাই।"

নিমাইচান্দের আর উত্তর নাই। অতি কষ্টে টাকাগুলি বাহির করিয়া সজল নয়নে বামার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন :—"দেখিও, যেন অবিশ্বাসের কার্য্য না হয় ?

বামা নিমাইচান্দের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, "আমাকে সেরূপ প্রকৃতির লোক মনে করিও না। তোমার বিশ্বাস না হয়, আর এক স্থানে রাখ। কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারি লইব, নচেৎ তোমার টাকা তোমারই থাকিবে।"

নিমাইচান্দের মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"আর অন্য স্থানে কি রাখিব ? তোমাকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস।"

বামা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—আর একটি কথা।

নিমাইচান্দ হাঁ করিয়া বামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বামা নিমাইচান্দের অবস্থা দেখিয়া বলিল, অন্ততঃ একমাস পরে, একখানি নৌকা আর আট দশ জন বাহক পাঠাইতে হইবে।

নি। "আচ্ছা, তা যেন হবে; কিন্তু এত বিলম্বে কেন ?"

বা। "এত আর আমার মেয়ে নয়, যে যখন ইচ্ছা তখনই আনিব। কিছুদিন থাকিয়া তাহাদের বিশ্বাস জন্মান চাইত।"

নিমাইচান্দ বামার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। বামা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাকাগুলি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বসুন্ধরার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিল। তাহার পর বিশাখা নাম ধারণ পূর্ব্বক দাসী বেশে অবিনাশচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

বামা কার্য্যসিদ্ধ করিয়া রজনী অল্পাবশেষা থাকিতে, নিমাইচান্দের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ নিমাইচান্দের আহ্লাদের সীমা নাই আহ্লাদে হতবুদ্ধি হইয়া, সাদরে বামার হস্তধারণ পুর্ব্বক বলিলেন,—"বামা! আমি শত জন্মেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। অধিক কি বলিব, আজ হইতে নিমাইচান্দ তোমার ক্রীতদাস হইল।

বামা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ওসকল কথা এখন রাখ; আগে মজুমদারকে আনয়ন করিয়া সত্বর সত্বর কার্য্য সমাধা কর।"

উত্তম পরামর্শ দিয়াছ। এই বলিয়া নিমাইচান্দ তৎক্ষণাৎ হিরণ্যপুরে নৌকা পাঠাইলেন। যথা সময়ে ভবানীপ্রসাদ ভগ্নী এবং ভাগিনেয়ের সহিত নিমাইচান্দের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর স্বাগত জিজ্ঞাসার পর, ভবানীপ্রসাদ বলিলেন,—"ভাই! তোমার গুণ একমুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তুমি ত তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিলে; এখন বল দেখি, শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ করি কোথায়?

নিমাইচান্দ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তাই ত! কাজটা ত আর তত সহজ নয়। যদি ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারে, তবে আমাদের উভয়কেই শ্রীমন্দিরে যাইতে হইবে।

ভবানীপ্রসাদ চিন্তান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তবে উপায়?"

নি। "উপায় যে একবারেই না আছে তাহা নয়;—তবে সেটা কিছু কষ্টসাধ্য, আর ব্যয় বাহুল্য।"

ভ। "সে জন্য কোন চিন্তা নাই। এখন উপায়টা কি বলদেখি?

নি। "এখানে ও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, নিশ্চয়ই প্রকাশ হইবে। আমার বিবেচনায় কোন দূরতর স্থানে যাইয়া, কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। তার পর সেখানে কিছুদিন অবস্থিতির পর, দেশে আসিলে, আর তত গোলযোগ হইবে না। বিবাহ সমাধা হইলে আর ফিরাইতে পারিবে না। তথাপি অবিনাশচন্দ্র যদি কোনরূপ গোলযোগের চেষ্টা করে, দুইশ পাঁচশ খরচ করিলেই নিরাপদ হইতে পারিবে।"

ভবানীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন,—"ভাই! তোমার মত বুদ্ধিমান লোক জগতে অতি অল্পই আছে। এই যুক্তিই স্থির, এখন বল দেখি কোথায় যাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করি?

নি। "আমার বিবেচনায়, শুভকার্য্য কোন তীর্থ স্থানে নির্ব্বাহ করাই উচিত। কাশীতে, তোমার কি মত?" নিমাইচান্দের ধর্ম্মজ্ঞান এইরূপ।

ভ। আমার কি আর বিভিন্ন মত হইতে পারে? তবে অদ্য রাত্রে শুভযাত্রা করি,

নি। "অবশ্য" অনন্তর তিনি কিছুক্ষণ ইতঃস্তত: করিয়া বলিলেন, "তবে আমার টাকাগুলি আর রাখিয়া ফল কি? তুমি নিতান্ত আত্মীয় জন্যেই, এমন দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম।

ভ। "যা স্বীকার করিয়াছি, তা অবশ্যই দিব। আর তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

নি। "আমার যাওয়া অনাবশ্যক।"

ভ। "তোমাকে বিশেষ আবশ্যক; কারণ তুমি যখন উহাদের সগোত্র, তখন কন্যা সম্প্রদান তোমাকেই করিতে হইবে।"

নিমাইচান্দ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"আমার বিশেষ আপত্তি কিছুই নাই, তবে কি জান? আমাদের যে ব্যবসা, তাহাতে একস্থানে বসিয়া থাকিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।

ভবানীপ্রসাদ নিমাইচান্দের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা

সে ক্ষতিটি আমি পূরণ করিব। কার্য্য সমাধা হইলে, তুমি আর পঞ্চাশ টাকা পাইবে।”

নি। “ইহাতেই স্বীকৃত হইলাম। আর এক কথা।” ভবানী-প্রসাদ নিমাইচান্দের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নি। “কোন কার্য্য উপলক্ষে আমি এক জনের নিকট কিছু টাকা ঋণ করিয়াছিলাম; তীর্থ মৃত্যু একই কথা, সে টাকাগুলি পরিশোধ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ঋণ গ্রহণ সময়ে, পরিশোধের যে সময় অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা অতীত হইয়াছে।”

ভবানীপ্রসাদ মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—“তা ক্ষতি কি? আমি পূর্ব্ব স্বীকৃত টাকা এখনি দিতেছি; তদ্দ্বারা তুমি ঋণ মুক্ত হইয়া অবসর হও। অবশিষ্ট টাকা প্রত্যাগত হইয়াই দিব।”

নি। প্রত্যাগত হইয়া না দাও, দুই বৎসর পরে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। তবে কি জান?—সমুদায় টাকাটা পাইলেই আমার বিশেষ উপকার হয়।”

ভবানীপ্রসাদ তখন বিনা বাক্য ব্যায়ে সমুদায় টাকা নিমাইচান্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—“ভাই! তুমি অবসর হইয়া এখন শীঘ্র শীঘ্র গমনের উদ্যোগ কর?

নিমাইচান্দ টাকাগুলি পৃথী গর্ভে নিহিত করিয়া সৌদামিনী, হরমণি এবং হীরালালের সহিত সেই রাত্রেই কাশীযাত্রা করিলেন।

ভবানীপ্রসাদ প্রথমতঃ নবদ্বীপ যাইবেন; তথাকার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া, বাড়ী যাইবেন, এবং তথা হইতে হিরণ্ময়ী সমভিব্যাহারে দ্বিতীয় নৌকায় তাহাদের অনুগামী হইবেন। এইরূপ স্থিরীকৃত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

যে সময়ে নিমাইচান্দ এবং ভবানীপ্রসাদ এই সকল সৎযুক্তির অব-ধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিমাইচান্দের অন্তঃপুরস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে বসিয়া সৌদামিনী নীরবে রোদন করিতেছিলেন। এবং

নিকটে বসিয়া বামা, নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন।

সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিয়া বলিলেন,—

"বিশাখা! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম?" সৌদামিনী বামাকে বিশাখা বলিয়াই জানিত।

বামা প্রবোধ বাক্যে বলিল,—ওকিও দিদিঠাকরুণ! তুমি ত আর জলেও পড় নাই, আগুনেও পড় নাই।

সৌদামিনী অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"এ যে তা অপেক্ষাও অধিক!"

বা। "তোমার যে দেখি সকলই বিপরীত। তোমাকে ত হত্যা করিতে এখানে আনা হয় নাই; বরং যাহাতে সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পার, সেই জন্যেই এনেছি।"

সৌদামিনী এপর্য্যন্ত ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই,এক্ষণে বামার মুখে সুখ সচ্ছন্দের কথা শুনিয়া তাহার আরও সন্দেহ হইল। অনন্তর বিশুষ্কমুখে কাতর স্বরে বলিলেন,—বিশাখা! যথার্থ বল? সুখ সচ্ছন্দে থাকা কি?

আমার মনে ভরসা ছিল,—বিবাহের কথা পাড়িলেই সৌদামিনী আশ্বস্তা হইবে। এজন্যে সহাস্যে বলিল,—"দিদিঠাকরুণ! তোমার যে বিবাহ, শত জন্ম তপস্যা করিয়া লোকে যে ঘর বর পায় না, তুমি তাই পাবে। কেমন সোণার সংসার, আর বরটী যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তি-কের অলঙ্কার। আর হয় ত তুমি তাহাকে দেখিয়াও থাকিবে—হিরণ্য পুরের ভবানীপ্রসাদ মর্জুমদারের ভাগিনা।"

আকস্মিক বজ্রপাত সদৃশ বামার এই ভয়ঙ্কর কথা শ্রবণ করিয়া সৌদামিনার নাভিদেশ পর্য্যন্ত শুখাইয়া গেল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কান্দিয়া উঠিলেন, এবং বামার পদ প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—বিশাখা! আমার এ সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কি লাভ হইল?"

বামা সৌদামিনীকে ধরিয়া উঠাইয়া বলিল.—"ছি, দিদিঠাকরুণ! এতে আবার সর্ব্বনাশ কি হইল?"

সৌদামিনী সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "বিশাখা? আমায় রক্ষা কর! এ বিপদে তুমি একমাত্র সহায়! এ

ভয়ঙ্কর স্থানে তুমি একমাত্র বন্ধু। তোমাকে প্রচুর অর্থ দিব, আর যাহা চাও, তাহাও দিব আমায় উদ্ধার কর? এই বলিয়া বামার পদদ্বয় ধারণ করিলেন।

"বামা সক্রোধে সৌদামিনীর হস্ত ছাড়াইয়া বলিল,—তোমার একি স্বভাব? কোথায় বিবাহের কথায় লজ্জা সঙ্কোচ করিবে,আমোদ আহ্লাদ করিবে, না কচি খুকির মত ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া কান্দিতে বসিলে।"

সৌদামিনী নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—তুই পাপিষ্ঠা! তাহা না হইলে আমার এমন সর্ব্বনাশ করিবি কেন? এতদিনে তোর অতি ভক্তির পরিচয় পাইলাম। তুই মনে করিয়াছিস কলিকালে ধর্ম্ম নাই? পাপ পুণ্যের বিচার নাই? তোর পাপ অনন্ত—অনন্তকাল নরকে থাকিলেও তোর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

"আচ্ছা না হয় না হবে। তুমি স্বর্গ নরকের কর্ত্তা কি না?" এই বলিয়া বামা প্রস্থান করিল। সৌদামিনী তখন উর্দ্ধমুখে যুগ্মকরে সজল নয়নে ডাকিলেন,—দয়াময় প্রভো! অনাথের নাথ! নিরাশ্রয়ের এক মাত্র আশ্রয়! কোথায় তুমি? তোমার স্বহায়হীনা হতভাগিনী অবোধ বালিকাকে আজ রক্ষা কর। এই বলিয়া সৌদামিনী ক্ষিতিতলে বিলু-ণ্ঠিতা হইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

এদিকে বামার উপদেশানুসারে, হরমণি কতকগুলি উপাদেয় খাদ্য একখানি থালায় করিয়া কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,— সৌদামিনী ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতেছেন। হরমণি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইলেন, এবং স্বীয় অঞ্চল দ্বারা তদীয় অশ্রু-বারি মার্জ্জন করিয়া দিয়া বলিলেন,—"ছি মা! মঙ্গলের কার্য্যে কি অমঙ্গল করিতে আছে? আমার একটি মাত্র সন্তান; তুমি আদরের আদরিণী হইয়া থাকিবে। প্রথমে সকলেরই এরূপ হইয়া থাকে।"

সৌদামিনী কথা কহিলেন না।

হরমণি পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আহা! মার মুখ-খানি মলিন হইয়া গিয়াছে। মা! একটু জল খাইয়া সুস্থির হও।"

সৌদামিনী পূর্ব্ববৎ রহিলেন।

হরমণি খাদ্য দ্রব্য গুলি সৌদামিনীর সম্মুখে রাখিয়া পুনর্ব্বার অনু-রোধ করিলেন।

সৌদামিনী মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আমায় ক্ষমা করুন! আমার ক্ষুধা নাই।"

হরমণি ভাবিলেন, তা হতেও পারে? এই সময়ে হীরালাল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"মা! মামা তোমাকে ডাকিতেছে।"

এটী হীরালালের সম্পূর্ণ চাতুরী। সে এই ব্যপদেশে সৌদামিনীকে একবার দেখিয়া লইল। হীরালাল এবার নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কিয়দংশ ব্যয় করিয়া উত্তম বেশ ভুষা করিয়া আসিয়াছিল। সৌদামিনীর অলৌকিক রূপ রাশি দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

হরমণি হীরালালকে সমাগত দেখিয়া, তাহার পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড চপটাঘাত করিয়া বলিল,—

"হতভাগার আক্কেল দেখ। কোথায় শুভক্ষণে শুভ লগ্নে মুখ চন্দ্রমা দেখিতে হবে,—তা না, নাচতে নাচতে আগেই এসে দাঁড়াল।"

হরমণি সময়ে সময়ে এইরূপে হীরালালের অঙ্গসেবা করিতেন। অন্য সময় হইলে হীরালাল বাক্যব্যয়ও করিত না; কিন্তু সৌদামিনীর সম্মুখে এইরূপ অপমানিত হওয়ায়, তাহার মনে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইল। কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া দংশিতাধরে বলিল,—"তুমি এখন আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করিলে, আমার হাতে তোমার একখান না একখান হবেই হবে। আমি দেখিতেছি, তোমার কপালে শেষকালে অপমৃত্যু লিখা আছে। রাগে ধরিলে বাঘেধরে, তা জানত?—তাই বলি এখন হইতে নিজের মান সম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলিও।"

হরমণি মুখ খিচাইলেন।

হীরালালও মুখ খিচাইয়া বলিল,—"আর তুমি যদি ওরূপ করিবে তাহা হইলে উঁহাকে লইয়া আমি দেশান্তরী হইব। তুমি মনে করিয়াছ, উনি পাক করিয়া দিবেন, আর তুমি, পার উপর পা রাখিয়া ষোড়শোপচারে উদরের সেবা করিবে। হীরালাল বাঁচিয়া থাকিতে তা হইবে না।"

হীরালালের ভাবগতিক দেখিয়া হরমণি আর কথা কহিলেন না; ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

হীরালাল তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সৌদামিনীর রূপরাশি দেখিতে

লাগিলেন, এবং মনে মনে সত্যনারায়ণ ঠাকুরকে সোয়া পাঁচ সের দুগ্ধের ভোগ মানসা করিয়া গুণ গুণ স্বরে—

"তোমার অভাব কিসের যাদুমণী" বলিয়া গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

কুমন্ত্রণা।

বামা নিমাইচান্দের ভবনে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই হিরণ্যপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার এত তাড়াতাড়ি আসিবার একটি প্রধান কারণ ছিল। বামা হিরণ্যপুর পঁহুছিয়াই প্রথমতঃ হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। এদিগ ওদিগ অনুসন্ধানের পর হিরণ্ময়ীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি একখানি মলিন পরিধেয় বসনে আপাদ মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। নিকটে একটি পরিচারিকা উপবিষ্টা হইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে। বামা পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কি হইয়াছে?"

পরিচারিকা কোন উত্তর করিল না।

বামা পরিচারিকার হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণ করিয়া বলিল,—"তুই বাহিরে যা, কর্ত্তা আসিতেছেন।"

পরিচারিকা বাহিরে গেল।

বামা তখন হিরণ্ময়ীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তালবৃন্ত দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী জাগ্রতাবস্থাতেই ছিলেন। বামার আগমন জানিতে পারিয়া আস্তে আস্তে মুখের আচ্ছাদন দূর করিলেন।

বামা দেখিল হিরণ্ময়ী কান্দিতেছে।

বামা হিরণ্ময়ীর মনোদুঃখের কারণ বুঝিতে পারিল এবং যে উপায়ে

তাহার অধঃপতন সাধন করিবে তাহা গোপন করিয়া কৌশলে বলিল,—

"বৌ ঠাকরুণ! আর রাত্রিদিন কান্দিয়া কি করিবে? অদৃষ্টের ফল কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। তুমি যতই কেন ভাবনা; যতই কেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করনা, অদৃষ্টে যা লিখা আছে তা হবেই হবে। হিরণ্ময়ী কোনই উত্তর করিল না।

বামা পুনর্ব্বার বলিল,—"বৌ ঠাকরুণ! সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার, ভালমন্দ লইয়াই সংসার, সৎঅসৎ লইয়াই সংসার। এক সময়ে সুখও ভোগ করিতে হয়, এক সময়ে দুঃখও ভোগ করিতে হয়। অধিক কি বলিব,—আমাকে দিয়াই কেন দেখ না? এক কালে আমি কত সুখে সুখী ছিলাম, এখন পথের ভিখারিণী হইয়াছি। তা কি করিব? যেমন অদৃষ্ট তেমনি থাকিতে হয়।"

হিরণ্ময়ী অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বলিল,—"তা সত্য এককালে সুখ এককালে দুঃখ বিধাতার নিয়ম; কিন্তু চির জীবন দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। মৃত্যুই আমার এখন একমাত্র সুখের সোপান! বামা! আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে সাধ নাই; যে রূপেই হউক এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

বামা মনে মনে বলিল,—তোমার মৃত্যুতে আমার কোনই উপকার নাই; বরং জীবিত থাকিয়া আজীবন কলঙ্কের আগুনে যাহাতে পুড়িয়া মর তাহাই আমার ইচ্ছা। প্রকাশ্যে বলিল,—ছি! ছি! ছি! ওকি কথা বৌ ঠাকরুণ! অমন কথা মুখে আনিতে আছে? বাচিয়া থাকিলে একদিন না একদিন সুখী হইতে পারিবে। মরিলে কোনই উপকার নাই। আর তোমার এখন কি দুঃখ? মুখয্যাদের বিনোদিনীর কথাটা একবার মনে করিয়া দেখ দেখি? ভারত রাজার মত ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রের মত স্বামী, তথাপি তাঁর কত যন্ত্রণা হয়েছিল। তার সঙ্গে তুলনায় তোমার দুঃখ, দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। সে এখন কেমন সুখে আছে! সে বৎসর আমরা কাশী যাইয়া দেখিলাম, যিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি গরুড়ের ন্যায় তাঁর কাছে সর্ব্বদা গল বস্ত্র। সুখের সীমা নাই মুখখানি পর্য্যন্ত নিজ হাতে ধুইতে হয় না—যেন ইন্দ্রাণীর সোহাগ।" এই বলিয়া বামা ঈর্ষ্যাদৃষ্টিতে হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিল,—

"বামা! সে পথেও কণ্টক!"

বা। "আমি তোমাকে সে উপদেশ দিতেছি না। আমি বলিতেছি কি—যে, পাপ পুণ্যের ফল কেহই কোন দিন দেখে নাই। আর কলঙ্ক—তাত আগেই বলেছি। অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তা স্বয়ং বিধাতা এসেও খণ্ডন করিতে পারে না; তার সাক্ষী রায়দের মেজ বউ। এমন সতী সাবিত্রী পতিব্রতা হয়েও আর কলঙ্ক রটে উঠিল। মানুষের ত কথাই নাই, দেবতাদের দিয়াই কেন দেখনা,—সীতার মত সতী সাবিত্রীত ত্রিভুবনে আর কেহই ছিলনা, তবু লোকে তাঁকে কলঙ্কিনী করে তুলিল; আর মন্দোদরী, কুন্তী অসতী হইয়াও সতী হইয়া দাঁড়াইল। এসবও অদৃষ্টের লেখা। অদৃষ্টে মৃত্যু লেখা ছিল বলিয়াইত লোহার বাসরে ওরূপ সাবধানে থাকিয়াও নখিন্দর সর্প দংশন হইতে রক্ষা পাইল না।" বামার শাস্ত্র বোধ চমৎকার। তার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ওকথা একথা বলিয়া বামা গাত্রোত্থান করিল।

বামাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া হিরণ্ময়ী কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—বামা! আর একটু বস? আমার দুঃখে দুঃখিত হয়, জগতে এমন লোক আর কেহই নাই। তুই নিকটে থাকিলে, বা তোর নিকট দুঃখের কথা বলিলে, হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব হয়।

বামা মনে মনে বলিল কার্য্যসিদ্ধ না করিয়া আজ আর যাইব না। অনন্তর পুনরুপবেশন করিয়া হিরণ্ময়ীর অসংযমিত কেশ রাশিতে চিরুনী দিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল,—"বামা! মুখজ্যাদের বিনোদিনীর কথা কি বললি?"

বামা মনে মনে হাসিয়া বলিল,—তার কথা কি বলিব বৌ ঠাকরুণ! তার এখন ইন্দ্রানীর মত সম্পদ, নারায়ণীর মত সোহাগ। সে বৎসর তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমাকে রাখিবার জন্য কত অনুরোধ করিল—বলিল, আমার কাছে পরম সুখে থাকবি। তা আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল, আমি থাকিলাম না। থাকিব কেন? আমার কপালে যে অপার দুঃখ লিখা আছে। এখন মনে করিয়াছি, আর

এখানে যাইব না। তীর্থ স্থানেই পড়িয়া থাকিব। অন্নপূর্ণা অবশ্যই একমুষ্টি অন্ন দিবেন। বিশেষতঃ আসিবার সময় রজনী কান্তের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন এক্ষণে কাশীতে যাইতেছি। বোধ হয় সেই খানেই থাকিব; আর এদেশে আসিব না। এই কএকটি কথা বলিতেই তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তার পর কান্দিতে কান্দিতে বলিল, বামা! জন্মাবধি যিনি আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছেন, অসময়ে উপকার করিয়াছেন, আমি এমনি নরাধম যে তার মনে কষ্ট দিতেও সঙ্কোচ করি নাই। কি করিব? সামান্য কারণে আমি গৃহত্যাগী হই নাই। হিরণ্যপুরে যদি নিরাপদে থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে গৃহ ত্যাগ করিতাম না। অধিক কি বলিব; হিরণ্ময়ীর সঙ্গে তোমার অবশ্যই সাক্ষাত হইবে। তাঁহাকে বলিবে, তাঁহারা কাশী যাইবেন শুনিয়াছিলাম; যদি যান, আর আমার আচরণে,অসন্তুষ্ট যদি না হইয়া থাকেন—অথবা সে কথাতেই বা প্রয়োজন কি? তবে যেন অবশ্যই আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাত করেন। আসিবার সময় আমি তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারি নাই। আর একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সকল কথা বলিয়া ইহ জন্মের মত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহন করিব এই ইচ্ছা। কিন্তু সে ঘটনাও নিতান্ত অসম্ভব। তাহাদের আসিবার যখন নিশ্চয়তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই, তখন সে আশাও বৃথা।” এই বলিয়া বামা একদৃষ্টে হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন,—দেখিলেন হিরণ্ময়ী স্থির মনে তাহার সকল কথা শুনিতেছেন; তাহার চক্ষের জল ছল ছল করিতেছে।

বামা পুনর্ব্বার বলিল,—আমি তাঁহার কাশী যাওয়ার কথা শুনিয়া বলিলাম, আপনি দেশের লোক যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া যান, তবে আপনার অনুগ্রহে আমার কাশীবাস হয়। আমারও এদেশে থাকিতে আর ইচ্ছা নাই। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, তাহা হইলে বড়ই উত্তম হয়; তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস। আমি বলিলাম একবারে যখন দেশত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া দেশের সকলের নিকট বিদায় হইয়া আসি। আপনি কোথায় থাকিবেন আমাকে বলিয়া দিন; আমি পাঁচ সাত দিন মধ্যেই আপনার

নিকট উপস্থিত হইব। তিনি বলিলেন সম্প্রতি আমি বাঙ্গালী টোলায় থাকিব, সেই খানেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তাই আমি তোমাদের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে এলাম। এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কাটাইতে পারি।

বামার কথায় হিরণ্ময়ী কখনই অবিশ্বাস করিত না। বামা যাহা যাহা বলিল, হিরণ্ময়ীর তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল,—

"বামা! তুই কি আজই যাবি?"

বামা মনে মনে হাসিয়া বলিল,—ইচ্ছা ত তাই ছিল। কিন্তু এতকাল যাঁহার আশ্রয়ে থাকিলাম, এক্ষণে তাঁহার নিকট বিদায় না লইয়া, তাঁহাকে না বলিয়া কি রূপে যাই?

হিরণ্ময়ী বিশুষ্ক মুখে বলিলেন,—"তিনি কবে আসিবেন?"

বা। বোধ হয় দুই তিন দিন মধ্যেই আসিবেন। এই বলিয়া বামা গাত্রোত্থান করিল। হিরণ্ময়ী পুনর্ব্বার তাহাকে অনুরোধ করিয়া বসাইলেন।

বামা পুনরুপবেশন করিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হিরণ্ময়ীর সহিত অন্যান্য গল্প করিল, এবং কৌশলে তাহার মনের ভাব অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে আপন ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শূন্য গৃহে।

প্রধান কার্য্যকারকের উপর বাড়ীর সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া, হিরণ্ময়ী সমভিব্যাহারে অতি সত্বর নিমাইচান্দের অনুগামী হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র নবদ্বীপের কার্য্য সমাধা করিয়া ভবানীপ্রসাদ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন স্থান হইতে বাড়ী আসিলে, ভবানীপ্রসাদ আগে হিরণ্ময়ীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কোন

কার্য্যই করিতেন না ; তদনুসারে আজও বাড়ী আসিয়াই প্রথমতঃ অন্তঃপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, হিরণ্ময়ী বা দাস দাসী কেহই নাই। নাট্যাভিনয় সমাপ্তির পর নাট্যশালার ন্যায় সে বৃহৎপুরী অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ভবানীপ্রসাদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া রহিলেন, তথাপি কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। ভবানীপ্রসাদ তখন এক স্থানে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বিকৃত স্বরে ডাকিলেন, হিরণ্ময়ি ! হিরণ্ময়ি ! কেহই উত্তর করিল না। কেবল গম্ভীর নাদে, নির্জ্জন অন্তঃপুর মধ্যে তাহার বিকৃত কণ্ঠ স্বরের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন। মনে দুঃসহ ভাবনার উদয় হইল। একবার ভাবিলেন, বুঝি আমার গমনের পর, কোন প্রবল ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া হিরণ্ময়ী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। আবার ভাবিলেন,হয় ত আমার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত, অন্তঃপুরে দস্যু প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আবার মনে হইল আগমনের সংবাদ পাইয়া পরিহাস করণ মানসে, বোধ হয় কোন নিভৃত স্থানে লুকাইয়া আছে। ভবানীপ্রসাদ কম্পিত পদে বিশুষ্কমুখে এক এক করিয়া, অন্তঃপুরের সমুদায় স্থান অনুসন্ধান করিলেন ; দেখিলেন, সকল স্থানই মনুষ্য-বিরহিত, অন্ধকারময়। যখন কোন স্থানেই কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না, তখন তাহার স্নেহ-কাতর হৃদয়ে হিরণ্ময়ীর অনিষ্ট আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্বাটী আসিলেন। তথায় কয়েক জন চাকর একত্র হইয়া তাম্রকূট ধুমপান করিতেছিল, এবং শঙ্কিত হৃদয়ে, অন্যের অশ্রাব্য স্বরে, কি গল্প করিতেছিল। ভবানীপ্রসাদ কম্পিত স্বরে তাহার এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ বাড়ীর সকলে কোথায় গিয়াছে ?"

সে উত্তর করিল না ? হস্তস্থিত হুকাটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া অধোমুখে রহিল।

ভবানীপ্রসাদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তথাপি সে উত্তর করিল না।

ভৃত্যের ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে তাহার মনে দারুণ ক্রোধের উদয় হইল ; তখন পাদুকা দ্বারা সজোরে তাহার পৃষ্ঠদেশে দুমদাম করিয়া ক্রোধের পরিচয় দিয়া বলিল,—

"বল্, এরা সকলে কোথায়? নইলে এইখানেই তোর পঞ্চভুত উড়াইয়া দিব।"

ভৃত্য পৃষ্ঠে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে রোদন স্বরে বলিল,—আজ্ঞা আমাকে খুন করিয়া ফেলিলেও সে কথা আমি আপনার সমক্ষে বলিতে পারিব না।

ভবানীপ্রসাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবোধ বাক্যে ভৃত্যকে শান্তনা করিয়া বলিলেন,—"যে কোন দুর্ঘটনাই ঘটিয়া থাকুক না কেন? যথার্থ বল? এই আমি যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর তোকে কিছুই বলিব না।"

ভৃত্য সজল নয়নে অধোমুখে বলিল,—"আজ্ঞে—এ—এ—এ— তা—তা—আজ্ঞে।"

ভবানী প্রসাদের উৎকণ্ঠার পরিসীমা নাই। তিনি ভৃত্যের হস্ত ধারণ পুর্ব্বক কাতর বাক্যে বলিলেন,—"আমার যাতনার একশেষ হইতেছে তোর কোনই ভয় নাই, যা ঘটিয়াছে বল?"

ভৃত্য তখন নয়ন মার্জ্জন করিতে করিতে বলিল,—"আজ্ঞে, আজ দুই দিন হইল মা ঠাকরুণ নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। আমরা অনেক অনু-সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার সাক্ষাত পাই নাই তারপর আজ শুনিলাম রজনী ঠাকুরও—

ভবানী প্রসাদ কপালে করাঘাত করিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না। তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় দ্রব্যই অতিবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত অট্টালিকা, মন্দির, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষাদি যেন এক একবার তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে। ভবানী প্রসাদ চক্ষু নিমীলিত করিলেন; তাহাতেও বোধ হইল কে যেন তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া অতিবেগে শূন্যে ঘুরাইতেছে। ভবানী প্রসাদ তখন অপ-হৃত চেতনা হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। চাকরেরা শশব্যস্তে জল আনিয়া, তাহার বক্ষে, মস্তকে, মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা পুনরাগত হইল; তখন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন ভৃত্য তাহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভবানী-

প্রসাদ তাহার শয়ন মন্দিরের ছাতের উপরে উঠিয়া নীরবে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

কর্ত্তা হয় ত কলঙ্ক ভয়ে ছাতের উপর হইতে পতিত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিতে পারেন। ভৃত্য মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভবানীপ্রসাদ কতক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ভৃত্যের দিগে চাহিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"সময়ান্তরে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব, এক্ষণে বিদায় হইতে পারেন।"

ভবানীপ্রসাদের আকস্মিক মতিভ্রমের পরিচয় পাইয়া, ভৃত্য বিস্মিত ও ভীত হইয়া দাড়াইল।

ভবানীপ্রসাদ পুনর্ব্বার বলিলেন,—আপনি কি সুশীলা সনৎকুমারের কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছেন? আমি অকারণ সাধ্বীর অবমাননা করিয়াছি, প্রাণাধিক পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, বলুন এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

ভৃত্য হস্ত দ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, হা জগদীশ্বর! কি করিলে? এ যে উন্মাদ লক্ষণ।

ভবানীপ্রসাদ ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"একি? আপনি কান্দিতেছেন কেন? তবে কি তাঁহারা জীবিত নাই? সাধ্বি! পতিপ্রাণা সুশীলে! জীবন সর্ব্বস্ব সনৎকুমার! কোথায় তোমরা?" এই বলিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন।

ছাতের উপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভবানী প্রসাদ তখন আগ্রহের সহিত তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"এ কি এ? ঘোষ মহাশয়ের ব্রাহ্মণী যে? তবে কি মনে করে? ভাল আছেন ত? আপনি নাকি মন্থরা বেশে কিছু দিন দশরথের গৃহে বিশাখা বেশে অবিনাশ চন্দ্রের গৃহে আর পিশাচী বেশে আমার গৃহে বাস করিয়াছিলেন? এক্ষণে ভিখারিণীর বেশ কেন?'

বামা ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

ভৃত্য ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"দেখিতেছনা।—উন্মাদ লক্ষণ।

বামার হৃদয় আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের আশালতা ফলবতী হইল।

ভবানীপ্রসাদ বাম'র সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ।

বামা স্মিত মুখে বলিল,—"অধর্ম্মের ফল, সতীর অবমাননার ফল, আর সহায় হীনা কুল কামিনীর সতীত্ব অপহরণের ফল।

যে পাপিষ্ঠা সকল অনর্থের মুল, এই দেখ্ তার পাপের প্রতিফল। বজ্র-গম্ভীর নাদে এই কথা বলিয়া ভবানী প্রসাদ সজোরে বামার বক্ষ-স্থলে পদাঘাত করিলেন।

বামা যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার তিন চারি পদ পশ্চাতেই ছাতের শেষ। বামা অসতর্কতার সহিত দাড়াইয়াছিল, সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিলনা। পদাঘাতে তিন চারি পদ পশ্চাদপসৃত হওয়ায়, সেই অত্যুচ্চ ত্রিতল সৌধ শেখর হইতে নিপতিত হইল। এই হইতেই বামার জীবন নাটকের যবনিকা পতিত হইল।

ভবানী প্রসাদ তখন উচ্চ হাস্য করিতে করিতে সৌধ শেখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্ম বিসর্জ্জন।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হইয়াছে আজ কৃষ্ণাষ্টমী; অর্দ্ধ-মণ্ডল শশধর প্রাচীদিগ অবলম্বন করিয়া মন্দ মন্দ হাসিতেছে। নির্ম্মল চন্দ্রিকা, পবিত্র তোয়া জাহ্নবী জীবনে অঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া. সন্তরন দিতেছে। শান্তশলীলা ভাগীরথী হৃদয় ভিন্ন করিয়া, স্রোতের অভিমুখে একখানি অনতি বৃহৎ তরণি চলিয়া যাইতেছে। নৌকা-রোহীদিগের মধ্যে দুই জন ভিন্ন আর সকলেই সুষুপ্ত। এই দুই জনের মধ্যে একজন মাজী, আর একজন যুবতী স্ত্রীলোক উভয়েরই মনের ভাব বিভিন্ন। মাজী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া হাল ধরিয়া মনের সুখে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছে; যুবতী নৌকার

পুরভাগে, চন্দ্রিকা প্রদীপ্ত জাহ্নবীর স্থির জীবনের প্রতি লক্ষ করিয়া নীরবে বসিয়া আছে।

এই যুবতী আমাদের সেই হতভাগিনী সৌদামিনী। আজ সৌদামিনীর মনের ভাব অন্য প্রকার। মুখমণ্ডল স্থির গম্ভীর; চক্ষুর আর সে শান্ত জ্যোতী নাই—চক্ষু উজ্জ্বল, নির্নিমেষ, ঈষল্লোহিত, প্রভাতারুণ বৎ প্রভাবিশিষ্ট; গণ্ডস্থল অশ্রুরেখা বিহীন; সর্ব্ব শরীর স্থির, নিশ্চল যেন সুকৌশল গঠিত ধাতুমুর্ত্তী। হৃদয় কেবল অনন্ত চিন্তার অপ্রতিহত বেগে আন্দোলিত। চিন্তার ইয়ত্তা নাই, বিরাম নাই; শত সহস্র-উত্তাল-তরঙ্গের ন্যায় একবারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার তাহা শমিত না হইতে হইতেই, অপর কতকগুলি আসিয়া তদুপরি পড়িতেছে। আজ সৌদামিনীর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। সমস্ত বিশ্ব যেন নয়নোপরি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনোহর চন্দ্রমণ্ডল, সুধাময় চন্দ্র কিরণ, সর্ব্ব সুখময় মনুষ্য জীবন, স্বভাবের মনোহর চিত্র,তারকারাজীর প্রীতিকর নৃত্য, নৈশ বায়ুর সুখময় স্পর্শ, রজনীর গম্ভীর ভাব, আকাশের পবিত্র নীলিমা, ভাল লাগিতেছে না। একদিন এসমুদায় সুখময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; আজ যেন সমুদায়ই অপ্রীতিকর, বিরক্তি জনক, কর্কশ। আজ চন্দ্র মণ্ডলের সে মনোহারিত্ব নাই; আকাশের রমনীয়তা নাই, চন্দ্রিকার হৃদয় স্নিগ্ধকারী শীতলতা নাই; প্রকৃতির বৈচিত্র নাই; আজ সমীরণ বিষময়, জীবন অন্ধকার ময়, সংসার শ্মশান ময়, সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ রুক্ষ দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; আজ নক্ষত্র রাজী যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ভাগীরথীর শ্রুতি-মধুর-অব্যক্ত কল নিনাদ যেন কর্কষ স্বরে পরিণত হইয়াছে, সমগ্র বিশ্ব সংসার যেন মনুষ্য শূন্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সৌদামিনীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিল। একবার ভাবিলেন, জাহ্নবী ত অপ্রতিহত বেগে অবিরাম গতিতে মনের সুখে আপন ইচ্ছায় সাগর সঙ্গমে যাইতেছেন; আমি কেন তবে আপন ইপ্সিত স্থানে যাইতে পারিতেছি না? আমি বন্দি হইয়াছি। স্বাধীনতা হারাইয়াছি, পাপিষ্ঠা দুশ্চারিনী বিশাখা হইতেই ত আমার এদশা ঘটিয়াছে। মনুষ্য জীবন লইয়া পশু পক্ষীর ন্যায়

অন্যের ক্রীড়া সামগ্রী হইলাম!—আর পশু পক্ষীই বা কি? তাদের জীবনত স্বাধীন; তারাও ত ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিতে পারে স্বাধীনতাই মনুষ্য জীবনের সকল সুখের নিদান; চির জীবনের জন্য আমার সে সুখ বিনষ্ট হইল। অধর্ম্মের জয় হইল! পাপের গৌরব বৃদ্ধি হইল! তবে কি ধর্ম্ম নাই? একালে কি পাপ পুণ্যের বিচার নাই? হা ঈশ্বর! এই জন্যেই কি এবার আমায় পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে? এই হইতেই কি এজীবনের সকল সাধ ফুরাইল, সকল আশা নির্ম্মূল হইল; সকল সুখ অস্তমিত হইল? এই জাহ্নবী জীবনেই আজ সকল দুঃখ বিসর্জ্জন দিব, সকল চিন্তার শমতা করিব, সমুদায় অগ্নি নির্ব্বাণ করিব। ধর্ম্মের অনুরোধে আত্ম বিসর্জ্জন দিব, তাহাতে আর পাপ কি? সতীত্ব ধর্ম্মই স্ত্রীজাতীর পক্ষে সকল অপেক্ষা মূল্যবান, সংসার অপেক্ষা মূল্যবান, জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান। সেই অদ্বিতীয় অমূল্য ধনের অনুরোধে এ জীবন বিসর্জ্জন দিব—তাহাতে পাপ কি? ভাগীরথি! তুমি না পতিতপাবনী, ভগবান ভবানীপতি মৃত্যুঞ্জয়-জটা বিহারিণী! তোমার পবিত্র সৈকতে—তোমা হইতে শত যোজন অন্তরে মরিলে সদ্‌গতি হয়, তোমার জীবনে কি মরিলে অধোগতি হইবে? আমি ধর্ম্মের জন্য তোমার পবিত্র জীবনে প্রাণ ত্যাগ করিতেছি; ইহ জন্মে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই,—এ হতভাগিনীকে তোমার সেই অক্ষয় সুখাস্পদ, অনন্ত শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে স্থান দিও! মা! তুমি না তোমার হতভাগিনী কন্যাকে শৈশব কালে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ, কোথায় আছ—বল? আমি তোমার নিকট যাইয়া মনের সুখে মা বলিয়া ডাকিব! এ জন্মেত কখন তোমার স্নেহময়ী মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখি নাই, কখন মা বলিয়া ডাকি নাই—তাই মনের সাধে মা বলিয়া ডাকিব। দাদা! কোথায় তুমি? একবার আসিয়া দেখ—তোমার সোহাগের সামগ্রী জন্ম দুঃখিনী সৌদামিনী আজ জাহ্নবীর অতল জলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। সখী আনন্দময়ি! আজ হইতে তোমার জীবন সহচরীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ ঘুচিল। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুখ অক্ষয় হউক। পিতঃ! এ জীবনে ত কখন তোমাকে দেখি নাই; জন্মান্তরে যেন তোমার চরণ সেবা করিয়া সুখী হই।

সৌদামিনীর সকল চিন্তা বিদূরিত হইল। একটি মাত্র চিন্তায় তাহার

ক্ষুদ্র হৃদয় খানি অধিকার করিয়া লইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং আনন্দময়ীকে ভুলিলেন; আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন। দুই চক্ষে শতধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সৌদামিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে রোদন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—হৃদয় সহচর সনৎকুমার? কোথায় তুমি! আজ তোমার শৈশবসহচরী সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিল। দেখিলে না, আর ত দেখিতে পাইবে না। এই বিশাল ধরিত্রীর একটি ক্ষুদ্রতম বালুকা কণাতেও অভাগিনীর আর কোন নিদর্শন পাইবে না! তুমি কি হতভাগিণীকে একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? আমি ত এই আসন্ন সময়েও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, পবিত্র তোয়া জাহ্নবী গর্ভে প্রবেশ করিতেছি। জানিবার ত কোনই সম্ভাবনা নাই, যদি কোন রূপে জানিতে পার,—যে জাহ্নবী-জীবনে তোমার শৈশব সহচরী তাহার দগ্ধ জীবনের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শমতা করিয়াছে; তবে মনে করিও সৌদামিনী বলিয়া এ জগতে কেহ ছিল না। এই বলিয়া সৌদামিনী, সেই শুভ্রচন্দ্রা লোকে জাহ্নবী জীবনে লম্ফ প্রদান করিল। নৌকা কিনারা দিয়া যাইতেছিল, সৌদামিনীর সঙ্গে সঙ্গে তট হইতে আর কে যেন লম্ফ দিয়া জলমগ্ন হইল। নৌকারোহীরা সকলে জাগরিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। অন্যান্য বাহকেরা জাগরিত হইয়া সজোরে নৌকা বহন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু সৌদামিনীকে আর পাইল না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আসন্ন সময়।

অবিনাশচন্দ্র বাটী হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে সনৎকুমারের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে পাওয়া গেল না; অগত্যা হতাশ হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন, হয় ত এতদ্দিন মন্মোহন সনৎকুমারের অনুসন্ধান করিয়া তাহার

নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছে; অথবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সনৎকুমার আপনা হইতেই বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের আশা ত বিফল। এ জগতে কয় জনের কয়টী আশা ফলবতী হইয়া থাকে। অবিনাশচন্দ্র যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু বাড়ীতে আসিয়া আর যাহা শুনিলেন, তাহাতে দুঃখে ক্রোধে, তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, যে বিশাখা ছলনা পূর্ব্বক সৌদামিনীকে অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তাহার ধৈর্য্য একবারে লোপ হইল। বাটীতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন।

ভবানীপ্রসাদ ব্যতীত এ সংসারে আমার এমন শত্রু কে আছে? আর সে ভিন্ন এমন ভয়ানক পৈশাচিক কার্য্যে কে সাহসী হইবে? আর হয় ত সেই নর-পিশাচ নিমাইচান্দ হইতে পারে। বিশাখাও হয় ত তাহাদেরই প্রেরিতা হইতে পারে। অবিনাশচন্দ্র মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, প্রথমতঃ হিরণ্যপুর যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাহার মনে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল।

অবিনাশচন্দ্র একটি ভদ্র লোকের নিকট শুনিলেন,—গত রজনীতে ভবানীপ্রসাদের বাড়ীতে একটি হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে; সেই রাত্রি হইতে ভবানীপ্রসাদ মজুমদারও নিরুদ্দেশ হইয়াছে, এবং তাহার কনিষ্ঠা স্ত্রী হিরণ্ময়ী কূল ত্যাগিনী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অবিনাশচন্দ্র কৌতুহল পরবশ মনে তৎক্ষণাৎ ভবানীপ্রসাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—যথার্থই লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট,ইনস্পেক্টর, সব্-ইনস্পেক্টর, এবং হেড-কনষ্টেবল, চৌকীদার, এবং গ্রামস্থ অপর সাধারণ কতকগুলি লোক, একটি স্ত্রীলোককে মণ্ডলাকারে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবিনাশচন্দ্র কৌতুহলাক্রান্ত মনে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আর যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, মণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী স্ত্রীলোক তাহার পরিচারিকা বিশাখা; কিন্তু এক্ষণে তাহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। তাহার

পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত অপনীত হইয়াছে। মস্তকের এক স্থান সাংঘাতিক রূপে আহত হওয়ায়, তথা হইতে প্রভূত রুধির শ্রুতি হইতেছে, শোণিতোৎসর্গে বাক্‌শক্তি প্রায় অবনীত হইয়া আসিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় মৃত্যুর অব্যবহিত কাল অবশিষ্ট আছে।

মুমূর্ষুর জবান-বন্দি সমাধা হইলে অবিনাশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটী সম্বন্ধে, এই সময়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রের পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল; এক্ষণে হটাৎ তাহাকে সমাগত দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বক্তব্য?"

অ। "অনধিক দেড় মাস হইল,এই স্ত্রীলোকটী পরিচারিকা বেশে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিলাম; আমার অনুপস্থিতি সময়ে গত চতুর্থ দিবস, আমার অবিবাহিতা ভগ্নীকে অপহরন করিয়া পলায়ন করে; সেই সম্বন্ধে ইহার নামে আমি অভিযোগ করিতেছি।"

শুনিয়া দ্রষ্ট্রী বর্গ চমৎকৃত হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট মুমূর্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহাকে চিন?"

মুমূর্ষু সম্মতি সূচক মাথা নাড়িল।

ম্যা। "ইনি কে?"

মুমূর্ষু অনেকক্ষণ পরে ক্লিষ্ট স্বরে বলিল,—কালীনগরের অবিনাশচন্দ্র রায়।

ম্যা। "ইনি যা বলিতেছেন, তা সমুদায় সত্য?"

মুমূর্ষু পূর্ব্ববৎ বলিল,—"কি বলিতেছেন?"

ম্যা। "তুমি ইহার গৃহে পরিচারিকা ছিলে?"

মুমূর্ষু পুনর্ব্বার সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

ম্যা। "ইহার ভগ্নীকে অপহরণ করিয়া পলাইলে কেন?"

মু। "ভবানী মজুমদার আর নিমাই ঘটক পরামর্শ করিয়া আমাকে একার্য্যে পাঠাইয়াছিল।"

অবিনাশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত যথার্থ হইল।

ম্যা। "কেন তুমি একার্য্যে স্বীকৃতা হইয়াছিলে?"

মু। “অর্থ লোভে—দুই শত টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলাম না।”

ম্যা। “তাহাকে অপহরণ করিবার তাৎপর্য্য কি?”

মু। “ভবানীপ্রসাদের ভাগিনা হীরালালের বিবাহ হয় না, তাই ইহার সঙ্গে বিবাহ দিবে বলিয়া—

ম্যা। সে এখন কোথায় আছে?”

মু। কাল রাত্রে তাহারা কাশী গিয়াছে। সেই খানে গোপনে বি—বা—হ—তাহার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

অবিনাশচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। “মহাশয়! আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখন আপনি সম্পাদন করুন; আমার আর তিলার্দ্ধ বিলম্বের সময় নাই।” এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কাশী যাত্রা করিলেন।

এদিকে বামাও ইহলোক হইতে বিদায় হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন লাস ফেলাইতে আদেশ দিয়া ভবানীপ্রসাদ ও নিমাইচান্দের নামে ওয়ারেণ্ট করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

মণিকর্ণিকা ঘাটের অনতিদূরে শুভ্রচন্দ্রলোকে জাহ্নবী জীবনে যখন সৌদামিনী আত্ম সমর্পণ করেন, তখন তীরস্থিত আর এক ব্যক্তি এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর ঘটনা অবলোকন করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। সৌদামিনী জল মগ্ন হইতে না হইতেই, সন্তরণ পটু দ্বিতীয় ব্যক্তি সবেগে যাইয়া শীঘ্রহস্তে তাহার কেশা কর্ষণ করিলেন। জল মধ্যে গুরু পদার্থ আনায়াসে উত্থিত করা যায়, এই জন্য সে সৌদামিনীর চিকুর ধারণ পূর্ব্বক সহজেই গ্রীবা পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন; পরে কেশ ত্যাগ পূর্ব্বক এক হস্ত দ্বারা তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া অন্যহস্তের সাহায্যে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

জল মধ্যে একজনকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই উভয়ে জল মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। যাহারা পর দুঃখ কাতর, তাহারা নিজের সহস্র বিপদকেও তৃণজ্ঞান করে। সন্তরণ-কারী অস্খলিত সংকল্পের সহিত সৌদামিনীকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

সৌদামিনী যে স্থানে নিপতিত হইয়াছিলেন, সে স্থান হইতে তীর অধিক ব্যবধানে ছিলনা; কিয়ৎক্ষণ সন্তরণের পরেই সন্তরণ-কারীর চরণে প্রস্তরময় সোপানের সংঘাত হইল। তখন তিনি সৌদামিনীকে ধারণ করিয়া দেখিলেন, সৌদামিনীকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন; পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সৌদামিনীর কিছুমাত্র আত্ম বোধ নাই। তখন সেই অপহৃত চেতনাকে ক্রোড়ে করিয়া নিকটস্থ একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটী অনতি বৃহৎ গৃহ মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া একখানি তক্তাপোষের উপর শয়ন করাইলেন এবং কৌশলে তাহার আর্দ্র বস্ত্রখানি পরিত্যাগ করাইয়া, একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন। এবং নিজেও আর একখানি বস্ত্র পরিধান করিলেন। গৃহ কোনে একটি মৃণ্ময় প্রদীপ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছিল, তাহাতে তৈল সেক করিয়া সৌদামিনীর শিরোদেশে আনিয়া স্থাপন করিলেন। যখন দীপরশ্মি উজ্জ্বলতর হইয়া পীড়িতার মুখমণ্ডলে পতিত হইল, যখন সৌদামিনীর সর্ব্বাবয়বে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির নেত্রে সেই সর্ব্ব-সংসার-ললামভূতা জগদেক সুন্দরীর অলোক সামান্য মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন—সে মূর্ত্তি কল্পনার অতীত, জগতে অতুল শিরীষ প্রসূন বা ততোধিক কোমল মনোজ্ঞ পদার্থ-নিচয়-বিনির্ম্মিত; রক্ত মাংস, অস্থি, মজ্জার যেন কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তদ্দ্বারা বিনির্ম্মিত হইলে যেন তত কোমলতা, মধুরতা, প্রফুল্লতা থাকিতে পারিত না। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল; তখন তিনি চক্ষু মুছিয়া গৃহান্তর হইতে একটি লৌহ কটাহে করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক পীড়িতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতা হইল। গৃহস্বামী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি নবীন?"

নবীন বিনীত ভাবে বলিলেন,—"গত রাত্রের শেষ ভাগে, আমি ভাগিরথী পুলিনে বিচরণ করিতেছিলাম। হটাৎ ইহাকে একখানি নৌকা হইতে জলে পতিত হইতে দেখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পতিত হইলাম। ইনি জলমগ্ন হইতে না হইতেই শীঘ্র হস্ত করিয়া তীরে আসিলাম; তার পর এখানে আনয়ন করিয়াছি। যে নৌকা হইতে ইনি পতিত হইয়াছিলেন, সে নৌকারোহীরা অল্পক্ষণ ইতঃস্তত অনুসন্ধান করিয়া, তাড়াতাড়ি নৌকা বহন করিয়া চলিয়া গেল।

গৃহস্বামী কিছু বিস্মিত হইলেন; বলিলেন,—বোধ হয় নৌকারোহীদের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ না থাকিতে পারে।

ন। সম্ভব।

গৃ-স্বা। শুশ্রূষা করিলে বোধ হয় কোন অনিষ্ট না ঘটাই সম্ভব।

ন। নিশ্চয় রক্ষা হইবে। যে জল উদরস্থ হইয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করাইয়াছি; এ পর্য্যন্ত চেতনার সঞ্চার হয় নাই—বোধ হয় সত্বরেই হইবে।

গৃহস্বামী সহাস্যে বলিলেন,—এ জগতে তুমিই ধন্য, তুমিই সাধু, মনুষ্য মধ্যে তুমিই মনুষ্য। পরোপকার সম্ভূত বিমলানন্দের তুমিই একমাত্র অধিকারী। সকলেই যদি তোমার মত হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

নবীন অবনত মুখে রহিলেন।

গৃহস্বামী পুনর্ব্বার বলিলেন,—ইহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি কোন সদ্বংশ সম্ভূতা।

নবীনচন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন,—কোন সদ্বংশের যে অলঙ্কার তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহার যেন কোন বিষয়ের অপ্রতুল হয় না। ইহার পরিচর্য্যার্থ আমার পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া গৃহস্বামী প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সফল মনোরথ।

এই গৃহস্বামী এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। নবীনচন্দ্র একজন পরিব্রাজক; একমাস অতীত হইল ইনি কাশীতে প্রবেশ করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, এই গৃহস্বামীর সহিত ইহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অল্পক্ষণ আলাপের পরই গৃহস্বামী নবীনচন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া অনুরোধ করিয়া ইহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া আইসেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার বাড়ীতে নাম মাত্র থাকিতেন। দিবা রাত্রের অধিক সময়েই তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আহারের সময় অতীত হইলে আসিয়া আহার করিতেন; আবার হয় ত দুই এক দিন আসিতেনও না। সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত বিষয় ভোগ নিস্পৃহ জীতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের ন্যায় কখন নদী সৈকতে, কখন বিস্তীর্ণ কান্তারে, কখন পর্ব্বতপ্রস্থে একাকী বসিয়া থাকিতেন। গৃহস্বামী এবং তাঁহার স্ত্রী নবীনচন্দ্রকে মহাপুরুষ জ্ঞানে পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা নবীনচন্দ্রের আর কোনই পরিচয় পান নাই।

গৃহস্বামী নবীনচন্দ্রের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে পর সৌদামিনীর চেতনা সঞ্চার হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই প্রথমে শিরোদেশে নবীনচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। এক দিন ভ্রাতৃগৃহে সৌদামিনী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, হটাৎ আজ সে কথা তাহার মনে পড়িল। স্বপ্ন দৃষ্ট মহাপুরুষের সহিত উপবিষ্ট ব্যক্তির সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া তাহার মনে দারুণ বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষকে কোথায় যেন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইয়াছিল; উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্রই চিনিলেন। দুই চক্ষে শতধারে অশ্রু বিগলিত হইল; রবিকিরণ স্পৃষ্ট তুষার রাশির ন্যায় তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। বাষ্প বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কি দোষে অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হইয়াছ ?" এইমাত্র বলিতেই কণ্ঠ রোধ হইল।

পাঠক! এতক্ষণে বোধ হয় নবীনচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন। ইনিই আমাদের সেই সনৎকুমার! যথার্থ নাম গোপন করিয়া নবীনচন্দ্র নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

সৌদামিনী যাহা বলিলেন, তাহাতে সনৎকুমারের হৃদয় ভেদ হইয়া গেল। অন্ধকার গৃহে দীপরশ্মি পতিত হইল; অমানিশায় সৌদামিনী হাসিল।

"কি দোষে অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরী হইয়াছ ?"

সনৎকুমারের হৃৎপিণ্ডের গহ্বরে গহ্বরে এই হৃদয়ভেদ-কারী বাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি নির্ব্বোধ! কি মুর্খ! তাহা না হইলে সৌদামিনী যে, আমার প্রতি যথার্থ অনুরাগিণী, তাহা আমার পশু বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল না কেন? অনায়াসে লভ্য স্বর্ণ প্রতিমা আমি ইচ্ছা করিয়া অতল জলে নিমগ্ন করিয়াছিলাম।

সনৎকুমার সৌদামিনীর বাহু যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন,—"সৌদামিনী! আমি নিষ্ঠুর, নরাধম, পশু—তোমার চরণ স্পর্শের অযোগ্য; কেবল আমা হইতেই বোধ হয় তোমার এই অভাবনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—আমায় ক্ষমা কর ?"

সৌদামিনী কি বলিলেন, তিনি কেবল রুদ্ধ কণ্ঠে বিস্ফারিত লোচনে সনৎকুমারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নাশারন্ধ্র মুহুর্মুহুঃ সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইতে লাগিল; কপোলদেশ বিধৌত করিয়া বাস্পবারির স্রোত বহিল।

সনৎকুমার অতৃপ্ত লোচনে ভুবনমোহিনীর অতুল মুখচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন। সৌদামিনীর প্রতি নিশ্বাসে,প্রত্যেক অশ্রু বিন্দুতে তাঁহার হৃদয় ভেদ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ গত হইল; সৌদামিনী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন।

সনৎকুমার অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিয়া বলিলেন,—সৌদা! বসিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই—শয়ন কর।

সৌদামিনী ব্রীড়া সঙ্কুচিত লোচনে সনৎকুমারের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—আমার এখন আর কোন অসুখ নাই।

গৃহমধ্যে অপর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিল; উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই গৃহস্বামী অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আর অবিনাশচন্দ্র রায়।

সনৎকুমার সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবিনাশচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"অকৃতজ্ঞ নরাধমের অপরাধ ক্ষমা করুন।"

অবিনাশচন্দ্র তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া বলিলেন,—"ছি ভাই! তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ?"

সৌদামিনী অবিনাশচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, তাহার বক্ষস্থলে মস্তক রক্ষা করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ভগ্নী বৎসল অবিনাশচন্দ্র তাহার অশ্রু বারি মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিলেন।

অভয়চন্দ্র সৌদামিনীর আত্ম সমর্পণ এবং সনৎকুমার দ্বারা তদীয় উদ্ধার সাধন প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত অবিনাশচন্দ্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। অবিনাশচন্দ্র মনে মনে সনৎকুমারকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সৌদামিনী এবং সনৎকুমার অভয়চন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সনৎকুমার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভয়চন্দ্রকে বলিলেন,—"অবোধ বালক জ্ঞানে আমায় ক্ষমা করুন! আমি প্রতারণা পূর্ব্বক আপনার নিকট আত্ম পরিচয় গোপন করিয়াছিলাম।"

অভয়চন্দ্র স্মিতমুখে বলিলেন,—সনৎকুমার! তোমায় ক্ষমা করিব কি? এ সংসারে তুমিই ধন্য! ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, এই মাত্র প্রার্থনা।

ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে,আনন্দময়ীর পিতা একমাত্র কন্যাকে বিবাহ দিয়া সস্ত্রীক কাশীবাস আশ্রয় করেন। এই অভয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আনন্দময়ীর পিতা, অবিনাশচন্দ্রের শ্বশুর।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

নৌকা পথে।

শ্বশুর এবং শাশুড়ীর অনুরোধে অবিনাশচন্দ্র কয়েক দিন বারাণসীতে অবস্থিতি করিয়া, সনৎকুমার এবং সৌদামিনীর সহিত নৌকা-পথে বাড়ী যাত্রা করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই সনৎকুমার এবং সৌদামিনীর প্রাপ্ত সংবাদ আনন্দময়ীকে লিখিয়াছিলেন।

দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে, একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে সনৎকুমার এবং অবিনাশচন্দ্র নৌকার বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছেন; সৌদামিনী তাহাদের পশ্চাৎ স্থিত কপাটের অন্তরালে বসিয়া মনের সুখে গল্প শুনিতেছেন। আজ আকাশ মণ্ডল সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত নয়। অস্তাদ্রি—গমনোন্মুখ দিনমণীর অপ্রখর কিরণ-মালা-রঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা স্থানে স্থানে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু তাহাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। নৌকা জাহ্নবী হৃদয় ভিন্ন করিয়া, অনুকূল বায়ু-প্রবাহে, পাইল উড়াইয়া দিয়া সবেগে চলিয়া যাইতেছে। প্রদোষ-বায়ু-বিতাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। আরক্ত-মণ্ডল দিনকরের মনোহর চিত্র ভাগীরথী জীবনে শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বিকম্পিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে প্রদোষ সময় অতীত হইল। বায়ু প্রবাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইতে লাগিল; তরঙ্গকুল একে একে জাহ্নবী বক্ষে লুকায়িতে লাগিল। পশ্চিমাকাশে ধূম্রবর্ণের এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। এ সময়ে পশ্চিম মেঘে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা অধিক; এই জন্যে বাহকেরা নৌকা বহনে ক্ষান্ত দিয়া নৌকা কিনারায় লাগাইল। ক্ষুদ্র মেঘ ক্রমেই বর্দ্ধিতায়ন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিকেই মেঘের সঞ্চার হইয়া উঠিল; দিঙ্মুখ অন্ধকার করিয়া ধূম্রবর্ণের জলদ জাল, ধুনিত কার্পাসের ন্যায় চতুর্দ্দিগে উড়িতে লাগিল; ভাগীরথী হৃদয় কম্পিত করিয়া উত্তাল-তরঙ্গ-মালা, মদোদ্ধত মাতঙ্গ শ্রেণীর ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। তীব্র জ্যোতিঃ সৌদামিনী নভ স্থল আলোকিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ চমকিতে

লাগিল। মধ্যে মধ্যে ভীমনাদে অশনি সম্পাত হইতে লাগিল। মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাঢ় অন্ধকারে বিশ্বসংসার সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। কিছুই শুনা যায় না, কিছুই দেখা যায় না, কেবল সকরকা বৃষ্টিধারার পতন শব্দ, বায়ুর হুহুঙ্কার, ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন, আর অদূরে আরণ্য তরু সমূহের পতন শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতি গোচর হয় না। অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া সশঙ্ক চিত্তে নৌকামধ্যে বসিয়া ঝড় বৃষ্টির বিরাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষ্টি ধারায় নৌকা জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহকেরা বৃষ্টি সিক্ত হইয়া, কম্পিত কলেবরে জল ফেলিতে লাগিল। এমতাবস্থায় নৌকায় বসিয়া থাকিলে, নৌকা জল মগ্ন হইয়া প্রাণ নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; কিন্তু নৌকা হইতে নামিলে সে সম্ভাবনা আরও অধিক। কারণ একে নিবিড় অন্ধকার, তাহাতে আবার তাহাদের নৌকা যে স্থানে আবদ্ধ ছিল, তথা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে কোন আশ্রয় স্থান ছিল না; সুতরাং তাহারা নৌকাতেই বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ঝড় বৃষ্টি নিবারণ হইল; তখন অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন। এমন সময়ে সেই ভয়ঙ্কর নির্জ্জন প্রদেশে উভয়ে সবিস্ময়ে যেন কাহার আর্ত্তস্বর শুনিতে পাইলেন। স্বর মনুষ্য-কণ্ঠ-বিনিসৃত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু অস্পষ্ট এবং দূরাগত। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উভয়েই নীরবে নৌকার বাহিরে দাড়াইয়া একদৃষ্টে সেই তমসাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমির দিগে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল ক্ষণ প্রভার ক্ষীণালোক, সেই নিবিড় অন্ধকার রাশি মধ্যে পতিত হওরায়, অদূরে যে নানা প্রকার অবাস্তবিক আকৃতি প্রকাশ পাইতেছিল, উভয়ে তাহাই দেখিতেছিলেন।

প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যতেও সনৎকুমারের মনে কিছুমাত্র ভীতি চিহ্ন নাই। হৃদয় পুলোকিত, সাহসে উৎফুল্ল। মনে মনে জগতে বৈচিত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন; আর অন্ধকার ভেদ করিয়া এক এক বার সেই গাঢ় তমসাচ্ছন্ন সৈকত ভূমির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ গত হইল, আবার সেই যাতনা-ক্লিষ্ট করুণ স্বর।

সনৎকুমার নৌকা মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র ল্যান্‌টাণ বাহির করিয়া অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশচন্দ্রও নামিলেন।

যে স্থানে তাহাদের নৌকা আবদ্ধ ছিল, তাহার উপরেই বিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমি। স্থানে স্থানে অসংখ্য অঙ্গারখণ্ড পতিত রহিয়াছে; কোথাও তীক্ষ্ণাগ্র অপক্ক বংশখণ্ড, তাহার কোনটা বা জলমধ্যে অল্প প্রোথিত; দুই চারি খান পচা মাদুর; স্থানে স্থানে ছিন্ন রজ্জু; কোথাও বংশ বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খাটের ভগ্নাবশেষ; কোন স্থানে জটিল ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড; কোথাও বা বিচ্ছিন্ন উপাধান—তন্মধ্যস্থ তূলারাশি বায়ু বিতাড়িত হইয়া শ্মশান ময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; জলের ধারে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি অঙ্গার পূর্ণ চুলি, কোনটাতে বা তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র নাই; কোন স্থানে সছিদ্র অছিদ্র মৃৎকলস, তাহার কোনটায় নৈশ-সমীরণ প্রবেশ করিয়া ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছে; কোথাও অদগ্ধ অর্দ্ধ দগ্ধ চিতাকাষ্ঠ পতিত রহিয়াছে; অনেক স্থানই পঞ্জর, নরকপাল, ককণি, কংশেরুকা এবং কেশাদিতে পরিপূর্ণ।

অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার দীপহস্তে সতর্কপদে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে জলের ধারে উভয়েই দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি কি যেন পতিত রহিয়াছে। দূরতা প্রযুক্ত সুস্পষ্ট দেখা গেল না। কৌতূহল পরবশ মনে উভয়ে সেই দিগে চলিলেন; নিকটস্থ হইয়া দেখেন, এক স্থানে কয়েকটি নরদেহ পতিত রহিয়াছে। তাহার কোনটা অর্দ্ধভক্ষিত কোনটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্থানে স্থানে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; কোনটার বা গলিত মাংস জলহিল্লোলে অস্থি চ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, আর আমিষ-লোলুপ জলজন্তুগণ তাহা লইয়া টানাটানি করিতেছে; কোনটা বা দশন পংক্তি বাহির করিয়া স্থির চক্ষে চাহিয়া আছে; কাহার কর্পরাস্থির বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের কিয়দংশ বাহির হইয়া রহিয়াছে, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকৃত আছে; কেহ কেবল কঙ্কালময় হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাংসরাশি আমীষ-লোলুপ পশু পক্ষীগণ উদরসাৎ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই শবরাশির মধ্যে একটিমাত্র নরদেহ, অবিকৃতাবস্থায় একটি গলিত শবোপরি পতিত

রহিয়াছে ; তাহার জীবন প্রদীপ এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। শ্বাসক্রিয়া এখনও ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হইতেছে—যাহা হইতেছে, তাহাও অতিশয় কৃচ্ছসাধ্য, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে তাহাও অনুমিত হয় না। অবস্থা অতীব শোচনীয়। পরিধেয় বস্ত্রখানি অতিশয় জটিল ; এবং শতধা বিচ্ছিন্ন, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট। তাহাও আবার এরূপ সঙ্কীর্ণায়ত, যে তদ্দ্বারা সমুদায় শরীর আবৃত হয় নাই। সেই অনাবৃত শরীরের স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ গভীর দুর্গন্ধময় ক্ষত ; তাহার কোনটা হইতে সরক্ত ক্লেদ নির্গত হইতেছে। মস্তকের স্থানে স্থানে চুল উঠিয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও নিতান্ত রুক্ষ ! কদাচিত জটাযুক্ত। ক্ষুৎপিপাসায় উদরের চর্ম্ম পৃষ্ঠবংশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। কশেরুকা, পঞ্জর এবং চিবুকাস্থি সমুদায় বহির্গত ; চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট এবং অস্বাভাবিক তেজঃবিশিষ্ট। হস্তপদ অতিশয় ক্ষীণ ; বক্ষস্থল এবং ললাট ব্যতীত সমুদায় শরীর তুষার শীতল। দেখিলে বোধ হয় মৃত্যুর অব্যবহিত কাল অবশিষ্ট আছে।

পীড়িতার অবস্থা দেখিয়া অবিনাশচন্দ্রের চক্ষু সজল হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,যাহার স্থায়িত্ব মুহূর্ত্তকালের উপর নির্ভর করে না,যাহার অবস্থান রবিকর-স্পৃষ্ট কুহাসা অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়ী, তাহা লইয়া এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, এতদম্ভ। এই অমূল্য নরদেহ আজ এই শ্মশান মৃত্তিকা হইতেও মূল্যহীন হইয়াছে, অসার হইয়াছে। হয় ত ইহাতেও একদিন সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, সুখের কিরণ পড়িয়াছিল,সন্তোসপদ্ম ফুটিয়াছিল ; কিন্তু আজ তাহা কোথায় ? ইহারও এক দিন শোভা ছিল, সৌন্দর্য্যতা ছিল, রমণীয়তা ছিল, কাল চক্রের নিদারুণ আবর্ত্তনে সে সমুদায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ হৃদয়েও একদিন স্নেহ ছিল, লোকানুরাগ প্রিয়তা ছিল,কিন্তু আজ সে সমুদায়ের চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। হয় ত এদেহেও এক দিন আহ্লাদর ছিল, অভিমান ছিল, অহঙ্কার ছিল, উচ্চাভিলাস ছিল, পরপীড়ন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ সে সমুদায় কোথায় ? কাল প্রবাহে সমুদায় ভাসিয়া গিয়াছে; কেবল অসার জড় পদার্থের ন্যায় এখন সেই দেহ মাত্র পতিত রহিয়াছে। আবার আজ যাহা দেখা যাইতেছে, কাল তাহাও থাকিবে না। এই বিশাল ধরিত্রীর একটী ক্ষুদ্রতম বালুকা কণাতেও ইহার কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যাইবে না।

"অহন্য হনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং।"

এটী যে মহাবাক্য তার আর সন্দেহ নাই। একথা সকলেই জানে, সময়ে সময়ে সকলেই বলে, কিন্তু কেমন মোহকারিনী ঐশিশক্তি, কেহই মনে রাখিতে পারে না। যিনি পারেন—তিনি সাধু, মহাশয়, সর্ব্ব-লোক স্মরণীয়; এই জন্যেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির সাধু, মহাশয়, প্রাতঃস্মরণীয়।

অবিনাশচন্দ্র মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এদিগে সনৎকুমার প্রদীপ ধরিয়া কাল মেঘাচ্ছাদিত মুমুর্ষের মুখ প্রতি চাহিয়া-ছিলেন। সে সময়ে তাহার মনে কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল।

সনৎকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুমুর্ষুর মুখের দিগে চাহিয়া থাকিয়া, হস্ত ধরিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—নাড়ী অসম, ক্ষীণ, ক্ষণ-বিলুপ্ত। সনৎকুমার হস্তত্যাগ করিয়া নীরবে রহিলেন।

অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সনৎ! কি দেখিলে?"

সনৎকুমার অবিনাশচন্দ্রের কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সনৎ! বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে কি!"

সনৎকুমার বিস্মিতের ন্যায় অবিনাশচন্দ্রের দিগে চাহিলেন।

অবিনাশচন্দ্র কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; আর কিছু বলিলেন না।

সনৎকুমার অবিনাশচন্দ্রের দিগে চাহিয়া থাকিয়া, কিছুক্ষণ পরে বলি-লেন,—"মৃত্যু নিকট—কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ভাল হইত।"

অবিনাশচন্দ্র দেখিলেন, সনৎকুমারের চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠি-য়াছে। তিনি মনে মনে বলিলেন, সনৎকুমার! এ সংসারে তুমিই সাধু—তুমিই মহাশয় ব্যক্তি, প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"তায় ক্ষতি কি? আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

অনন্তর উভয়ে সাবধানে ধরাধরি করিয়া মুমুর্ষুকে নৌকায় উঠাই-লেন। এমন সময়ে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার সবিস্ময়ে দীপালোকে দেখিলেন, প্রশ্নিত ব্যক্তি কিঞ্চিত দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আকৃতি পিশাচের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

যখন অবিনাশচন্দ্র এবং সনৎকুমার মুমূর্ষুকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, তখন সে দূর হইতে বিকট চিৎকার করিয়া বলিল,—

"স্পর্শ করিও না? স্পর্শ করিও না? ফেলিয়া দাও? পাপীয়সীকে জলে ফেলিয়া দাও?" এই বলিয়া বেগে চলিয়া গেল।

এদিগে কয়জুল্যা মাজী এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাগান্ধ হইয়া বলিল,—"মশাই! এ কয়দিনের ভাড়াটা আমাকে নির্ব্বংশ করিয়া দিয়া, আপনারা নৌকা হইতে নামিয়া জান?"

অবিনাশচন্দ্র তাহার রাগের কারণ বুঝিতে পারিয়া মৃদুভাবে বলিলেন,—"নামিয়া যাইতে বলিতেছ কেন?"

কয়জুল্যা পূর্ব্ববৎ বলিল,—"কেন কি? আমি মরা বহিতে আসি-য়াছি না কি?"

অ। "এ মরে নাই, এখনও জীবিত আছে—এখনও বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে।"

কয়। "রেখে দেও মশাই তোমার সম্ভাবনা টম্ভাবনা! শ্মশান ঘাট হইতে আনিয়া, "এখনও সম্ভাবনা আছে।"

অ। "কয়জুল্যা! এ সেরূপ নয়। বোধ হয় ইহার আত্মীয় বন্ধুরা মৃত জ্ঞানে ইহাকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এখনও এ জীবিত আছে।"

কয়। "আচ্ছা, আছে! আছে! এখন নামিয়া যাও? তোমাদের জন্যে আর ভূতের হাতে মরিতে পারি না।"

অবিনাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"ভূত আবার কোথায় দেখিলে?"

কয়। "ঐ যে তোমাদের নিকট দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল—ওটা ভূত নয় ত কি? আমরা অনেক দিন ধরিয়া এ পথে গতা-য়াত করিতেছি আমরা উহাকে ভাল করিয়া জানি।"

অবিনাশচন্দ্র দেখিলেন, মহা বিভ্রাট! উহার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিলে, নিশ্চয়ই নামাইয়া দিবে। এস্থান নিতান্ত অপরিচিত, বিশেষতঃ নিকটে লোকালয় দেখা যাইতেছে না। এখন কৌশলে কার্য্যসিদ্ধ

করিতে না পারিলে আর উপায় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বাক্স হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া কয়জুল্যার হাতে দিয়া বলিলেন,—"ইহাকে মৃত বলিয়া ভীত হইয়াছ, বাস্তবিক এ মৃত নয়। তোমার বিশ্বাস না হয়, নিকটে আসিয়া দেখ। আর এই সম্বন্ধে তোমাদের পাঁচ জনকে এই পুরস্কার দিলাম, নিরাপদে বাড়ী পঁহুছিলে, তোমাকে স্বতন্ত্র আরও কিছু দিব।"

বলিতে হইবে না যে, অর্দ্ধেক টাকা কয়জুল্যা পকেটস্থ করিয়া, অপরার্দ্ধ কয়েক জনের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল।

কয়জুল্যা টাকা পাঁচটি হস্তগত করিয়া বিনীত ভাবে বলিল,—"বাবু! তামাক সাজিব কি?"

অবিনাশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

কয়জুল্যা তখন তামাক সাজিয়া কলিকাটি অবিনাশচন্দ্রের নিকট রাখিয়া, সেলাম করিয়া একটু সরিয়া বসিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায়শ্চিত্ত।

যে স্থানে তাহাদের নৌকা আবদ্ধ ছিল, তাহার প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধানে একটি সামান্য মত সহর ছিল; ন্যূনাধিক সকল দ্রব্যই সে স্থানে পাওয়া যাইত। প্রাতঃকালে সনৎকুমার তথায় গমন করিলেন। সহরে সামান্য মত একজন ঔষধবিক্রেতা ছিল; সনৎকুমার তথা হইতে আবশ্যকীয় কয়েকটি ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

সমস্ত দিন ঔষধ সেবনের পর, পীড়িতার অবস্থা কথঞ্চিত ভাল বলিয়া বোধ হইল। সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই সম্মুখে সনৎকুমারকে দেখিতে পাইল। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিগে চাহিয়া রহিল—বোধ হইল, সে যেন কোন বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ করিতেছে।

সনৎকুমার তাহাকে চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবিতেছেন?"

পীড়িতা ক্লিষ্টস্বরে বলিল,—“তুমি কে ?”

স। “আমার নাম সনৎকুমার।”

পীড়িতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল;—“তুমি দেবতা—মানুষ নও! মনুষ্য শরীরে এত দয়া থাকিতে পারে না। তোমার পিতার নাম কি ?”

স। “ভবানীপ্রসাদ মজুমদার।”

পীড়িতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল,—“আর একটি কথা।”

সনৎকুমার তাহার দিগে চাহিয়া রহিলেন।

পী। “তোমার বাড়ী কোথায় ?”

স। “কালী নগর”

পীড়িতা বিমনা হইয়া রহিল; অনেকক্ষণ পর পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—“পূর্ব্ব নিবাসও কি কলীনগর ?”

সনৎকুমার পীড়িতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন,—“পূর্ব্ব নিবাস হিরণ্যপুর।”

পীড়িতা আর কথা কহিল না; চক্ষু মুদিত করিল। তাহার মুদিত চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল।

সনৎকুমার আর একবার ঔষধ সেবন করাইয়া চারি পাঁচ ঝিনুক দুগ্ধ পান করাইলেন। পীড়িতা অনেকক্ষণ পর পুনর্ব্বার চক্ষুরুন্মীলন করিল।

অবিনাশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি কে ?”

পীড়িতা ক্ষীণ স্বরে বলিল,—“চণ্ডালিনী।”

কথা অবিনাশচন্দ্রের বিশ্বাস হইল না; তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে পীড়িতা আত্ম-তিরস্কার করিতেছে।

অবিনাশচন্দ্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার কে আছে!”

পী। “জানিনা—বোধ হয় এক জন থাকিতে পারেন।”

অ। “তিনি কে ?”

পী। “স্ত্রী জাতীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা।”

অবিনাশচন্দ্র বুঝিলেন, যে তাহার স্বামীর কথা বলিতেছে। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কোথায় ?”

পী। “জানি না।”

অ। "আর কে আছে ?"

পী। "পুত্র—গর্ভজাত নয়।"

অ। "তিনি কোথায় ?"

পীড়িতা সনৎকুমারের দিগে চাহিলেন।

অবিনাশচন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

পীড়িতা তখন কম্পিত হস্তে সনৎকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—আমি নিশ্চয় জানিতে পারিতেছি, এ ব্যাধির হস্ত হইতে আর রক্ষা পাইব না—বাঁচিবার ইচ্ছাও নাই; তখন আর আত্ম পরিচয়ে বাধা কি ? বাবা সনৎকুমার! আমার সকল দোষ বিস্মৃত হও, সকল অপরাধ ক্ষমা কর ? আমি সেই চণ্ডালিনী, পাপিষ্ঠা-হিরণ্ময়ী—তোমার বিমাতা।"

শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

সনৎকুমার যখন নদী সৈকতে হিরণ্ময়ীকে প্রথম দর্শন করেন, তখন তাহার বোধ হইয়াছিল, যে ইহাকে এক দিন কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায় যে দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িয়াছিল না। এখন সে সন্দেহ দূর হইল; কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া অশ্রু বারি বিগলিত হইল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"দয়াময়! একি বিড়ম্বনা! আর ত সহ্য হয় না, আমি কি এই জন্মেই এবার সংসারে আসিয়াছিলাম।" পর দুঃখ কাতর অবিনাশচন্দ্রের হৃদয় গলিয়া গেল। সৌদামিনী সনৎকুমারকে রোদন পরায়ণ দেখিয়া অন্তরের মধ্যে কান্দিলেন।

অবিনাশচন্দ্র সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন ?"

হিরণ্ময়ী সজল নয়নে বলিলেন,—আমি পাপিষ্ঠা! এত কষ্টে, এত যন্ত্রণাতেও আমার দুঃখ কিছুমাত্র নাই। যে কুল ত্যাগিনী, তাহার পক্ষে এ প্রায়শ্চিত্ত সামান্য। অধিক কি বলিব—কুল ত্যাগিনী হইয়াও স্বামী সন্দর্শনে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ইচ্ছা হইলে কি হইবে ? কে আমায় লইয়া যাইবে ? আমি ক্রমে পীড়াগ্রস্ত হইলাম। সহসা সমুদায় শরীরে বৃহৎ বৃহৎ ক্ষত প্রকাশ পাইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলাম, ইহার পর আর উত্থানশক্তি থাকিবে না। যদি স্বামী জীবিত থাকেন, তবে এই সময়ে যাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

আমার পক্ষে তিনি দয়ারসাগর, অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ; না করেন— তাহার চরণেই আত্ম সমর্পণ করিব। এই আশা অবলম্বন করিয়া স্বামী ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল, ভাবিলাম ইহা দ্বারা একখানি নৌকা করিয়া যাইব। দুই দিন আসিতেই পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ; চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া গেল ! ক্রমাগত দুই দিন অনাহার, শরীর নিতান্ত অধীর হইল ; এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে কে যেন আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। মনুষ্য জ্ঞানে কাতর বাক্যে বলিলাম,—আপনি যিনিই হন, আমায় রক্ষা করুন ! আমার উঠিবার শক্তি নাই ; আমার নিকট কিছু অর্থ আছে, ইহা দ্বারা আমাকে একখানি নৌকা করিয়া দিন !

সে বলিল,—"কোথায় অর্থ ?"

আমার নিকটে যাহা ছিল, আগ্রহের সহিত তাহা তাহার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

সে অর্থ গুলি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া নদীর দিগে লইয়া চলিল। ক্রমে জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া, আমার পৃষ্ঠে পদাঘাত পূর্ব্বক জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পাগলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। একে ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণা, তাহাতে দুই দিন সম্পূর্ণ অনাহার ; আমি হতচেতনা হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তার পর যখন আমায় নৌকায় উঠাও, স্বরে বোধ হইল সে সময়ে সে আবার আসিয়াছিল।

এই কথা গুলি বলিতে তাহার যাতনার একশেষ হইল। শ্রমাতিশয্যে ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, মুহুর্মুহু হৃদ্বেপন হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী চক্ষু মুদিত করিলেন। সনৎকুমার আর একবার ঔষধ সেবন কারাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

হিরণ্ময়ীর জীবনী শক্তি ক্রমেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল ; হৃৎস্পন্দনের বেগ ক্রমেই মন্দীভূত হইতেছিল। সনৎকুমার দেখিলেন আর অধিক সময় অবশিষ্ট নাই। হিরণ্ময়ীর প্রকোষ্ঠ তাহার হস্ত মধ্যেই ছিল, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন আর অনুভূত হইল না। হিরণ্ময়ীর মুদিত চক্ষু আর উন্মীলিত হইল না।

সনৎকুমার তখন শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে হিরণ্ময়ীর মৃত দেহ জাহ্নবীর পূত সলিলে নিক্ষেপ করিয়া নৌকারোহন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সফল স্বপ্ন।

সনৎকুমারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইয়াছে। সনৎকুমার, অবিনাশচন্দ্র আনন্দময়ী এবং সৌদামিনীর সহিত হিরণ্যপুর তাহার পৈত্রিক বাটীতে একত্রে বাস করিতেছেন। সনৎকুমার তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির এখন একমাত্র অধিকারী। আনন্দময়ী গৃহের কত্রী স্বরূপিনী। সনৎকুমার বিষয় কার্য্য নিজে কিছুই দেখেন না, সমুদায় ভার অবিনাশ-চন্দ্রের উপর।

একদা রজনী-মুখে শয়নকক্ষের বারাণ্ডায় বসিয়া সনৎকুমার তন্নিম্নস্থ উদ্যানের প্রতি চাহিয়া আছেন। অবিনাশচন্দ্র, সনৎকুমার এবং সৌদা-মিনীর বিলাসোপযোগী করিয়া উদ্যানটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উদ্যান মধ্যে একটি দ্বিতল প্রমোদ গৃহ; নানা প্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্প বৃক্ষ এবং একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ; একটি পয়ঃপ্রণালী দ্বারা দূরস্থ দীর্ঘি-কার সহিত তাহার সংযোজন; পয়ঃপ্রণালী মৃত্তিকার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রমোদ গৃহের ভিত্তিতে সনৎকুমার এবং সৌদামিনীর বৃহদাকার দুই খানি অএলপেণ্টিং প্রতিমূর্ত্তি, তাহার এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র, অপর একটি তাপমান যন্ত্র, সৌধোপরি একটি বায়ুমান যন্ত্র। গৃহতল বেতস-বিনির্ম্মিত সুচিকন মাদুরে আচ্ছাদিত; তদুপরি সুসজ্জিত একখানি পালঙ্ক; আর কয়েকখানি চেয়ার, বস্ত্র-মণ্ডিত অনতিবৃহৎ একখানি টেবিলের চতুর্দ্দিগে সংস্থাপিত। টেবিলের উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ কয়েক খানি পুস্তক।

সনৎকুমার সৌদামিনীর সহিত অধিক সময়েই এই গৃহে অবস্থিতি করেন। আজ তিনি একাকী বারাণ্ডায় বসিয়া উদ্যানের দিগে চাহিয়া আছেন। হটাৎ তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বারাণসী হইতে

সৌদামিনীএবংঅবিনাশচন্দ্রের সহিত প্রত্যাগমন সময়ে,একদা ভাগীরথীর শ্মশান ভূমিতে, দীপালোকে তিনি যে মূর্ত্তি একবার দেখিতে পাইয়াছিলেন, আজ উদ্যান মধ্যে হটাৎ সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সৌধোপরি হইতে উদ্যান মধ্যে নামিবার জন্য একটি কাষ্টময় সোপান ছিল, সনৎকুমার সাহসে ভর করিয়া তদ্দ্বারা উদ্যান মধ্যে অবতরণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিলেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ বিচরণের পর, উদ্যান মধ্যস্থ সৌধের বিস্তৃত সোপানোপরি যাইয়া উপবেশন করিলেন। অনেক দিনের পর আজ পূর্ব্ব স্মৃতি আসিয়া তাহার মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে লাগিল। সেই স্নেহময়ী জননী, সেই স্নেহময় জনক, বিমাতা হিরণ্ময়ীর ভীষণ ষড়যন্ত্র, পিতার সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার, অপ্রাপ্ত বয়সে অপক্ক বুদ্ধিতে পিতৃ গৃহত্যাগ, আর সেই হতভাগিনী জননীর স্নেহ পরিপূর্ণ কারুণ্য অথচ মলিন মুখশ্রী,অবিনাশচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তাহার অলোক সামান্য দয়া আর অসামান্য পরহিত ব্রত, আনন্দময়ীর অকৃত্রিম স্নেহ, সৌদামিনীর সহিত বাল্য ক্রীড়া, সর্ব্বোপরি মৃত্যু মেঘাচ্ছাদিত জননীর ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, আর সেই তামসী কাল রাত্রি, সেই অন্ধকারময়ী শ্মশান ভূমি, সেই প্রদীপ্ত ভীষণ চিতা, আর তন্মধ্যবর্ত্তিনী জননীর সেই স্বর্গীয় মূর্ত্তি যুগপৎ মনে হইয়া তাহার হৃদয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সনৎকুমার তখন সেই অনাবৃত সোপানোপরি শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মুদিত চক্ষে শতধারে অশ্রু গলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হইতে সকল চিন্তা বিদূরিত হইল; তিনি উঠিয়া বসিলেন। সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

আগন্তুক বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"তুমি কে?"

স। "আমার নাম সনৎকুমার—আমি এই গৃহস্বামী।"

"তুমিই সনৎকুমার?" এই বলিয়া আগন্তুক উচ্চকণ্ঠে কান্দিয়া উঠিল।

সনৎকুমারের বোধ হইল, তিনি যেন অনেক দিন গত হইল সে স্বর একবার শুনিয়াছিলেন, সে আকৃতি একবার দেখিয়াছিলেন। তিনি

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তৎপ্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া, আগ্রহের সহিত বলিলেন,—

"বলুন—আপনি কে?"

"প্রাণাধিক সনৎকুমার! আমি চণ্ডাল, পাপিষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—তোমার পিতা।" এই বলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে কান্দিয়া উঠিলেন।

সনৎকুমার বাত্যাহত বিটপী-বৎ তাহার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল।

ভবানীপ্রসাদ করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন!

সনৎকুমারের চেতনা অপহৃত হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা পুনরাগত হইল; তখন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সেখানে কেহই নাই। কেবল অনতিবৃহৎ পুষ্প বৃক্ষ এবং উদ্যানলতা সকল চন্দ্রকর-বিধৌত হইয়া নৈশ সমীরণ সঞ্চারে মন্দমন্দ দুলিতেছে; উপরে চন্দ্র তারালঙ্কৃত অনন্ত ছায়া পথ, হীরক খচিত সুনীল চন্দ্রতাপের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিতেছে; নিকটে তুষার ধবল সৌধরাজি হিমাংশু কিরণে স্নাত হইয়া অধিকতর ধবল শ্রী বিস্তার পূর্ব্বক সারি সারি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; আর সন্মুখে সর্ব্বসংসার সুন্দরী, সর্ব্বজন মনোহারিণী, উদ্যানাধিষ্ঠাত্রি দেবীর ন্যায়, সৌদামিনী দীন নয়নে স্বামীমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সনৎকুমার উঠিয়া বসিলেন।

সৌদামিনী আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

সনৎকুমার সৌদামিনীকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"সৌদামিনী তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ?"

সৌ। "এই মাত্র"

সনৎকুমার অতীত ঘটনা ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—"সৌদা! রাত্রি কত হইয়াছে?

সৌ। "এইমাত্র নয়টা বাজিয়াছে।"

সন। তোমার আহার হয় নাই?

সৌদামিনী কিছু বিস্মিতা হইলেন। সনৎকুমার জানেন, যে তিনি আহার না করিলে, সৌদামিনী আহার করেন না; তবে তিনি একথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সৌদামিনী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—"না"।

সনৎকুমার সাদরে সৌদামিনীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—সৌদা! তুমি আহার কর গিয়ে? আমার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে; আমি আজ আহার করিব না।

সৌদামিনী বসিয়াই রহিলেন।

সনৎকুমার পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন।

সৌদামিনী সনৎকুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"অসুস্থ শরীরে অধিকক্ষণ বাহিরে থাকিও না।"

স। যাও সৌদা! আহার কর গিয়ে? আমি অধিকক্ষণ এখানে থাকিব না।

সৌদামিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

সনৎকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিয়া, সেই প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানোপরি যাইয়া উপবেশন করিলেন। ইচ্ছা আর একবার তাঁহার দেখা পায়, আর পিতা বলিয়া চরণে লুটাইয়া পড়ে; ইচ্ছা বাল্যকালের মত, আর একবার ক্রোড়ে উঠিয়া জীবন সার্থক করে; এই ভাবিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া আর একবার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলেন; আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। রাত্রি ক্রমে দুই প্রহর, সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, তৃতিয় প্রহর অতিত হইল; তখন তিনি করোপাধানে সেই কঠিন সোপানোপরি শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণে সত্বরেই নিদ্রা আসিল।

নিশাবশানে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই মূর্ত্তি পুনর্ব্বার তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। বিকট হাস্য প্রভৃতি উন্মাদ চিহ্ন এবার তাহার মুখমণ্ডলে কিছুই নাই, মুখমণ্ডল গম্ভির অথচ নিষ্প্রভ; হৃদয় যেন কোন নিদারুণ শোকে পূর্ণ হইয়াছে, অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, মুখমণ্ডলে তাহাই বিকাশ করিতেছে। চক্ষু অশ্রু-ভারাকীর্ণ হইয়া কম্পিত হইতেছে। ভবানি-প্রসাদ প্রিয়তম পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে কোলে বসাইয়া বলি-লেন,—"প্রাণাধিক সনৎ! আমি পিশাচীর কপট মায়ায় মুগ্ধ এবং তাহার কৈতব বাদে প্রতারিত হইয়া, সাধ্বির অবমাননা করিয়াছিলাম, পতিব্রতাকে সপুত্র নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম, তাহার এই গুরুতর প্রায়-শ্চিত্ত হইতেছে। অধিকক্ষণ এসংসারে থাকিতে আমার আর অধিকার নাই; সেই জন্যে একবার তোর সঙ্গে শেষ সাক্ষাত করিতে আসিলাম।

আমার জন্যে দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই; কেহই চিরদিন পিতা মাতা লইয়া সংসারে বাস করে না। পাপিষ্ঠ বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিস না? মৃত্যুর পর যথাবিধি শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিস, ঐদেখ সুশীলা নিজ পুণ্যে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিতেছে। এই বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সনৎকুমার সবিস্ময়ে দেখিলেন, যথার্থই মেঘমালা ভেদ করিয়া,ছায়াপথ আলোকিত করিয়া সুবর্ণময় একখানি রথ ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতেছে। রথচূড়ায় সহস্র সুবর্ণকেতু উড়িতেছে; রথচক্রের প্রত্যেক আবর্ত্তনে চন্দ্ররশ্মি বাহির হইয়া পৃথ্বীময় ছড়াইয়া পড়িতেছে; স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিগ আমোদিত হইয়াছে; অতি দূরে নক্ষত্রলোকে স্বর্গীয় বাজনা বাজিতেছে; তাহার সহিত তান-লয়-বিশুদ্ধ অপ্সরা কণ্ঠ-গীত-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। শূন্য হইতে রথপার্শে স্তুপে স্তুপে মন্দার কুসুমবৃষ্টি হইতেছে; রথমধ্যে স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিতা, স্বর্ণসিংহাসনোধিরূঢ়া, সুশীলা সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন। রথ ক্রমে উদ্যান মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলা রথ হইতে অবতরণ করিয়া সনৎকুমারকে ক্রোড়ে লইলেন। দীর্ঘকাল পর সনৎকুমার মাতৃমুখ অবলোকন করিয়া, মাতার বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। সুশীলা প্রিয়তম পুত্রের মুখচুম্বন পূর্ব্বক তাহার শরীরে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—"বৎস! তুমি স্বভাবতঃ ধীর, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, সর্ব্বগুণের আধার, তথাপি সাবধান করিয়া দিতেছি,—কদাচ ধর্ম্মপথের বহির্ভূত হইও না? অধর্ম্মের আপাতত মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিও না? জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল অনন্ত। তোমাকে অধিক বলিবার কিছুই নাই; প্রকৃতি যাহা যাহা তোমাকে দিয়াছেন, তাহা লইয়া অতি অল্প লোকেই সংসারে আসিয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অক্ষয় সুখে সংসারে বাস কর। এই বলিয়া পুনর্ব্বার সনৎকুমারের মুখচুম্বন পূর্ব্বক ভবানীপ্রসাদের হস্ত ধারণ করিয়া রথারোহণ করিলেন।

সনৎকুমার মাতাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না; কেবল মন্ত্রাভিহতের ন্যায় সজল নয়নে একদৃষ্টে মাতার দিগে চাহিয়া রহিলেন। রথ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; ক্রমে জলদজাল বিভিন্ন করিয়া, নক্ষত্রলোকে উঠিল, তখন একটি ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। সনৎকুমার একদৃষ্টে চাহিয়াই রহিলেন। তারপর নক্ষত্রলোক পশ্চাৎ

করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিল, সনৎকুমার চাহিয়াই রহিলেন। ক্রমে ক্রমে রথ অদৃশ্য হইয়া গেল। সনৎকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উর্দ্ধদিগে চাহিয়া থাকিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দৃষ্টি বিনত করিলেন, অমনি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সনৎকুমার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, বেলা চারিদণ্ড অনুমান হইয়াছে। তাহার বাড়ীর পশ্চিমপার্শ্বস্থ দীর্ঘিকা তটে অনেক লোক গোলযোগ করিতেছে। কলরব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সনৎকুমার স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাবিতে ভাবিতে সেই দিগে চলিলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন, অবিনাশচন্দ্র, আনন্দময়ী, সৌদামিনী এবং গ্রামস্থ কতকগুলি ভদ্রলোক দীর্ঘিকা তটে কি যেন ঘেরিয়া, মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া আছে। সনৎকুমার তাহাদের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ে বিষাদের তরঙ্গোচ্ছাস হইতে লাগিল। কাশী হইতে প্রত্যাগমন সময়ে যে মূর্ত্তি তিনি ভাগীরথী সৈকতে একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার পর গত রাত্রে একবার মাত্র যাহার সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল, নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন সেই পরমারাধ্য পিতার শব পতিত রহিয়াছে। ভবানীপ্রসাদ উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত হইয়া দীর্ঘিকা জলে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন।

বহুকালের পর সনৎকুমার পিতৃমুখ অবলোকন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে পিতৃপদ ধারণ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। অবি-নাশচন্দ্র এবং আনন্দময়ী তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। অনন্তর তিনি শোকদগ্ধ হৃদয়ে উপরতের প্রেতক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

সনৎকুমার যতদিন জীবিত ছিলেন, এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্তটী ততদিন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি অনেক সময়েই ভাবিতেন, এ জগতের সকল ঘটনাই অসম্ভব অথচ সকলই সম্ভবপর।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

ওয়ারেণ্টে নিমাইচান্দ ধৃত হইল এবং কিছু দিনের জন্য তাহার কারাবাস ব্যবস্থা হইল। সনৎকুমার অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার পিতৃস্বশা হরমণিকে আনিয়া আপন বাটীতে রাখিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই হিরালালের মৃত্যু হইয়াছিল।

রজনীকান্তের সংবাদ আমরা কিছুই বলিতে পারি না, তাহার সহিত আর আমাদের সাক্ষাত হয় নাই।